

# বারাহীনে আহমদীয়া

মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও  
মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে  
উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি

১ম ও ২য় খণ্ড

পু

হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ  
প্রতিশ্রূত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)  
আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

# বারাহীনে আহমদীয়া

মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও  
মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে  
উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি

১ম ও ২য় খণ্ড

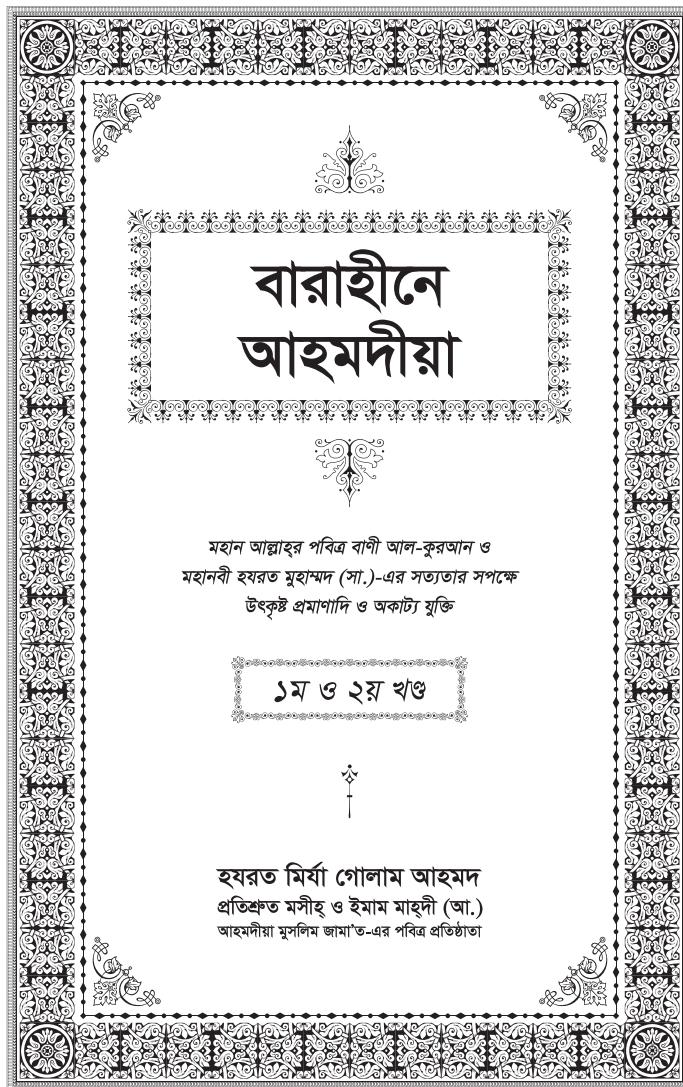
পঞ্চাশ

হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ  
প্রতিশ্রূত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)  
আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা



# বারাহীনে আহমদীয়া

## ১ম ও ২য় খণ্ড



প্রকাশনায়  
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

# বারাহীনে আহমদীয়া

## ১ম ও ২য় খণ্ড

গ্রন্থস্বত্ত্ব

ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.

প্রকাশনায়

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

ভাষাত্তর

মওলানা ফিরোজ আলম

ইনচার্জ, কেন্দ্রীয় বাংলা ডেক্স, ইউ. কে.

প্রকাশকাল

জানুয়ারি ২০১৭

সংখ্যা

১০০০ কপি

মুদ্রণে

বাড-ও-লিভস্

বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন,  
৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

**Barahin-e-Ahmadiyya**  
(VOL 1 & 2)

বারাহীনে আহমদীয়া  
১ম ও ২য় খণ্ড

by Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani  
**The Promised Messiah and Imam Mahdi** as  
(may peace be upon him)

Translated into Bangla by  
**Maulana Feroz Alam**

Published by  
**Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh**  
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

First published in Urdu in Qadian, India 1880

First Bangla translation published in January 2017

printed by : **Bud-O-Leaves**, Motijheel, Dhaka

**ISBN 978-984-991-066-4**



## প্রসঙ্গ কথা

মহান আল্লাহ্ রাবুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক ‘বারাহীনে আহমদীয়া’র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা’লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম ‘আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাকীয়তে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্’ অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি। এটি হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চিরস্থায়ী নবুয়্যতের সত্যতা আর ইসলামের অনিন্দ্য সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠার অকাট্য দলীলে সমৃদ্ধ এক পুস্তক।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রূত মসীহ ও ইমাম মাহদী হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ’ বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

‘বারাহীনে আহমদীয়া’র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রুহানী খায়ায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ড। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়। সময়টি ছিল ইংরেজ সরকারের আমল আর খ্রিষ্টীয় মতবাদের সুবর্ণ যুগ। সে সময়ে তারা সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নামে, বিভিন্ন স্থানে বাইবেল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে আর ইসলামের বিরুদ্ধে বহু পুস্তক প্রকাশ করে আর কোটি কোটি লিফলেটও প্রচার করে। তাদের প্রচারের আধিক্য এতটাই ছিল যে, ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে খ্রিষ্টীয় ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯১ হাজার আর ১৮৮১ সালে তা ৪ লাখ ৭০ হাজারে গিয়ে ঠেকে। একদিকে খ্রিষ্টীয় মতবাদ অপর দিকে আর্য ধর্মসহ অন্যান্যা ধর্মগুলো এমনভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে দণ্ডয়মান হয়েছিল যে, ইসলাম এবং পবিত্র

কুরআন মজিদ-এর সত্যতাকে পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য এমন কোন হীন ষড়যন্ত্র নাই যা তারা করে নি। এমন পরিস্থিতি ও যুগের চাহিদাকে উপলব্ধি করে হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ইসলামের পক্ষে কলমের জিহাদে রত হন আর এ অসাধারণ পুস্তক রচনা করেন।

এ পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে হ্যরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, ‘সকল সত্যান্বেষীর যেন স্মরণ থাকে যে, ‘আলবারাহীনুল আহমদীয়াহু আলা হাকীয়তে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়াতীল মুহাম্মদীয়াহু’ নামক গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য হলো ইসলাম ধর্মের সত্যতা প্রমাণ, কুরআন করীমের সত্যতার অনুকূলে যুক্তি প্রদান এবং হ্যরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর রিসালতের সত্যতার প্রমাণ সবার সামনে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন। এছাড়া, যুক্তি প্রমাণে দৃঢ় এই ধর্ম, এই পবিত্র গ্রন্থ এবং এই মনোনীত নবীকে যারা অস্বীকার করে, তাদেরকে উৎকৃষ্ট ও যুক্তিনির্ভর প্রমাণাদির মাধ্যমে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো ও নির্বাক করে দেয়া, যেন ভবিষ্যতে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মুখ খোলার ধৃষ্টতা না দেখায়।’

প্রতিশ্রূত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর এ পুস্তকে ইসলামের সপক্ষে যেসব যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তা খণ্ডনের লক্ষে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করে পুরস্কার ঘোষণা করেন। তিনি এ বিষয়ে বলেন, ‘আমি বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের প্রণেতা, যারা ফুরকান মজীদ এবং হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্যতায় অবিশ্বাসী, এমন সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সত্যের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে ১০,০০০ (দশ হাজার) রূপি পুরস্কারের প্রতিশ্রূতি সম্বলিত বিজ্ঞাপন প্রচার করছি। আমি এ মর্মে আইনানুগ এবং শরীয়তসম্মত সত্য অঙ্গীকার করছি যে, কুরআন মজীদ ও হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতা সম্পর্কে পবিত্র গ্রন্থ কুরআন থেকে আমরা যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করেছি, অঙ্গীকারকারীদের কেউ কুরআনের সাথে তুলনা করে স্বীয় ঐশীগ্রান্থে (এর সত্যতার পক্ষে) এর সমপর্যায়ের প্রমাণাদি রয়েছে বলে প্রমাণ দিক, অথবা সম-সংখ্যক প্রমাণাদি উপস্থাপনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ প্রমাণাদি উপস্থাপন করুক। কিন্তু তাও উপস্থাপনে যদি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়, তাহলে নিদেনপক্ষে আমাদের উপস্থাপিত যুক্তিগুলো একে একে

খণ্ডন করে দেখাক। এসব শর্ত পুরণ সাপেক্ষে আমি ঘোষক, কোন ওজর-আপত্তি না করে আমার ১০,০০০ (দশ হাজার) রূপি মূল্যমানের সম্পত্তির দখলীসত্ত্ব ও নিয়ন্ত্রণ উত্তরদাতার হাতে তুলে দেবো'। তাঁর এ অসাধারণ পুস্তকের খণ্ডন করা না তখন কারো পক্ষে সম্ভব হয়েছিল আর না বর্তমানে। যুগান্তকারী এ পুস্তকের মাধ্যমে অসংখ্য পথহারা ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়।

এই মহামূল্যবান পুস্তকটির বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, ইনচার্জ, কেন্দ্রীয় বাংলা ডেক্স, লন্ডন। এছাড়া এর বাংলা অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে আহমদী পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত হয়। বইটির প্রচ্ছদ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণপ্রিয় খলীফা হ্যরত মির্যা মসরর আহমদ (আই.) নির্বাচিত করে সদয় অনুমোদন দান করেছেন।

এ পুস্তকে অনুবাদের কাজে যাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য তারা হলেন—  
জনাব আহমদ তারেক মোবাশ্বের, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার জাফর আহমদ,  
জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন, জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ, কিশওয়ার হাসীন,  
জনাব শেখ মোস্তাফাজীজুর রহমান এবং জনাব মুসাবের আহমদ ভরওয়ানা।  
বইটির প্রক্ষরিডিং-এর মাধ্যমে চূড়ান্তকরণের কাজে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন  
জনাব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মিঠু।

এছাড়া প্রকাশনায় যারা যেভাবে সেবা প্রদান করেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ্  
তা'লা অশেষ পুরস্কারে ভূষিত করুণ। সেই সাথে এ কামনাও থাকবে, মহান  
আল্লাহ্ তা'লা এ পুস্তকের মাধ্যমে বাংলা ভাষা-ভাষীদের সঠিক পথের দিশা  
দিন আর ইসলামের জ্যোতির্ময় আলোতে জগতকে উত্তাপিত করুণ। মহান  
আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এ পুস্তক থেকে লাভবান হওয়ার তৌফিক  
দান করুণ। আমীন।



মোবাশ্বের-উর-রহমান

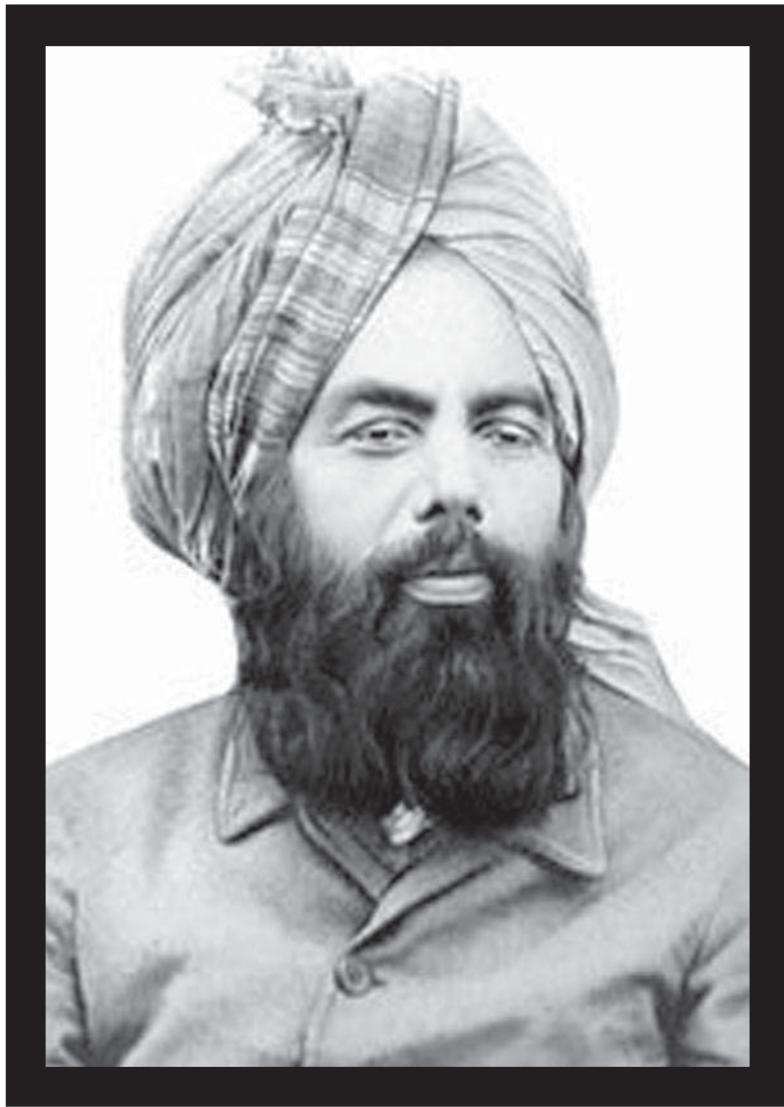
ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

ঢাকা

২৩ জানুয়ারি ২০১৭

# লেখক পরিচিতি



প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পরিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ, আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-

সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বিশাল রচনাসমগ্র (প্রায় ৮৮টি পুস্তক) বক্তা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতিতে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্বষ্টির সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধানই কেবল মানবজাতিকে নেতৃত্বিতা, উন্নততর বুদ্ধিভূতি এবং আধ্যাত্মিকতার স্বর্গশিখরে পৌঁছাতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন- কুরআন, বাইবেল ও হাদীসের ভবিষ্যত্বাণী অনুযায়ী মহান আল্লাহ তা'লা তাঁকে মসীহ ও মাহ্মদী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশ্বী আদেশে ১৮৮৯ সন হতে তিনি তাঁর হাতে সকলকে একত্র হওয়ার জন্য বয়আত গ্রহণ করা শুরু করেন যা এখন বিশ্বের ২০৯টি দেশজুড়ে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ১৯০৮ সনে প্রতিশ্রূত হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হয়রত মাওলানা হেকীম নুরুল্লাহ (রা.) খলীফাতুল মসীহ আউয়াল বা প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯১৪ সনে খলীফাতুল মসীহ আউয়াল-এর মৃত্যুর পর হয়রত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহ্মদী (আ.)-এর প্রতিশ্রূত পুত্র হয়রত মির্যা বশীরুল্লাহ মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হয়রত মির্যা বশীরুল্লাহ মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রায় ৫২ বছর খলীফাতুল মসীহ হিসেবে তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সনে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় পুত্র ও ইমাম মাহ্মদীর প্রতিশ্রূত পৌত্র হয়রত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা করার পর ১৯৮২ সনে তাঁর তিরোধান হয়। এরপর তাঁর ছোট ভাই হয়রত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। ১৯শে এপ্রিল ২০০৩ সন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ রাবে হয়রত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) জামা'তকে বিশ্বময় ব্যাপক পরিচিতি ও বর্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। হয়রত মির্যা মসরুর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রধান হিসেবে বর্তমানে নেতৃত্ব দান করে চলেছেন এবং তিনি প্রতিশ্রূত মসীহ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক আশিস লাভকারী এক সৌভাগ্যবান প্রপৌত্র।



# সূচিপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

## ১ম খণ্ড

১) বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের হাদিয়া ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিবেদন.....	০৩
২) একটি কৈফিয়ত .....	০৬
৩) গ্রন্থপ্রণেতার গুরুত্বপূর্ণ এক নিবেদন .....	০৭
৪) ঘোষণা .....	৮৩

## ২য় খণ্ড

৫) ‘বারাহীনে আহমদীয়া’র বিরোধীদের ত্ত্বাপূর্ণ ব্যবহার .....	৫১
৬) গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞাপন .....	৫৪
৭) একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য নিবেদন .....	৫৫
৮) মুখ্যবন্ধ .....	৬৭
৯) ফারসি নথম .....	১২৩



বারাহীনে আহমদীয়া

গান্ধীল বারাও  
ছসে ওল

জاء الحق ونر هق الباطل كان هوقا

بفضل عظيم حضرت أديٰ عالم عاليان ورحمت عيٰم ربها لكتبة كان كتاب لاجواب موسوم به

# بِرَاهِينِ الْحَدِيدِ

ملقب به

البراهين الاحديه على حقيقه كتابه القرآن والنبوّة للحادي

جعفر بن ابي شباب جابر بن اغلام احمد صارم عذر قاديان ضلع كرد اسپور خاپ دام اقبال  
کمال تحقیق اور تدقیق سے ایف کر کے شکرین اسلام رحیمہ خاکم پوری کریمی کریمی بروہ فارمود منیر ابریشم شاہزادی

امیر سرپرخاب

هند  
لہوار پرس مین ۱۸۸۴ء طبع ہوئی

دعا  
ذکر بیونیت کا تبلیغی ہے اے  
ٹانکی بیونیت  
ڈیکھو نکلی و دواہ

۱۹۰۰ء  
دعا  
ذکر بیونیت کا تبلیغی ہے اے  
ٹانکی بیونیت  
ڈیکھو نکلی و دواہ

প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের প্রাচ্ছদের অনুবাদ

## প্রথম খণ্ড

جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقًا

এ পৃথিবী ও সমগ্র বিশ্বজগতের  
পথপ্রদর্শকের মহান কৃপায় আর পথহারাদের  
সঠিক পথপ্রদর্শনকারী খোদার সার্বজনীন করণায়,  
শানিত যুক্তিতে সমৃদ্ধ অখণ্ডনীয় এ গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে—

# ‘বারাহীনে আহমদীয়া’

এর পুরো নাম হলো:

‘আলবারাহীনুল আহমদীয়াত্ত আলা  
হাকীয়তে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে  
ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াত্ত’।

শুভ আল্লাহু আল্লাম! এটি কী অনুমত এক গ্রন্থ যা খুবই অন্ধ কালের  
ক্ষেত্রে মানবকে সত্য ধর্মের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করবে।

চূড়ান্ত গবেষণা ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের ওপর  
ভিত্তি করে এটি রচনা করেছেন মুসলমানদের  
গর্ব, পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত  
কাদিয়ান নিবাসী সম্মানিত রাইস  
জনাব মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব  
(খোদা তাঁর সম্মান স্থায়ী করান)। অস্বীকারকারী  
বিরোধীদের সামনে ইসলামের সত্যতা প্রতিপন্থ  
করে ১০ হাজার রূপি (পুরস্কার) প্রদানের  
প্রতিশ্রূতির সাথে তিনি এটি প্রকাশ করেছেন।

সফীরে হিন্দ ছাপাখানা  
অমৃতসর, পাঞ্জাব  
১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ

## ঘোষণা\*১

# বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের হাদিয়া ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিবেদন

বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের সম্মানিত ক্রেতাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, এটি বেশ বড় একটি গ্রন্থ যার কলেবর হবে শতাধিক ‘জুয়’\*২-এরও অধিক। মুদ্রণের কাজ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত, বিভিন্ন পর্যায়ে টিকা-পাদটিকা সংযোজনের ফলে গ্রন্থটির কলেবর আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। সৌন্দর্য-সুষমায় আর সৃষ্টিতার আবশ্যিকীয় সকল অনুষঙ্গ নিয়ে এমন উন্নত মানের কাগজে এত সুন্দরভাবে এটি মুদ্রিত হচ্ছে যে, ব্যয়ের হিসেব কষে দেখা গেছে, এর প্রতিটি বইয়ের মূল্য পড়বে পাঁচশ রূপিয়া।

বইটি যাতে মুসলমানদের মাঝে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে আর এটি ক্রয় করা মুসলমানদের জন্য যাতে কষ্টসাধ্য না হয়, এ উদ্দেশ্যে এর বিক্রয়মূল্য প্রথমে পাঁচ রূপি ধার্য করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল, উদার ও উন্নতচেতা ধনাট্য মুসলমানগণ এমন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের কাজে আন্তরিক সদিচ্ছার সাথে এগিয়ে আসবেন এবং এই ব্যয়ভার বহন করা সহজসাধ্য হবে। কিন্তু আক্ষেপের সাথে বলতে হচ্ছে, এখন পর্যন্ত সে আশা পুরণ হয় নি। কেবল একজন, পাঞ্জাবের পাটিয়ালা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য পরিচালনা পর্যন্তের সদস্য (দস্তরে মুয়ায়্যম) সৈয়দ হাসান খান সাহেব বাহাদুর দরিদ্র ছাত্রদের মাঝে বন্টনের উদ্দেশ্যে ৫০টি বই ক্রয় করেছেন এবং বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত মূল্য অনুযায়ী সাকুল্য অর্থ আগাম পাঠ্টিয়ে দিয়েছেন।

অধিকন্তে তিনি ক্রেতা সংগ্রহের ক্ষেত্রেও অনেক সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। খোদা তাঁলা তাঁকে এই পুণ্যকর্মের জন্য পুরস্কৃত করুণ এবং উত্তম প্রতিদান দিন।

## টিকা:

\*১ এই ঘোষণা প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তবে তা দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। (মৌলানা জালাল উদ্দিন শাম্স কর্তৃক উন্নৰ্ত্ত)

\*২ ‘জুয়’ বলতে মুদ্রণকৃত পুস্তকের একেকটি অংশ বুবায় যার প্রতিটি ১৬ পৃষ্ঠার হয়ে থাকে (মুদ্রণের ভাষায় বর্তমানে একে ‘ফর্মা’ বলা হয়)

এছাড়া অধিকাংশ লোক একটি বা দু'টির বেশী বই করেন নি। যদিও আমরা বইয়ের মূল্য ১৮৭৯ সনের তো ডিসেম্বরে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন অনুসারে পূর্বনির্ধারিত ৫ রূপির পরিবর্তে বর্তমানে ১০ রূপি নির্ধারণ করেছি, তবুও এই মূল্য প্রকৃত ব্যায়-মূল্যের দেড়ভাগ কম।

অবশ্য যারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের পূর্বেই বইয়ের মূল্য পরিশোধ করেছেন তারা পুনর্নির্ধারিত মূল্য বা বর্তমান মূল্যের আওতায় পড়বেন না।

সুতরাং সেসব ক্রেতাগণের সম্মানিত নাম নিম্নের টিকায় অত্যন্ত মর্যাদার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে সম্পদশালী অন্যান্য উদার ব্যক্তিবর্গ সর্বদা ইসলামের সেবায় যারা নিয়োজিত থাকেন, এই ঘোষণার মাধ্যমে তাঁদের প্রতি নিবেদন হলো, এমন পুণ্যকাজে সাহায্য করতে আদৌ দ্বিধা করবেন না যার মাধ্যমে ইসলামের নাম সমৃন্নত হয় এবং যার কল্যাণ শুধুমাত্র ব্যক্তির নিজ জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং খোদার হাজার হাজার বান্দা এর দ্বারা চিরকাল উপকৃত হতে থাকবে।

### সম্মানিত ক্রেতাগণের নাম-

১. শ্রদ্ধেয়া নবাব শাহ্ জাহান বেগম, ভূপালের অধিপতি।
২. জনাব নবাব আলাউদ্দীন আহমদ খান বাহাদুর, লোহারুর শাসক।
৩. জনাব মৌলভী চেরাগ আলী খান, প্রধানমন্ত্রীর নায়েব মু'তামাদ, হায়দ্রাবাদ।
৪. জনাব গোলাম কাদের খান, নালাগড়ের মন্ত্রী, পাঞ্জাব।
৫. জনাব নবাব মকার্রমুদ্দীলা বাহাদুর, হায়দ্রাবাদ।
৬. জনাব নবাব নয়ীর উদ্দীলা বাহাদুর, ভূপাল।
৭. জনাব নবাব সুলতান উদ্দীলা বাহাদুর, ভূপাল।
৮. জনাব নবাব আলী মুহাম্মদ খান বাহাদুর, লুধিয়ানা, পাঞ্জাব।
৯. জনাব নবাব গোলাম মাহবুব সুবহানী খান বাহাদুর, লাহোরের রইসে আয়ম।
১০. জনাব সর্দার গোলাম মোহাম্মদ খান সাহেব, ওয়াহ্'এর রইস।
১১. জনাব মির্যা সাঙ্গদুদ্দীন খান বাহাদুর, এক্স্ট্রো এসিস্টেন্ট কমিশনার, ফিরোজপুর।

কেননা মহানবী (সা.)-এর বাণী অনুসারে মানুষের নিজ শক্তি ও সামর্থকে সে সব কাজে ব্যয় করার চাইতে মহান কাজ আর নেই যে সব কাজে আল্লাহর বান্দাদের পারলৌকিক কল্যাণ সাধিত হয়। তবে সেই কাজ যা সুসম্পন্ন করতে অনেক টাকার প্রয়োজন আর বর্তমান অবস্থাদ্বন্দ্বে যা সমাধা হওয়ার পথে বেশ কয়েক প্রকার প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যা চোখে পড়ছে তা সহজেই নিষ্পন্ন হতে পারে, যদি উপরোক্তিখন্তি সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এদিকে মনোযোগ নিবন্ধ করেন।

তবে বিশ্বাস আছে যে, আমাদের এই অত্যাবশ্যকীয় কর্ম-প্রচেষ্টাকে খোদা তাঁলা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে দেবেন না, যেমন এই (ইসলাম) ধর্মের কাজ সর্বদাই নির্দশনমূলকভাবে হয়ে থাকে, ঠিক সেভাবেই অদৃশ্য হতে কোন সুজন দণ্ডায়মান হবেন *وَتَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ هُوَ نَعْمَ الْمَوْلَى وَنَعْمَ النَّصِيرُ*। আল্লাহর ওপরই আমরা নির্ভর করি, তিনিই সর্বোত্তম বন্ধু ও পরম সাহায্যকারী।

প্রকাশক ও গ্রন্থপ্রণেতা  
মির্যা গোলাম আহমদ  
কাদিয়ানের রইস (চীফ)  
গুরুন্দাসপুর  
পাঞ্জাব

## একটি কৈফিয়ত

এই সময় নাগাদ গ্রস্তির অর্ধেকের মত ছাপা হয়ে যেতো। তবে পাঞ্জাবের অমৃতসরস্থ সফীরে হিন্দ ছাপাখানার স্বত্ত্বাধিকারীর অসুস্থতা এবং অপ্রত্যাশিত আরো কিছু অপারগতার কারণে মুদ্রণের কাজ সাত-আট মাস বিলম্বিত হয়েছে, ভবিষ্যতে আর কখনও এমনটি হবে না, ইনশাআল্লাহ্।

গোলাম আহমদ

## গ্রন্থপ্রণেতার গুরুত্বপূর্ণ এক নিবেদন

বিশ্বজগতের প্রভুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমি কোথায় খুঁজে পাব, যিনি-  
প্রথমত: এ অধমকে কেবল আপন কৃপা, উদারতা ও অদৃশ্য বদান্যতার  
নির্দর্শনস্বরূপ এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের সামর্থ্য দান করেছেন, এরপর  
ইসলামের নেতৃস্থানীয়, প্রবীণ, জ্যেষ্ঠ, অভিজ্ঞাত এবং অন্যান্য ভাইদের আর  
মু'মিন-মুসলমান ভাইদের মাঝে এই রচনার মুদ্রণ, প্রচার ও প্রসারের প্রতি  
গভীর আগ্রহ জাগিয়ে তাঁদের মনোযোগ এদিকে নিবন্ধ করিয়েছেন। সেসব  
সাহায্যকারী বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার একটি আবশ্যকীয়  
দায়িত্ব যাদের মহানুভবতায় আমার ধর্মীয় উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া  
থেকে এবং আমার শ্রম পণ্ড হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। এ সব সম্মানিত বন্ধুর  
সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আমি এতটাই কৃতজ্ঞ যে, তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা  
প্রকাশের ভাষা আমার নেই।

আমার কৃতজ্ঞতাবোধ আরও গভীরতর হয়, বিশেষ করে যখন আমি দেখি কিছু  
লোক এই মহান কাজে সর্বোচ্চ সাধ্যানুযায়ী অংশ নিয়েছেন আবার অনেকেই  
বর্ধিত সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

আমি এই মন্তব্যে সে সব দৃঢ়চেতা ও প্রত্যয়ী ব্যক্তিবর্গের কল্যাণমণ্ডিত নাম  
তাঁদের প্রদত্ত অংক উল্লেখপূর্বক লিপিবন্ধ করেছি যারা পুস্তক ক্রয় ও এর  
ছাপার কাজে কোন না কোন ভাবে সাহায্য করেছেন, আর ভবিষ্যতে এ গ্রন্থ  
ছাপার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই রীতি অব্যাহত থাকবে, যাতে যতদিন  
এই পৃথিবীতে এই গ্রন্থের মাধ্যমে কারো কল্যাণ ও হিতসাধনের ধারা  
অব্যাহত থাকে, ততদিন এর মাধ্যমে লাভবান প্রত্যেক ব্যক্তি আমাকে ও  
আমার সাহায্যকারীদের দোয়ায় স্মরণ রাখতে পারেন।

এখানে বিশেষভাবে একটি কথা তুলে ধরা আবশ্যিক, তাহলো এই পুণ্যকর্মে  
আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী সাহায্য এসেছে পাঞ্জাবের পাটিয়ালা রাজ্যের  
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য পরিচালনা পর্ষদের সদস্য (দন্তে মুয়াফ্যম)  
হ্যরত খলীফা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান খান সাহেবের পক্ষ থেকে। অর্থাৎ এই  
মহান ব্যক্তি উদারতা ও গভীর ধর্মানুরাগের স্বাক্ষর রেখে পুস্তক ক্রয় বাবদ  
সর্বমোট ৩২৫ রূপি প্রদান করেছেন, যার মধ্যে ২৫০ রূপি তাঁর ব্যক্তিগত  
খাত থেকে দিয়েছেন আর ৭৫ রূপি সংগ্রহ করেছেন তাঁর বন্ধু-বান্ধবের নিকট

থেকে। অধিকন্তু প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর পত্রে গ্রস্ত ছাপার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখা এবং সম্ভাব্য ক্রেতা সন্ধানে সাহায্য-সহযোগিতারও প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন। অনুরূপভাবে হয়রত ফখরুল্লালা, খান বাহাদুর, লোহারঞ্জ রাজ্যের শাসক নবাব মির্যা মোহাম্মদ আলাউদ্দীন আহমদ খান বাহাদুর ৪০ রুপি পাঠিয়েছেন, যার পুরো ২০ রুপি-ই অনুদান। তিনি ভবিষ্যতেও সাহায্য-সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন। এমনিভাবে ক্রাউন অব ইণ্ডিয়া, ভূপালের অধিপতি, মহামতি নবাব শাহ জাহান বেগম সাহেবার (খোদা তাঁর সম্মান স্থায়ী করুন) বিশেষ মনোযোগ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকারের দাবি রাখে। আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি তিনি সহানুভূতি প্রদর্শনের উন্নত বৈশিষ্ট্যের প্রেরণায়, গ্রস্ত ক্রয়ের প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন। আমার বিপুল প্রত্যাশা, যেকাজে হয়রত খাতামুল আম্বিয়ার সত্যতা ও মহিমা প্রকাশ পায় এবং ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি দিবালোকের মত সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে আর খোদার বান্দাদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়, সে কাজের প্রতি এই মহীয়সী নারী পুরো মনোযোগ নিবন্ধ করবেন।

অন্যান্য সম্পদশালী ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ যারা এখনও এই গ্রস্ত সম্পর্কে আদৌ অবহিত নন তাদের কাছে এখানে আমি নিবেদন করতে চাই, তারাও যদি এই গ্রস্ত প্রকাশে কিছুটা সাহায্য-সহযোগিতা করেন তাহলে তাদের সামান্য মনোযোগে এই গ্রন্থের প্রচার ও প্রসার সংক্রান্ত আমার হস্তয়ের উদ্বেগাকূল বাসনা ও ইচ্ছা অতি সহজেই বাস্তবায়িত হতে পারে।

হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও ইসলামের আলোকবর্তিকাগণ! আপনারা ভালোভাবে জানেন যে, আজকাল ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি প্রচার ও প্রসারের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। নিজ আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততিদের এই ধর্মের শিক্ষার আলোকে গড়ে তোলা এবং সুদৃঢ় ও উৎকর্ষ ধর্ম ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি বুবানো ও শেখানো এতটা আবশ্যক হয়ে পড়েছে আর এর আবশ্যকতা এমন অনস্বীকার্য ও অলঙ্ঘনীয় যা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। সমসাময়িক কালে মানুষের বিশ্বাস যেভাবে নষ্ট হচ্ছে আর বেশীর ভাগ মানুষের চিন্তাধারা যেভাবে বিকৃতি ও নৈরাজ্যের শিকার হচ্ছে, তা কারো অজানা নয়। কত অত্মুত ধ্যানধারণা দৃশ্যপটে আসছে, কত প্রকারের বিষাক্ত বাতাস বইছে, কত বিকৃত চিন্তা-ধারার শিকড় গজাচ্ছে, তার কোন ইয়ন্ত্র

নেই। সুতরাং ভয়াবহ এই তুফান, যা বড় বড় বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটনের শক্তি রাখে, সে সম্পর্কে যারা অবহিত তারা বুঝবে যে, এই গ্রন্থ বিনা প্রয়োজনে লেখা হয় নি। প্রত্যেক যুগের মিথ্যা বিশ্বাস ও বিকৃত ধ্যানধারণা ভিন্ন রূপে আর ভিন্ন আঙিকে মাথাচাঢ়া দেয়। সেসবকে মিথ্যা প্রমাণ করে সেসবের নিরসন কঞ্জে আল্লাহ্ তা'লা যে চিকিৎসা নির্ধারণ করেছেন তা হলো, সমসাময়িক যুগে তিনি এমন সব গ্রন্থ সামনে নিয়ে আসেন যা তাঁর পবিত্র গ্রন্থের আলোতে সমুজ্জ্বল হয়ে এসকল উদ্ভট ধ্যানধারণার অসারতা প্রমাণে সোচ্চার হয় আর অখণ্ডনীয় ও অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে শক্র মুখ বন্ধ করে এবং তাদের দোষী সাব্যস্ত করে। এক কথায় এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ইসলামরূপী বৃক্ষ সজীব, সতেজ ও চিরহরিৎ থাকে।

হে সম্মানিত মুসলমান ভাইয়েরা! আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সার্বজনীন জ্ঞানের কল্যাণে বর্তমান যুগে বিরাজমান নৈরাজ্য সম্পর্কে সকলেই পূর্ব হতে সবিশেষ অবহিত, যা বর্ণনা করাও এক মর্মাতনার কারণ। যে সকল নৈরাজ্য মানব-হৃদয়ে দানা বাঁধছে আর যেভাবে মানুষ কুমন্ত্রণাদাতাদের বিভ্রান্তি ও ভষ্টাতার কারণে নষ্ট হচ্ছে তা নিশ্চয় আপনাদের অজানা নয়। আর এমনটি ঘটছে ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের অজ্ঞতার কারণে। শিক্ষিত বা পড়ালেখা জানা কিছু মানুষ থাকলেও তারা এমন সব মন্তব্য ও মান্দাসায় পড়েছে যেখানে আদৌ ধর্মীয় জ্ঞান শেখানো হয় না। অধিকন্তু তাদের প্রকৃত জ্ঞান অন্বেষণ, বোধ-বুদ্ধি অর্জন এবং চিন্তা-ভাবনা ও প্রণিধানের সর্বোত্তম সময়টাই ব্যয় হয় অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পেছনে, ফলে তারা ধর্মজগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অনবহিত থেকে যায়।

অতএব, অচিরেই যদি তাদেরকে ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি সম্পর্কে অবহিত করা না হয় তাহলে একদিন এসব লোক সম্পূর্ণভাবে দুনিয়ার কীটে পরিণত হয়, যারা ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণভাবে ঝঙ্কেপহীন বা নাস্তিকতা ও মুরতাদের বেশভূষা ধারণ করে। এটি কেবল আমার অনুমান-ভিত্তিক কোন কথা নয় বরং বড় বড় সম্ভাস্ত পরিবারের ছেলেদের আমি স্বচক্ষে দেখেছি যারা ধর্ম সম্পর্কে, অজ্ঞতার কারণে বাঞ্ছাইজ হয়ে বা খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষা নিয়ে খ্রিষ্টান গীর্জায় আশ্রয় নিয়েছে। যদি প্রতিপালনকারী খোদার মহান কৃপা ইসলামের নিরাপত্তা-বিধান ও তত্ত্বাবধান না করতো আর তিনি যদি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ

আলেমদের জোরালো বক্তৃতা ও রচনাবলীর মাধ্যমে স্বীয় এ ধর্মের তত্ত্বাবধান না করতেন, তাহলে স্বল্পকালের মধ্যেই জগতপূজারিগাঁ আমাদের নবী (সা.) কোন্‌ দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন— তাও ভুলে যেতো। বিশেষ করে এই বিপদসঙ্কল যুগে যখন সর্বত্র রূপ ও বিকৃত চিত্তাধারার রাজত্ব, ইসলাম ধর্মের গবেষকগণ, একান্ত বীরত্ব ও দৃঢ়তার সাথে যারা সকল অস্বীকারকারী ও নাস্তিকের সাথে ধর্মীয় যুক্তি-তর্কে লিঙ্গ, তারা যদি স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য ছেড়ে দিয়ে নির্বিকার বসে থাকতেন তাহলে অল্প সময়েই ইসলামী কৃষ্ণি ও ঐতিহ্য এতটাই হারিয়ে যেতো যে, মসনুন বা প্রচলিত সন্তানণ ‘সালাম’এর পরিবর্তে ‘গুডমর্গিং’ ও ‘গুডবাই’ শোনা যেতো। সুতরাং এরূপ সময়ে ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি প্রচারে আন্তরিকভাবে নিয়োজিত থাকা কার্যত নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি প্রকৃত কৃপা বা করুণা করা বৈ অন্য কিছু কি। কেননা, মহামারীর যুগে বিশাঙ্ক বায়ু প্রবাহিত হওয়ার ফলশ্রুতিস্বরূপ সবার জীবনই ভূমিকথন্ত।

এ গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু লোকের মনে হয়তোবা এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এই পুস্তকের প্রয়োজন কী ছিল? আজ পর্যন্ত ধর্মীয় বিষয়ের আলোচনায় যেসব বই লেখা হয়েছে তা-কি বিরোধীদের আপত্তি খণ্ডন ও তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট নয়? এমন ধারণার উভয়ে আমি সকলের হৃদয়ে একথা ভালোভাবে গেঁথে দিতে চাই যে, এ গ্রন্থ আর অন্যান্য গ্রন্থের উপযোগিতা ও উপকারিতার মাঝে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। সে সব বই বিশেষ বিশেষ ফির্কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা। সেগুলো লেখার উদ্দেশ্য এবং তাতে প্রদত্ত প্রমাণাদি সেই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, যা কেবল বিশেষ ফির্কাকে অভিযুক্ত করার কাজই সাধন করে। সেসব গ্রন্থ যতই উন্নত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হোক না কেন, কেবল সেই বিশেষ গোষ্ঠীই এর মাধ্যমে লাভবান হতে পারে যাদের উদ্দেশ্যে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থ সকল ধর্মীয় বিশ্বাসের মোকাবিলায় ইসলাম ও ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণ করে আর সার্বজনীন গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ প্রতিপাদন করে যে, কুরআন ঐশ্বী উৎস হতে উৎসারিত। এটি স্পষ্ট যে, সার্বজনীন গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে যে সকল তত্ত্ব, তথ্য ও সূক্ষ্ম বিষয় দৃশ্যপটে আসে, বিশেষ বিতর্কে এর প্রতিভাস আদৌ সম্ভব হয় না।

যে ব্যক্তি কোন বিশেষ জাতির সাথে ধর্মীয় যুক্তি-তর্কে লিঙ্গ হয়, তার জন্য সুগভীর ও সুদৃঢ় গবেষণার মাধ্যমে এমন সব বিষয় প্রমাণের প্রয়োজনই বা

কী যা সে জাতির কাছে ইতোমধ্যেই স্বীকৃত ও গৃহীত? বরং বিশেষ ধরণের বিতর্কে প্রায়শ পাল্টা অভিযোগমূলক উত্তর দেয়ার মাধ্যমে কার্যসিদ্ধি করা হয় আর যুক্তিভিত্তিক প্রমাণের প্রতি মনোযোগ থাকে খুবই কম। বিশেষ বিতর্কের দাবিই কিছুটা এমন যে, প্রকৃতিগতভাবে সেক্ষেত্রে দর্শনভিত্তিক গবেষণার কোন প্রয়োজন পড়ে না, সাকুল্য প্রমাণ উপস্থাপনের তো প্রশ্নই ওঠেন। এমন বিতর্কে উপস্থাপিত যৌক্তিক প্রমাণাদি শতকে পাঁচটিরও উল্লেখ থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিশ্ব-স্রষ্টার অঙ্গিত্তু, ইলহাম এবং খোদা তা'লার সৃজনী বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাসী ব্যক্তির সাথে বিতর্কের সময় বিশ্বস্রষ্টার অঙ্গিত্তের প্রমাণ, ইলহামের আবশ্যকতা বা স্রষ্টার সৃজনক্ষমতার প্রমাণ উপস্থাপন করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। যে বিষয়ে কোন বিতর্কই নেই তা নিয়ে বিতঙ্গায় লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণভাবে একটি বৃথা কাজ। কিন্তু যাকে নানা প্রকার বিশ্বাস, অভিযত, আপত্তি ও সন্দেহের মুখোমুখি হতে হয় তার গবেষণায় কোন কিছু বাদ দেয়ার অবকাশ নেই।

অধিকন্তে নির্দিষ্ট কোন জাতির বিরুদ্ধে যখন কিছু লেখা হয় প্রায়শই তা এমন প্রমাণাদি সম্বলিত হয়ে থাকে যা অন্য জাতির বিরুদ্ধে প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধর্মগ্রন্থ বাইবেল থেকে যদি আমরা খাতামান নবীইন (সা.)-এর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে কতক ভবিষ্যদ্বাণী উপস্থাপন করি তা ইছুদি ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে হয়তো প্রমাণ হিসেবে কাজ দেবে কিন্তু একই প্রমাণাদি যদি আমরা কোন হিন্দু, তারকাপূজারি, দার্শনিক বা ব্রাহ্মসমাজীর সামনে উপস্থাপন করি তাহলে সে বলবে, আমি যেহেতু এসব গ্রন্থে বিশ্বাসী নই, তাই এসবের ভিত্তিতে যে প্রমাণ দেয়া হচ্ছে তা আমি কী করে মানতে পারি?

অনুরূপভাবে বেদ থেকে কোন কাজের কথা যদি আমরা খ্রিস্টানদের সামনে উপস্থাপন করি, তারাও একই উত্তর দেবে। তাই সকল ফিরকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুক্তিগত প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলামের সত্যতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এমন গ্রন্থের একান্ত আবশ্যকতা ছিল, যা কারো পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। অতএব সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর যে, এসব লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অধিকন্তে এ গ্রন্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এতে ইসলামের শক্রদের অযোক্তিক আপত্তির খণ্ডন ও ইসলামের সত্যতার প্রমাণ অতি উত্তমভাবে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ এতে বিরোধীদের জন্য ১০,০০০রুপি পুরস্কারের চ্যালেঞ্জ সম্বলিত একটি বিজ্ঞাপনও

অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেন তাদের আর কোন ওজর-আপত্তির সুযোগ না থাকে। এই বিজ্ঞাপন, বিরোধীদের মাথায় অনেক বড় একটি বোঝা, যা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহতি পাওয়া তাদের জন্য সম্ভব নয়। এছাড়া এটি তাদের সত্যবিবর্জিত জীবনকে এমনভাবে তিক্ত করে তুলবে যার অভিজ্ঞতা কেবল তাদেরই হবে। বস্তুত এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সত্যান্বেষীদের জন্য অতি কল্যাণময় একটি গ্রন্থ যার মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা হবে সুস্পষ্ট, সমুজ্জ্বল ও সূর্যের মত দেবীপ্যমান আর সেই পবিত্র গ্রন্থের মাহাত্ম্য ও সম্মান উত্তোলিত হবে যার সাথে ইসলামের সত্যতা, মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পৃক্ত।

ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় যারা অনুদান দিয়ে বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকটি প্রকাশে সাহায্য-সহযোগিতা যুগিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন তাদের নামের তালিকা নিম্নরূপ:

নং	নাম	পরিমাণ	মন্তব্য
১	খলীফা সাইয়েদ মুহাম্মদ, হাসান খান বাহাদুর, দস্তরে মুয়ায়িম [পাঞ্জাবের পটিয়ালা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য পরিচালনা পর্ষদের সদস্য]।	মোট ৩২৫ হতে ২৫০ রূপি তাঁর ব্যক্তিগত খাত থেকে আর ৭৫ রূপি নিম্নলিখিত বন্ধুদের পক্ষ থেকে।	পুস্তক ক্রয় বাবত

যারা উপরোক্তিত সম্মানিত ব্যক্তির মাধ্যমে অনুদান দিয়েছেন তাদের নাম  
নিম্নরূপ:

নং	নাম	পরিমাণ	মন্তব্য
ক	মৌলভী ফয়ল হাকীম	৫ রূপি	পুস্তক ক্রয় বাবত
খ	মাস্টার খোদা বখশ খান	৫ রূপি	পুস্তক ক্রয় বাবত
গ	সৈয়দ মুহাম্মদ আলী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাউনি বিনির্মাণ দপ্তর	৫ রূপি	পুস্তক ক্রয় বাবত
ঘ	মৌলভী আহমদ হাসান পিতা: মৌলভী আলী আহমদ	৫ রূপি	পুস্তক ক্রয় বাবত
ঙ	গোলাম নবী খান মুহুরী, করমগড়	৫ রূপি	পুস্তক ক্রয় বাবত
চ	কালে খান সাহেব, ব্যবস্থাপক, করমগড়	৫ রূপি	পুস্তক ক্রয় বাবত
ছ	ডা. শেখ করীমুল্লাহ, স্বাস্থ্য-কর্মকর্তা	৫ রূপি	পুস্তক ক্রয় বাবত
জ	শেখ ফখরুল্লাহ, সিভিল জাজ	৫ রূপি	পুস্তক ক্রয় বাবত
ঝ	সৈয়দ এনায়েত আলী সাহেব, জরনীল	৫ রূপি	পুস্তক ক্রয় বাবত
ঝও	বলুখান সাহেব, মেথর জেইল	৫ রূপি	পুস্তক ক্রয় বাবত
ট	মীর সদরুল্লাহ, রেকর্ডকীপার, করমগড়	৫ রূপি	পুস্তক ক্রয় বাবত
ঠ	মীর হিদায়াত হোসাইন অফ বাসী, নিয়ামত সরহিন্দ	৫ রূপি	পুস্তক ক্রয় বাবত
ড	ড সৈয়দ নিয়াজ আলী, ব্যবস্থাপক নহর বিভাগ	৫ রূপি	পুস্তক ক্রয় বাবত

বারাহীনে আহমদীয়া

নং	নাম	পরিমাণ	মন্তব্য
১	সৈয়দ নেসার আলী, এডভোকেট কমিশনারি আওলা	৫ রূপি	পুস্তক ক্রয় বাবত
২	হ্যরত ফখরুল্লোলা খান বাহাদুর, নবাব মির্যা আলাউদ্দীন আহমদ লোহারু রাজ্যের শাসক	৪০ রূপি	২০ রূপি পুস্তক ক্রয় বাবত ২০ রূপি অনুদান
৩	খান বাহাদুর, মৌলভী মুহাম্মদ চেরাগ আলী উপসচিব, দাক্ষিণাত্য	১০ রূপি	পুস্তক প্রকাশ বাবত অনুদান
৪	নবাব গোলাম মাহবুবে সুবহানী বাহাদুর রইস লাহোর	৫ রূপি	পুস্তক প্রকাশ বাবত অনুদান
৫	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিহারী সাহেব, কলকাতার সর্দার	৫ রূপি	উপহার
৬	নবাব মকররমুল্লোলা প্রিসিপল অফিসার, ভূমিরাজস্ব বিভাগ, হায়েদ্রাবাদ	১০ রূপি	উপহার
৭	নবাব আলী মুহাম্মদ খান বাহাদুর, বাজারের সর্দার	৫ রূপি	উপহার
৮	খান বাহাদুর গোলাম কাদের, মন্ত্রী নালাগড়	৫ রূপি	উপহার
৯	মালেক ইয়ার খান, থানা কর্মকর্তা, বাটালা	২ রূপি	অনুদান
১০	আজীমুল্লাহ খান জে.সি.ও. পঞ্চম ট্রুপ ১ম রেজিমেন্ট, মোমেনাবাদ ক্যন্টনম্যান্ট, হায়েদ্রাবাদ	৫ রূপি	পুস্তক প্রকাশ বাবত
১১	মৌলভী আবদুল হামীদ, মেজিস্ট্রেট জালালাবাদ, জেলা ফিরোজপুর	২ রূপি ৮ আনা	উপহার
১২	মিয়া জান মোহাম্মদ, কাদিয়ান	১ রূপি	অনুদান
১৩	মিয়া গোলাম কাদের সাহেব, কাদিয়ান	১০ রূপি	পুস্তক ক্রয় বাবত
১৪	নবাব আহমদ আলী খান বাহাদুর, ভূপাল	৫ রূপি	পুস্তক ক্রয় বাবত

বারাহীনে আহমদীয়া

নং	নাম	পরিমাণ	মন্তব্য
১৫	মৌলভী গোলাম আলী, ডেপুচি সুপারইন্টেন্ডেন্ট, মুজ্যাফফরগড় তাহসীল	৫ রঞ্চি	উপহার
১৬	মিয়া করীম বখশ, সহকারী ম্যানেজার তাহসীল, মুজ্যাফফরগড়	৫ রঞ্চি	উপহার
১৭	কাদের মাহফুজ হোসাইন, ম্যানেজার, তাহসীল মুজ্যাফফরগড়	৫ রঞ্চি	উপহার
১৮	মিয়া জালালুদ্দিন, রেকর্ডকীপার, মুজ্যাফফরগড়	৫ রঞ্চি	উপহার
১৯	শেখ আবদুল করীম, জুড়িয়াল মুহূরী, মুজ্যাফফরগড়	৫ রঞ্চি	উপহার
২০	মিয়া আকবর অফ ভালোয়াল, গুরুদাসপুর	২ আনা	অনুদান

পরম করুণাময় ও মহাদয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি ।

পবিত্র তুমি, তোমার যুক্তি-প্রমাণ কতই না বলিষ্ঠ, সকল মাহাত্ম্য তোমারই, সকল শক্তির আধার তুমিই । সমগ্র পৃথিবী দুর্বল আর তুমিই সকল শক্তিতে বলীয়ান । তুমিই এক-অদ্বীতীয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর আর স্বীয় অস্তিত্ব আবশ্যক হওয়ার বৈশিষ্ট্যে তুমি নিজেকে একক প্রমাণ করেছ এবং কৃপা ও বদান্যতায় তুমি অদ্বিতীয় । তোমার প্রজ্ঞা অতীব মহান । তোমার সত্যতার প্রমাণ স্বতঃই প্রকাশমান ও দৃশ্যমান । তোমার নিয়ামতরাজি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে । তোমার দয়া ও করুণা সার্বজনীন । তোমার সত্তা সকল ক্রটি ও দুর্বলতার উর্ধ্বে । তোমার মহান মর্যাদা সকল অসম্মানজনক ও হীন বিষয় থেকে পবিত্র ।

স্বীয় মহিমা ও গুণাবলীর উৎকর্ষতায় অনন্য ও অতুলনীয় কেবল তুমিই । তোমার সত্ত্বায় আদৌ কোন ক্রটি বা দুর্বলতা নেই । আমাদের প্রতি সন্দেহাতীত, ভ্রান্তি ও ক্রটিমুক্ত গ্রন্থ অবর্তীর্ণ করে তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ । আমরা, যারা ভুল-ভ্রান্তির শিকার, তাদের জন্য তুমি এর মাধ্যমে সত্য ও তত্ত্বজ্ঞানের পথ উন্মোচন করেছ । তুমি স্বীয় কৃপা, বদান্যতা ও অনুগ্রহে আমাদের সঠিক পথের দিশা দিয়েছ । হে মহাদয়ালু! যদি তুমি পথ না দেখাতে আমাদের জন্য সঠিক পথ পাওয়া সম্ভব হতো না ।

তোমার কাছে আমাদের আকৃতি, তুমি তোমার রসূল ও নিরক্ষর নবী (সা.)-এর প্রতি আশিস বর্ষণ কর, যার মাধ্যমে তুমি আমাদেরকে ভষ্টতা ও বিদ্রোহের পথ থেকে উদ্ধার করেছ । তাঁর (সা.) মাধ্যমে তুমি আমাদেরকে অন্ধকৃত ও বঞ্চনার অমানিশা থেকে পরিব্রাণ দিয়েছ । তিনিই সত্যধর্মকে সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করেছেন আর তাঁর জামাত সকল প্রকার শিরুক, বিংদাত ও সীমালঙ্ঘন থেকে পবিত্রতা অর্জন করেছে । তাঁর শরীয়ত সকল তত্ত্বজ্ঞান, প্রজ্ঞা ও প্রমাণাদির ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে । তিনিই সেই নিষ্ঠাবান বান্দা, যাকে তুমি স্বীয় ভালোবাসা ও একত্রিবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য পছন্দ করেছ । তাঁর কাছে তোমার পবিত্রতা ও মহিমাগীতিকে তুমি তার নিজ-প্রাণের চাহিতে অধিকতর আপন করে তুলেছিলে । তুমি তাঁকে সারা বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ, অবিশ্বাসীদের জন্য সত্যের জ্বলন্ত প্রমাণ, আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণকারীদের জন্য প্রদীপ্ত সূর্য,

অন্ধেষ্ঠাদেরকে খোদার পথপানে আহ্মানকারী, মু'মিনদের সুসংবাদদাতা আর চক্ষুশ্বানদের জন্য শ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে পাঠিয়েছে। তিনি এমন গ্রন্থসহ এসেছেন যা সকল প্রজাপূর্ণ বিধান নিজের মাঝে ধারণ করে রাখে আর পরিচালিত করে সকল ধর্মীয় কল্যাণরাজির পানে। তিনি অনেকের বুদ্ধিভূতি ও ব্যবহারিক বৃত্তিকে পূর্ণতা দিয়েছেন, পচন্দনীয় ঐশ্বী গুণাবলীতে তাদেরকে সজ্জিত করেছেন আর মানব প্রকৃতির নীচ ও ঘৃণ্য কলুষতা থেকে মুক্ত করেছেন। তারা তার শিক্ষায় প্রকৃত ও সুনিশ্চিত জ্ঞানে উন্নতির শিখরে পৌছেছেন, এক অদ্বিতীয় খোদার প্রতিপালন-মূলক ভালোবাসার স্বাদ উপভোগকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন আর তারা সেই পবিত্র চেহারা ও পবিত্র বিকাশ দেখার জন্য হয়ে যান উদ্ঘীব। হে আমার আল্লাহ! তাঁর প্রতি এবং তাঁর ভাতৃপ্রতিম সকল রসূল ও নবীর ওপর, তাঁর পবিত্র ও পুণ্যাত্মা বৎসধর এবং সকল সৎকর্মশীল ও সত্যবাদী সাথীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর (আমীন!)।

ہر دم از کاخ عالم آواز یست

মহাবিশ্বের দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যাবলী প্রতিনিয়ত জানান দিচ্ছে

که یکش بانی و بناساز یست

এর রয়েছে এক প্রতিষ্ঠাতা ও গোড়াপত্নকারী স্রষ্টা।

نہ کس اور اشریک و انباز یست

তাঁর কোন শরিক নেই, তাঁর সাথীও নেই

نے بکارش دخیل و ہمراز یست

কর্মে তাঁর কোন হস্তক্ষেপকারী নেই, তাঁর কোন সখাও নেই

ای جہاں راجمات انداز یست

এ বিশ্ব জগতের তিনি নির্মাতা

واز جہاں بر تراست و ممتاز یست

তরুও তিনি বিশ্ব জগতের উর্ধ্বে আর নিজগুণে তিনি স্বতন্ত্র

و حمدہ لا شیر ک جی و قدیر

এক-অদ্বিতীয়, চিরঝীব ও সর্বশক্তিমান,

لم یزل لایزال فرد و بصیر

তিনি অনাদি-অনন্ত এবং তিনি স্বতন্ত্র ও সর্বদ্রষ্টা

کار ساز جہاں و پاک و قدیم

বিশ্বের সকল কাজ সঠিক ভাবে পরিচালনাকারী-পবিত্র ও চিরাত্মন

خالق و رازق و کریم و رحیم

স্মষ্টা ও জীবিকা বিধায়ক এবং উদার ও দয়ালু তিনি  
রহنماء معلم رہ دین

পথপ্রদর্শক এবং ধর্মীয় বিষয়ের শিক্ষাদাতা,  
ہادی و معلم علوم یقین

হেদায়াতদাতা, নিশ্চিত জ্ঞানের পথ সম্পর্কে যিনি অবহিত করেন।  
متصف با هم صفات کمال

সকল পরমোৎকর্ষ গুণে গুণান্বিত,  
بر تراز احتیاج آل و عیال

স্ত্রী-সন্তান বা পরিবার-পরিজনের মুখাপেক্ষী নন।  
بر کیے حال ہست در ہمہ حال

অবস্থার পরিবর্তন তাঁর মাঝে কোন পরিবর্তন আনতে পারে না,  
ره نیا بد بدو فنا و زوال

লয় ও ক্ষয় তাঁর কাছেও ভিড়তে পারে না।

نیست از حکم او بروں چیزے

কোন কিছু তার নিয়ন্ত্রণের (নির্দেশ) বাইরে নয়,  
نہ چیز یست اونہ چوں چیزے

কোন কিছু থেকে তিনি সৃষ্টি নন, না তিনি অন্য কোন কিছুর মতো।  
نتوں گفت لامس اشیاست

আমরা একথা বলতে পারিনা যে, তিনি বস্ত্রনিচয়কে স্পর্শ করেন,  
نے توں گفت ان ایں کہ دور از ماست

আর একথাও বলতে পারি না যে, তিনি আমাদের কাছ থেকে দূরে।  
ذات او گرچہ ہست بالاتر

যদিও তাঁর সন্তা সবকিছুর উর্ধ্বে,

نتوں گفت زیر اوست دگر

তরুও আমরা বলতে পারি না যে, তাঁর নীচেও কিছু আছে।  
هر چہ آید بنیم و عقل و قیاس

যা কিছু মানুষের ধ্যান-ধারনা ও চিন্তা-ভাবনায় আসতে পারে  
ذات او بر ترست زال و سوا

তাঁর সন্তা সেসব কুমন্ত্রণার উর্ধ্বে।

ذات بے چون و چند افتاب است  
 تینی اتولنیی و اننے سنتا،  
 واژہ دو قید آزاد است  
 تینی سکل بادھ کتا و سیما بند تار عورتے ।

نہ وجودے بذات او نباز  
 سنتا یا کے تو تار سما کش نی،  
 نہ کسے در صفات او نباز  
 بیشیستے او کے تو تار سما ن نی ।

بہ پیدا زد است قدرت او  
 سب کی تھوڑا کو دن بھی خلق زیر وزیر  
 کثرت ایں جملہ خلق زیر وزیر  
 سے سب کے بیشیستے و پراچر تار اکٹھا دئے تھے سماں کر رہے ।

گر شریکش بدی ز خلق د گر  
 یا دی سختی کے تو تار شریک ہوتا،  
 گشتی ایں جملہ خلق زیر وزیر  
 تاہلے پورا سختی جگتے مہا بیشنجھ لے دیکھا دیت ।

ہر چڑا و صفا خاکی و خاک است  
 یہ بیشیستے رہے مٹا و مٹا ہتے عذر سختی کے،  
 ذات بیچون او زال پاک است  
 تا ہتے پر بیشیستے تار اننے سنتا ।

بند برپائے ہر وجود نہاد  
 سب اور آپ کو آراؤ پ کر رہے ہیں، تینی کی تھوڑا کو دن بھی  
 خود زہر قید و بند ہست آزاد  
 کیلئے تینی سب سکل پر کار بیشیستے و نیش بند  
 آدمی بند ہست و نیش بند  
 مانع نیت اسٹاٹے اک داس - مان یار  
 درد و صدر حرص و آزو سر کمند

شات شات کامنا بآسانا و لولی لیکھا رے بے ڈا جا لے بندی  
 چنیں بندہ آفتاب و قمر  
 سرخ - چند و اکٹھا بے نی دشہر ادھی نسٹ

بندور سیر گاہ خویش و مقر

আর স্বীয় কক্ষপথ ও বিচরণক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য ।

ما رانیسٹ طاقت ایں کار

চাঁদের সেই শক্তি নেই যে

کہ بنابر بروز چوں احرار

দিনের বেলায় স্বাধীনভাবে স্লিঞ্চতা (আলো) ছড়াবে ।

نیز خورشید رانے پارے

একইভাবে সূর্যেরও কোন শক্তি নেই যে

کہ نہد بر سریر شب پارے

রাতের সিংহাসনে আরোহন করবে বা পা রাখবে ।

آب ہم بندہ ہست زیں کہ مرام

পানিও সবসময় শীতলতার বৈশিষ্ট্য প্রকাশের নির্দেশের অধীনে,

بندور سروے است نے خود کام

সে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী নয় ।

آتش تیز نیز بندہ او

লেলিহান অগ্নি ও তাঁরই আজ্ঞাবহ

در چنیں سوز شے فنڈہ او

এমন দাহ্য করার বৈশিষ্ট্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন

گر براري بہ پیش او فریاد

তুমি এই অগ্নির কাছে শত মিনতি করলেও

گر میش کمن گر دادے استاد

হে বুদ্ধিমান মানুষ! এর উত্তাপ হাস করতে পারবে না ।

پارے اشجار در رز میں بندست

গাছের কাণ্ড মাটিতে প্রোথিত

سخت در پاسلا سل افگندست

পায়ে দৃঢ় শেকল পরানো রয়েছে

ایں ہمہ بستگان آں یک ذات

এসব কিছু সেই একক সন্তার সাথে সম্পৃক্ত

بر وجودش دلائل و آیات

যা তাঁর অঙ্গত্বের প্রমাণ ও নির্দর্শন হিসেবে কাজ করে ।

اے خداوندِ خلق و عالیان

ہے سماں سُختی و سارا بیشےर اधیپتی!

خلق و عالم ز قدرتِ حیران

سُختی تھا بیش تومار کو درتے ر مہمایاں بیسیاں بیٹھوں ।

چ پھیب ست شان و شوکت تو

تومار مہمایا و پ्रتباو-پرتاپ کت مہان

چ عجیب ست کار و صنعت تو

تومار کا ج و سُختی کت بیسیاں کر!

حمرابا تو نسبت از آغاز

آادی خیکے سکل پرشنسا ر ساٹھے توماری سمسک،

ن دراں کس شریک نے انبار

اٹے تومار کوں شریک و سماکش نئے ।

تو وحیدی و بے نظیر و قدیم

تُو می اک-اُندھیتیاں، اننی و انادی

منزہ زہر قسم و سہیم

سکل ساٹھی و شریک ہتھے مُکت ।

کس نظیر تو نیست در دو جہاں

تُو بیان جگاتے تومار کوں دُشتائی نئے

بر دو عالم توئی خدائے یگان

تُو بیان جگاتے ر تُو میتی اک ماڑا خودا

زور تو غالباً است بر ہم چیز

تومار شکنی سبکیو کے پریستن کرے رے خیچے

ہم چیزے بے جنب تو ناچیز

تومار سامنے وکی سبکیو ارثیں ।

ترست ایکن کندز ترس و خطر

تومار بیو سکل بیان بیتیو ر مُخے نیرا پناہ نیشیاتا ।

ہر کہ عارف ترست ترساں تر

تومارکے یے یتباشی چنے، تتمباشی سے تومار بیو ر ماؤ جیون کاٹا ।

خلق جو یہ بنا و سایہ کس

سُختی انیوں ایشیا و چاہیا سکھان کرے

والپناہ ہم تو ہستی و بس

�थک سے ہی سبکیل اٹھیں اور اٹھیں یہنے ہے ।

ہست یاد کلید ہر کارے

تومار سمران سکل سفل کرمہر چابیکاٹھ

خاطرے بے تو خاطر آزارے

تومی بینا ہدیہر انی سب چنگا-�ابنا ہدیہر یعنی گاری ہے ।

ہر کہ نالد بر گت بے نیاز

یے تومار دربارے بینیہر ساتھے کردن کرے،

جنت گم کردہ را بید باز

سے تار ہارانو سوبایگی فیرے پاے ।

اطف تو ترک طالبان نکند

امدھن کاریگان تومار انگوڑھ کخنے پریتیاگ کرے نا

کس بکار ہت زیان نکند

یے تومار پھرے پھریک سے کشتمانی ہے نا ।

ہر کہ باذات تو سرے دار

یے تومار سامنے آٹا سما پرگان کرے

پشت بر توئے دیگرے دار

انی سبکار پریتی سے بیمُختا پرداشان کرے ।

زینک چون کار بر تو بغاڑ

یہ ہتھو سے نیجزے سبکیل تومار ہاتھ سوپرد کرے ہے

رو بے اغیار از چہ رو آرد

تاہی کن سے انیے رپھانے چے یہ خاکبے؟

ذات پاکت بس سست یار کے

اک ماتر بسکھ ہیسے بے تومار پریتی سوتھی (آمادہ رجی) یہنے ہے ।

دل کے جان کے ناگار کے

یہ بہا بے آمادہ رہنے و پرائی اک، سے بہا بے بسکھ و اک ।

ہر کہ پوشیدہ با تو در سازد

یے نیڈتے تومار ساتھے سمنپاک سٹاپن کرے،

رحمت آشکار بنوازد

تار رجی سپستھ و پرکاشے تومار رہمات پرکاش پاے ।

ہر کے گیر دورت بصدق و حضور

যে ব্যক্তি নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে তোমার দ্বারে পড়ে থাকে  
از درو بام او باردنور

তার ঘরবাড়িতে আলোক বর্ষিত হয় ।

ہر کے راحت گرفت کارش شد

যে তোমার পথ আঁকড়ে ধরে রাখে তার কাজ সমাধা হয়ে যায়  
صدامیدے بروز گارش شد

জীবনে তার সাফল্যের সকল পথ খুলে যায় ।

ہر کے راه تو جست یافته است

যে তোমার পথের সন্ধান করে সে তা পেয়ে যায়  
تافت آن روکه سر نتا فته است

সে মুখ জ্যোতির্মণিত হয়ে যায় যে মুখ তোমার প্রতি বিদ্রোহ প্রদর্শন করে না ।  
و انکه از ظل قربت تور مید

যে তোমার নৈকট্যের ছায়া থেকে দূরে চলে যায়  
بر در ہر کے رفت ذلت دید

সে যে দ্বারেই যাবে কেবল লাঞ্ছনার মুখই দেখবে ।  
اے خداوند من گناہم بخش

হে আমার খোদা ! আমার পাপ ক্ষমা কর  
سوئے در گاه خویش راهم بخش

স্বীয় দরবার অভিমুখে আমায় পরিচালিত কর  
روشنی بخش در دل و جانم

আমার অন্তরাত্মাকে আলোকিত কর  
پاک کن از گناہ پنهانم

আর আমাকে আমার সুপ্ত পাপ থেকে পরিত্র কর ।

دلستانی و در بائی کن

তুমি আমার প্রিয় হয়ে যাও আর আমার অন্তরাত্মাকে জয় কর ।  
بـ ٹگاـ هـ گـ رـ کـ شـ آـ کـ

একটিবার আমার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করে আমার সমস্যা দূর করে দাও ।  
در دو عالم مراعزیز توئی و

উভয় জগতে তুমই আমার প্রিয়,

آنچه میخواهیم از تو نیز توئی

তোমার কাছে আমি কেবল তোমাকেই চাই ।

অশেষ প্রশংসা ও স্মৃতির যোগ্য সেই সর্বশক্তিমান সত্তা, যিনি আপন সিদ্ধান্ত ও স্বীয় ইচ্ছায় কোন পদার্থ ও আকৃতি ছাড়াই অনঙ্গিত হতে সকল আত্মা ও বস্তুনিচয় সৃষ্টি করে স্বীয় মহান কুদরত বা শক্তিমত্তার স্বাক্ষর রেখেছেন আর পবিত্রাত্মা নবীদের কোন শিক্ষক বা গুরু ছাড়াই স্বয়ং জ্ঞান ও নৈতিক উৎকর্ষ প্রদান করে আপন স্থায়ী ও অনাদি-অনন্ত কল্যাণরাজির নিদর্শন রেখেছেন। আল্লাহ অতীব পবিত্র! কতই না দয়ালু ও কৃপালু সত্তা তিনি, যিনি কোন যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আমাদের ন্যায় দুর্বলদের সকল কাজকে স্বয়ং সফলতার দ্বারপ্রাপ্তে উপনীত করেছেন। দৈহিকভাবে আমাদের অঙ্গিতের নিশ্চয়তার জন্য সূর্য, চন্দ্র, মেঘমালা ও বায়ুমণ্ডলকে সেবায় নিয়োজিত করেছেন আর আমাদের আধ্যাত্মিক চাহিদা পুরণের জন্য তৌরাত, ইঞ্জিল, ফুরকান তথা ঐশ্বী গ্রন্থাবলী যথাসময়ে প্রেরণ করেছেন। হে প্রভু! সহস্র-সহস্র কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য তোমারই প্রাপ্য। কেননা, তোমাকে চেনার পথ তুমি নিজেই আমাদের দেখিয়েছ এবং স্বীয় পবিত্র গ্রন্থাদি অবতীর্ণ করে চিন্তা-ভাবনা ও বোধ-বুদ্ধির ভুলভাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করেছ। নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.), তাঁর বংশধর এবং সাহাবীদের ওপর আশিস ও কল্যাণ বর্ষিত হোক, যার মাধ্যমে পথহারা গোটা বিশ্বকে খোদা সরল পথে পরিচালিত করেছেন। তিনিই পৃষ্ঠপোষক ও হিতসাধনকারী, পথহারা সৃষ্টিকে যিনি পুনরায় সরল পথে ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি অনুগ্রহশীল ও অনুকম্পার আধার, যিনি মানুষকে শিরক ও প্রতিমাপূজার কলুষ থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি মূর্তিমান আলো এবং আলোকচ্ছটা যিনি পৃথিবীতে একত্ববাদের জ্যোতি বিচ্ছুরিত করেছেন। তিনি যুগের চিকিৎসক ও নিরাময়দাতা, রংঘ হৃদয়কে যিনি সততা ও সরলতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি সেই সম্মানিত নিদর্শন প্রদর্শনকারী মৃতদের যিনি জীবনসুধা পান করিয়েছেন। তিনি দয়ালু ও স্নেহশীল, যিনি উম্মতের বেদনায় ছিলেন দুঃখ ভারাক্রান্ত। তিনিই সেই বীরপুরুষ, যিনি আমাদের মৃত্যুর গহ্বর থেকে টেনে বের করেছেন। তিনি পরম সহনশীল ও নিঃস্বার্থ এক সত্তা যিনি (খোদার প্রতি) পূর্ণ দাসত্বের স্বাক্ষর রেখে মন্তক অবনত করেছেন এবং আপন সত্তাকে বিলীন করেছেন। তিনি খাঁটি একত্ববাদী, তত্ত্বজ্ঞানের সমুদ্র, যার দৃষ্টিতে পরম প্রিয় বিষয় হলো খোদার প্রতাপ, যাঁকে ছাড়া বাকি সবকিছু ছিল তাঁর দৃষ্টিতে অর্থহীন। তিনিই রহমান খোদার শক্তির নিদর্শন, কেননা, নিরক্ষর হয়েও ঐশ্বী জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন এবং সকল জাতিকে তাদের ভুলভাস্তির জন্য অভিযুক্ত করেছেন।

در دم جوش دشنه سرورے

আমার হৃদয় সেই নেতার প্রশংসায় উদ্বেলিত  
آنکه در خوبی ندارد همسرے

গুণাবলীর ক্ষেত্রে যার কোন জুড়ি নেই  
آنکه جانش عاشق یارا زل

যার প্রাণ অনাদি ও অনন্ত খোদার প্রেমে বিভোর  
آنکه رو حش واصل آس دبرے

যার আত্মা সেই প্রেমাস্পদের সন্তায় একাকার।  
آنکه مجد و ب عنایت حقست

যিনি খোদার পানে তাঁর অনুগ্রহরাজির মাধ্যমেই আকৃষ্ট হয়েছেন এবং  
آپ بخطه پر دریده در برابرے

খোদার ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় লালিত-পালিত হয়েছেন।  
آنکه در برو کرم بحر ظیم

যিনি পুণ্য ও বদান্যতায় এক মহাসমুদ্র,  
آنکه در لطف اتم کیتادرے

যিনি পরম দয়ামায়ায় এক অতুলনীয় রত্ন।  
آنکه در جود و سخا بر بہار

যিনি উদারতা ও বদান্যতায় বসন্ত-বারি  
آنکه در فیض و عطا یک خاورے

কল্যাণরাজি ও দানশীলতায় তিনি এক সূর্যতুল্য  
آل رحیم در حنفی را آینے

যিনি পরম দয়ালু এবং আল্লাহর দয়ার নির্দেশন,  
آل کریم وجود حنفی رامظہرے

তিনি পরম উদার এবং খোদার উদারতার বিকাশস্থল।  
آل رخ فرخ کہ یک دیدار او

সেই উৎফুল্ল চেহারা এমন যে একটিবার এর দর্শন  
زشت رو امیکند خوش منظرے

কোন কৃৎসিত চেহারাকে আকর্ষণীয় করে তোলে।  
آل دل روشن کہ روشن کرده است

সেই আলোকিত হৃদয় অগণিত অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়কে

صدرਵਾਨ ਤਿਰਹਾ ਪਾਂਚੋਂ ਅੱਗੇ  
 ਨਕ਼ਤੇਰ ਮਤ ਆਲੋਕਿਤ ਕਰੇਛੇ  
 آں ਮਹਾਰਕ ਪੇਕ ਕੇ ਆਮਦਾਤਾਂ ਅਤੇ  
 ਸੋਟਿ ਛਿਲ ਕਲਾਣਮਾਂ ਮੁਹੂਰਤ ਯਖਨ ਤਾਰ ਸਭਾ  
 رਜ਼ੇ ਜਾਂਦਾਂ ਸਾਲਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ  
 ਸੇਹੀ ਬਿਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕੇਰ ਪਕ਼ਥ ਥੇਕੇ ਆਸ਼ਿਰਵਾਦ ਹਿਸੇਬੇ ਏਸੇਛੇ ।

ਅਥਾਈ ਤਿਨੀ ਸ਼ੇ਷ ਯੁਗੇਰ ਆਹਮਦ, ਧਾਰ ਜ੍ਯੋਤਿਤੇ  
 ਸ਼ਡਲ ਮਰਦਮ ਜ਼ਖਰਤਾਬਾਂ ਤੇ  
 ਮਾਨੁਥੇਰ ਹਦਦ ਸੂਰੇਰ ਚੇਯੇ ਅਧਿਕ ਆਲੋਕਿਤ ਹਯੋਛੇ ।

ਆਦਮ ਸਭਾਨਦੇਰ ਮਾਝੇ ਤਿਨੀ ਸਰਵਾਧਿਕ ਸੁਨਦਰ  
 ਵਾਲਾਂ ਲੈ ਪਾਕ ਤੁਡੀ ਗੁਹੜੇ  
 ਆਰ ਓਜ਼ਲੇਯ ਖਾਂਟਿ ਹੀਰਾ-ਜ਼ਹਰਤੇਰ ਚੇਯੇ ਬੇਖੀ ਜੁਲਾਵਲੇ ਓ ਸ਼ਵਚ  
 بر لیش جاری ز حکمت چشمہ  
 ਤਾਰ ਓ਷ਠਾਧਰ ਥੇਕੇ ਪ੍ਰਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੁਵਣ ਬਹਮਾਨ  
 در دلش پ੍ਰਾਰੂਪ ਮਾਰਫ ਕੁਥਰੇ

ਆਵ ਤਾਰ ਹਦਦੇ ਤੜ੍ਹਜ਼ਾਨੇ ਪੂਰਨ ਕਾਓਸਾਰ (ਚਿਰਪ੍ਰਵਹਮਾਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਝਾਣਧਾਰਾ)

ਵਿਰਾਜਮਾਨ  
 بہر حق دامان ز غیر ش بر فشا ند

ਤਿਨੀ ਖੋਦਾਰ ਸਨਤਿਕ ਜਨ੍ਯ ਸਵਾਰ ਸਾਥੇ ਸਮੱਕ ਛਿਲ ਕਰੇਛੇਨ  
 ئانی او نیست در بھرو برے

ਜਲ ਓ ਸ਼ਲੇ ਤਾਰ ਸਮਤੁਲ੍ਯ ਆਰ ਕੇਉ ਨੇਹੈ ।

آں چਰਾਂ ਗੁਣ ਦਾਹੁੰ ਕਿਸ ਤਾਬਰ  
 ਖੋਦਾ ਤਾਂਕੇ ਏਮਨ ਏਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਿਯੇਛੇਨ  
 ن خطر نے غਮ ز ਪਾਦ ਸੱਚਰੇ

ਚਿਰਕਾਲ ਪ੍ਰਵਲ ਝਾਞ਼ਗਾਬਾਯੂਰ ਮੁਖੇਓ ਏਰ ਕੋਨ ਭਯ ਓ ਸ਼ਕਾ ਨੇਹੈ ।

بپلوان حضرے رب جلیل

ਤਿਨੀ ਮਹਾਪ੍ਰਤਾਪਾਨ੍ਨਿਤ ਖੋਦਾਰ ਪਾਹਲੋਧਾਨ  
 بر میاں بستہ ز ਸ਼وکت نੱਖਰੇ

ਧਿਨੀ ਪੂਰਨ ਮਹਿਮਾਵ ਕੋਮਰੇ ਖੜਕ ਬੇਂਧੇ ਰੇਖੇਛੇਨ ।

تیر او تیزی بہر میدان نمود

تُّا ر تُّا ر سکل یوند کشته سُییٰ کشپرتا دے خیوچے

تُّن او هر جانو ده جو هرے

آر ار تُّا ر تر با ری سکل کشته سُییٰ پر خرata پرمان کر رهے ।

کرد ثابت بر جہاں بی جن بتاں

تینی بیشے پر تما ر آس ار راتا پرمان کر رهے

و ان موده زور آیک قادرے

آر تینی سئی سر بشکریا نے ر کشپرتا پرمان کر رهے ।

تَانِمانَدَ بَعْ بَخْرَازْ زَورْ حَتْ

یعنی مُرتیٰ کون پرشنسا کاری کون پر تما پُر جا ری

بَتْ سَاؤَبْتْ پَرْ سَتْ وَبَتْ گَرْ

و مُرتیٰ پر سکتکاری خودا ر شکری سمسا کرکے آن بھتیت نا خاکے ।

عَاشْقَ صَدَقَ وَسَرَادَ وَرَاسَتِ

نیشا، ساتتا و ساتھے ر پرمیک

دَشْنَ كَذَبَ وَفَسَادَ وَهَرَثَرَے

آر میخدا، نیرا جی و سکل دُوكھتیر شکر ।

خواجہ و مر عاجزاں رابنده

تینی مانیب کی سکت دُور لدے ر کاچے بینی،

باد شاہو بے کساں راچا کرے

با دشنا ه و میا ساتھو اس ها یا دے ر سے بک ।

آں تر جہا کر خلق ازوے بید

یے دیوا و بالو باسا سُنٹی تُّا ر کاچے پے یوچے،

کس ندیده در جہاں ازمادے

ا پر خی بیتے کے دے اک ما یو ر کاچے و تا دے خے نی ।

از شراب شوق جاناں بی خودی

پریا جن نے ر پرمی ر نے شا ر بی تینی ار آنندے

در سر ش ب ر خا ک ب ناده سرے

نیجے ر ما خا ما تیتے رے خے دی یوچے ।

روشنی ازوے بہر قوے رسید

تُّا ر ساتا خکے عُس ساریت جی یاتی سکل جاتی تے پُوچھے

نور اور خشید برہ کشورے

تُّار آلُو سکلن دشے جگمگ کرائے ।

آیتِ حُلُن بُرائے ہر بصیر

تینی سکلن چکھُ سماں نے جنے دیا لُو خُداؤں نیدرشن

جت حق بہر دیدہ ورے

آر پر تے ک انڈیس سپن ایک جنکیں جنے ساتھے ایمان |

نالوں را برجت دشیر

دُرْلَدِیْرِ تینی سلئے ساہای کرائے

خستہ جانال را بشفقت غم نورے

پر ام سلے ساٹھے جیونے ر چندہ را لُوك دے ر تینی

دُونگ خدُور شا لایب کاری |

حسن روکش بے زماں و آفتاب

تُّار چھارا ر سُوندھے سُری و چند کے چاپیے گئے،

خاک کوش بے زمشک و عنبرے

تُّار گلیں دُلاؤ کسٹری و امُر اخکے و اوپتم | \*

آفتاب و مہ چے میماند بدو

کے ملن کرائے وہ سُری-چند تُّار مات ہتے پارے؟

در دلش از نور حق صد نیرے

کے نانا، تُّار ہدایے تو ایشی جیاتیں کلیا گئے شاٹ سُری جا جلی مانا |

یک نظر بہتر ذمہ جاودا ان

سے ہے مُرتی مانا سُوندھے کے یادی اکٹیا را و دشنه رے سُو یوگ لایا ہے

گرفتار کس را بر آن خوش پکرے

تا ہلے تا چریا ہی جیون لایا کرائے چے رے شرے |

منکراز حسن شہی دارم بخ

آمی یہ تُّار سُوندھے سامپکے ابھیت،

جان فشام گرد پر دل دیگرے

تا تی انی را یادی دیے ٹھاکے مان آمی اوں سرگ کرائی نیج پرائے |

یاد آن صورت مر از خود برد

سے ہے چھارا ر سُمیت آماکے آٹا بیسُمیت کرائے تو لے،

ہر زمان مسْتَم کنداز ساغرے

(تُّار) پانپا اتھر جیون سُو ڈا آماکے چر نے شا ایسٹ کرائے را خے |

می پریدم سوئے کوئے او مدام

চিরকাল সেই বন্ধুর শহরের পানে উড়ীন থাকতাম ।

من اگر میداشتم بال و پرے

যদি আমার ডানা ও পালক থাকত

الله وريحان چه كار آيد مرا

টিউলিপ ও রায়হান (ফুল) আমার কোন্ কাজের,

من سرے دارم بآں روے و سرے

আমি কেবল সেই চেহারা ও সেই সন্তার প্রেমে আবিষ্ট । (আমি আগ্রেসর্গ করেছি)

خوبی اودا من دل می کشد

তাঁর বিশেষ সৌন্দর্য হৃদয়ের গহীনে প্রভাব বিস্তার করে,

موکشانم می بردزور آورے

এক শক্তিশালী সন্তা আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে চলেছে ।

دیدہ ام کو ہست نور دیدہ ہا

আমি দেখেছি, তিনি চোখের আলো,

در اثر مهرش چومهر انورے

তাঁর ভালোবাসা স্বীয় উষ্ণতায় সমুজ্জল সূর্যের কিরণের মত উষও ।

تافت آں روئے کزان روسرتافت

সেই মুখ জ্যোতির্মণি হয়েছে, যে তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় নি,

یافت آں درمان کہ بگوید آں درے

যে সেই দুয়ারকে আঁকড়ে ধরেছে সে সফলতা লাভ করেছে ।

ہر کہ بے او زدنم در بحدیں

তাঁকে বাদ দিয়ে যে ধর্মের সমুদ্রে পাড়ি জমাবে,

کردد راول قدم گم مجرے

সে প্রথম পদক্ষেপেই ঘাট হারিয়ে বসবে ।

اُنی و در علم و حکمت بے نظر

তিনি নিরক্ষর কিঞ্চ জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় অনন্য,

زیس چ باشد چی روش ترے

এর চেয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ আর কি হতে পারে?

آں شراب معرفت دادش خدا

আল্লাহ তা'লা তাঁকে তত্ত্বজ্ঞানের এমন সুধা পান করিয়েছেন

کر شعاعش خیرہ شدہ رختے

যে তাঁর উজ্জল জ্যোতির সামনে সকল নক্ষত্র মূল হয়ে গেছে ।

شد عیاں ازوے علی الوجه الاتم

মানুষের যে যোগ্যতা ও বৃত্তি সুপ্ত ও গুপ্ত ছিল,

جو هر انسان کہ بود آں مضرے

তাঁর কল্যাণে তা পুরো মাত্রায় প্রকাশ পেয়ে গেছে ।

ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال

তাঁর পবিত্র সন্তায় সকল পরমোত্কর্ষ বৈশিষ্ট্য পরম মার্গে পৌঁছেছে

لا جرم شد ختم ہر پنجمبرے

এতে সন্দেহ নেই যে, তাঁর মাধ্যমে সকল নবীর (রাজত্বের) অবসান ঘটেছে ।

آفتاب ہر زین و ہر زمان

তিনি সকল দেশ ও সকল যুগের সূর্য,

رہبر ہر اسود و ہر احمرے

তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য পথপ্রদর্শক ।

مجموع اکابرین علم و معرفت

তিনি জ্ঞান ও তত্ত্বরূপী দুই সমুদ্রের মিলনস্থল,

جامع الاسمین ابر و خاورے

একইভাবে রোদ ও বৃষ্টির বৈশিষ্ট্য তাঁর সন্তায় হয়েছে একাকার ।

(মেঘ-সূর্যের বৈশিষ্ট্য) ।

چشم من بسیار گردید و ندید

আমার দৃষ্টি সর্বত্র সন্ধান করেছে,

چشمہ چون دین او صاف نترے

কিন্তু তাঁর ধর্মের ন্যায় স্বচ্ছ প্রস্তবণ কোথাও পায় নি ।

سماں رائیست غیر ازوے اام

পুণ্যের পথ্যাত্রীদের জন্য তিনি ব্যতীত কোন ইমাম নেই

رہروال رائیست جزوے رہبرے

সত্যাষ্঵েষীদের জন্য তিনি ব্যতীত অন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই ।

جائے او جائے کہ طیر قدس را

তিনি এমন এক পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত

سو زد از انوار آں بال و پرے

যে স্থানে বিরাজমান জ্যোতির প্রখরতায় জিব্রাইলের ডানা ও পালক জ্বলে  
যাওয়ার আশংকা থাকে ।

آل خداوندش بداد آں شرع و دین  
خُودا تاکے سے ہی شریعت و ہرّم دیوچئن  
کان نگر دتا بد متغیرے  
یا پُتھیبیویو شے پرست کخن او پریوو ترن هوئے نا ।  
تافت اوں بر دیار تازیان

پرथام آبیرتاوے تینی آرائےوو سب مُرتی-پرتما نیشیو کروچئن  
تازیانش راشود درمان گرے

اے ادیویاسیو دیو اادیاٹیک چکیو سار جنی ।  
بعد زال آن نور دین و شرع پاک  
اے روپوو ہرّم دیو سے جیویو  
شمدھیط عالے چوں چنبرے

سماو پُتھیبیوکے آکا شوو نیاپو پوئیو پریوو ہستن کرو فلے چئے ।  
خلق را بخشید از حق کام جان

تینی آلانہاھر پکھ خکے سُٹھیکے جیو بنےوو ہتدیشیج ارجمنے ساہایو کروچئن  
وارہانیدہ ز کام اذدرے

اے باندھوو اے جوگارےوو مُخ خکے مُعکو کروچئن ।  
یک طرف یوان ازو شاہان وقت

اک دیکے سماو سامیک را جاؤ-با دشا را تاں کاروچے چیل ہت بس،  
یک طرف مہوت ہر دانشورے

اپردار دیکے سکل بُوندھیو بی چیل بیسیت  
نے بعلمش کس رسید و نے بزور

کے او تاں جان و شکنیو گتھیو تاکے آیا تو کراتے پارے نی،  
در شکنہ کبر ہر مٹکبرے

تینی سکل اہنگ کاریو اہنگ کارکے چوچ-بیچوچ کرو دیوچئن ।  
اوچہ میدار د بدر کس نیاز

تینی کاروو پرشان سار مُخا پوکھی نن  
مدح او خود فخر ہر مدحت گرے

کئننا، تاں پرشان سار سویوگ پا تو یاٹی اک سماو نےوو کاروچ ।  
ہست او در رو پھ قدم و جلال

تینی پریوو تا و پر تا پووو ہتدیشیج کروچن

واز خیال مادھان بالاترے

ਆਰ ਤਿਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਕਾਰੀਦੇਰ ਧਾਰਣਾ ਓ ਚਿੱਤਾਭਾਬਨਾਰ ਬਣੁ ਉਫ਼ਰੈ ।

اے خدا بروے سلام مارਸਾਨ

ਹੇ ਖੋਦਾ ਤਾਰ ਕਾਛੇ ਆਮਾਦੇਰ ਬਿਨਯਾਬਨਤ ਸਾਲਾਮ ਪੌਛਾਓ

ہਮ بر انوਨ ਸ਼ਹਰ پਿੰਗਰے

ਏਵਂ ਤਾਰ ਭਾਤੁ ਪ੍ਰਤੀਮ ਸਕਲ ਅਵਤਾਰਗਣੇਰ ਪ੍ਰਤਿਓ ।

ਹਰ سੋਲੇ ਆਫ਼ਾਬ ਚਦੰ ਬੁਦ

ਸਕਲ ਰਸੂਲ ਸਤ੍ਯੇਰ ਜ੍ਯੋਤਿ ਛਿਲੇਨ

ਹਰ ਸੋਲੇ ਬੁਦ ਮਹਰਾਨੂਰੇ

ਏਵਂ ਤਾਦੇਰ ਸਕਲੇਇ ਛਿਲੇਨ ਏਕਟਿ ਉਜ਼਼ਲ ਸੂਫ਼ ।

ਹਰ ਸੋਲੇ ਬੁਦ ਲੇਂਦਿਨ ਪਨਾਹ

ਸਕਲ ਰਸੂਲ ਧਰੰਵੇਰ ਜਨਯ ਐਣੀ ਆਤਿਥ੍ਯਸ਼ੁਲ-ਸ਼ਰਨਪ ਛਿਲੇਨ

ਹਰ ਸੋਲੇ ਬੁਦ ਬਾਨੇ ਮੱਥੇਰੇ

ਆਰ ਸਕਲ ਰਸੂਲ ਛਿਲੇਨ ਏਕ-ਏਕਟਿ ਫਲਵਾਹੀ ਬਾਗਾਨ-ਸ਼ਰਨਪ ।

ਗਰੰਦਿਨਾਮਦੇ ਏਂ ਨੀਲ ਪਾਕ

ਧਦਿ ਏਹੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਜਾਮਾਤ ਪ੃ਥਿਵੀਤੇ ਨਾ ਆਸਤੋ

ਕਾਰਦਿਨ ਮਾਨਦੇ ਸੁਵਾਰਾਤਰੇ

ਤਾਹਲੇ ਧਰੰਵੇਰ ਸਕਲ ਕਾਜ ਅਸੰਪੂਰਨ ਓ ਅਗੋਛਾਲੋ ਥੇਕੇ ਯੇਤੋ ।

ਹਰ ਕੇ ਸ਼ਕਰ ਬੁਝ ਸ਼ਾਨ ਨਾਰਦ ਬਿਗ

ਧੇ ਤਾਦੇਰ ਆਗਮਨੇਰ ਜਨਯ ਕੁਤੜਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ,

ਹਸਤ ਓਾਲਾਈ ਹਤ ਰਾਕਾਫਰੇ

ਸੇ ਐਣੀ ਨਿਯਾਮਤਕੇ ਅੰਖੀਕਾਰ ਕਰੇ ।

ਓਹ ਹੇ ਅੰਧੇਰੇ ਚਦੰ ਗੁਹਾਨਦ

ਤਾਰਾ ਸਕਲੇਇ ਏਕਹੈ ਝਿਨੁਕੇ ਸੁਣ੍ਹ ਸ਼ਤ ਮਣਿਮੁੜਾ ਤੁਲਧ,

ਮਤਦਰਤਾਤ ਵਾਚਲ ਓ ਗੁਹਰੇ

ਸਭਾ, ਉਂਸ ਓ ਉਜ਼਼ਲੇਯੇ ਤਾਰਾ ਏਕਹੈ ਪ੍ਰਕੁਤਿਰ ।

ਅਤੇ ਹਰ ਗੜਨ ਬੁਦ ਹੋਰ ਜਹਾਨ

ਧਰਾਪੂਛੇ ਕਖਨੋ ਏਮਨ ਉਸਤ ਅਤਿਵਾਹਿਤ ਹਯ ਨਿ,

ਕਾਨਦਰਾਨ ਨਾਮ ਬੁਤੇ ਮੰਦਰੇ

ਧਾਦੇਰ ਮਾਰੋ ਸਮਧਮਤ ਸਤਕਕਾਰੀ ਆਸੇਨ ਨਿ ।

اول آدم آخر شان احمد سست

تا دے ر ماؤں پر ختم آدم اور بخت شان احمد سست

اے خداوند کس کے بیندازے

سویتھا گیا وہاں سے، یہ شے کے چن تے با سنا کٹ کر تے پا رے ।

انبار و شن گھر ہستندر لیک

سکل نبی عجّل را تر

ہست احمد زان ہمہ روشن ترے

کیست آحمد د تا دے ر سوار چرے عجّل تر ।

آن ہمہ کان معارف بوده اند

تا دے ر سکلے ہے تا تھوڑا نے رخنی چلے نے،

ہر کیے از را ہمی مخبرے

آر سکلے ہے پر بُر پথے ر ساند دادا تا چلے نے ।

ہر کہ رعلے ز تھید حق سست

یہ کے د خودا ر اک تھا دے ر سامان نی جان را خدے

ہست اصل علمش از پیغمبرے

تا ر سے ہی جانے ر عوسم مل کون نا کون نبی ر ساند خے کے ارجیت ।

آن رسید ش از رہ تعیم ہا

سے ہی جان تا دے ر شیکھا خے کے ہے سے لات کر رے،

گوش دا کنوں ز خوت منکرے

اھن کار بشارت یادی و اخن سے تا اسٹیکار کر رے ।

ہست تو مے کج رو دن پا ک رائے

بکھر و اپ بیکھر امن اک جاتی و آچے

آن کہ زین پا کان ہی پیچھہ سرے

یارا ائی پ بیکھر لوك دے ر پر ختم پر دشمن کر رے ।

دیدہ شان روئے حق ہر گز ندید

یادی و تا دے ر چو خ ساتھ یو ر چھارا و دے دے نی آدی

بس سیہ کر دن ر ڈفتے دفتے

کیست بُر خا کथا لی خے کالو کر رے فلے چھے خاتا ر پا تا ।

شور بخت ہائے بخت شان ہ بین

کت دُر بُر گا تارا نیج دے ر دُستی نیو یارا گر کر رے

نَازِ بِرْ چُشْمٌ وَ گُرِيزَالِ ازْ خُورَے

اَثْخَصَ سُوْفَ كَهْ تَارَا اَبَّا جَنَّا كَرَرَے ।

چُشْمٌ گُرِبُودَے غَنِيِّ ازْ آفَاب

يَدِيْ چَوْخَ سُوْرَهِيْ مُعْكَشَيِّيْ نَا هَتَّوَهَا

كَسْ بُودَے تَيْزِيْنِ چَوْلَشَپَرَے

تَاهَلَنِيْ بَادُوْدَهِرِيْ چَوْيَهِيْ اَارَ كَهْتَوَهَا نَا ।

هَرَ كَهْ كُورَستِ وَ بَراْهِشِ صَدِ مَغَاكِ دَائِيْ

يَهِيْ بَجَنْتِيْ اَنْدَهِيْ اَبَّا جَنَّا شَهِيْ

بَرَوَے گُرِنْدَارِهِرَے

پَارِيْتَاَپِ تَارِ جَنَّيْ يَدِيْ تَارِ كَوَنِ پَطْحَرَدَرَشَكِ سَاتِهِ نَا ثَاكِهِ ।

قَوْمِ دَيْگَرِ رَاجِنَيِّيْ رَائِيْ رَكِيْ

اَمَنَوْهِ اَكِ جَاتِيْ اَاهِيْ یَادِيْ اَجَنْتَارِ كَارَانِيْ

دَرِنَشَتَهِ اِزْ جَهَالَتِ دَرِسَرَے

اَمَنِ دُوْرَلِيْ ڈَهَارَنَيِّ اَهِيْ یَادِيْ اَاهِيْ یَهِيْ

کَانِ خَدِلَكَيِّ دَگَانِدَرِ جَهَانِ

سَارَا بِشِهِ خَوَدَا تَالَّا اَنْيَ كَوَثَاوِهِ,

اِزْ دِيَارِ شَانِ نَدِيدَهِ خُوشَرَے

تَادِيْرِ دَشَرِيْ چَوْيَهِيْ اَارَ سُسْتِ كَرَرَنِ نِيْ ।

هَرَ گُرِوَيِّ چَوْرَوَيِّ خُوبِ شَانِ

تَادِيْرِ مَاتِهِ، تَادِيْرِ سُونَدَرِ چَهَارَارِ تُولَنَيِّ اَنْيَ كَوَنِ چَهَارَارِ

نَامِشِ مَرِغُوبِ طَبِعِ وَخَاطِرَے

خَوَدَا كَهِيْ بَشَيِّيْ اَتِيْ كَرَرَنِ نَا ।

لاِجَرمِ اِزاِنِدَائِشِ نَابِرِ

تَاهِيْ سَنَدَهِ نَهِيْ یَهِ، خَوَدَا اَادِيْ خَهِيْ كَرَرَنِ اَنْتِ پَرْسَتِ

مَانِدَوِ خُواهِ مَانِدَ آنِجَابِسَتَرَے

سَداِ تَادِيْرِ دَشَرِيْ سَيِّمَا بَدَنِ چِيلَنِ اَبَّا خَاكَبَنِ ।

مَلَكِ دَيْگَرِ گُرِچِ مَيرِ دَرِ ضَلَالِ

اَنْيَ كَوَنِ دَشَرِيْ بَرَّتَهِيْ نِيْپَاتِيْتِ هَيِّهِيْ دَهَانِسِ ।

مَهِنِگَرِ دَرِ زَوَيِّهِيْ مَسْتَفَسَرَے

تِينِيْ كَخَنَوْهِ تَادِيْرِ جِيزَسَوْهِ كَرَرَنِ نَا ।

داد مریک ذرہ قومے را کتاب

তিনি শুধু একটি ক্ষুদ্র জাতিকে গ্রন্থ দিয়ে দিয়েছেন  
ত্রুটি কর্দে সচেতন মুশ্রে

এবং লক্ষ লক্ষ দলকে পরিত্যাগ করেছেন।

چোন ব্রোজ ব্রিটান ত্বক্ষিম কর্দ

আদিতে তিনি যখন বণ্টন করেছেন

দ্রমিয়ান খন্তি আ খন্তি ও শরে

সৃষ্টির মাঝে ভাল-মন্দ বণ্টন করেছেন

রাস্তি দ্রহস্তে ও শান ফ্লার

সত্য-সততা কেবল সেই লোকদেরই ভাগে আসে

ও গীরাল রাক্ষস শর্দান্ধ খন্তি ও

আর অন্যদের ভাগে আসে কেবলই মিথ্যা।

তোল শান এই স্ত কান্দ র গীর শান

তাদের কথা হলো তাদের জাতির বাহিরে

আর সচেতন কান্দ কান্দ ও গীর গীর

শত মিথ্যাবাদী ও প্রতারকই এসেছে।

লীক নাম নৃদশ যীক নীজ হুম

কিন্তু তাদের কাছে খোদার পক্ষ থেকে

আন্দে বুদ্ধে আ খন্তি আ খন্তি

ধর্মের প্রচারক হিসেবে একজনও আসেন নি।

আন্দে এই শান রান্মুড়ে রাহ উপ

যিনি তাদের খোদার পথ দেখাতে পারতেন

দ্রক্ষণ দ্রক্ষণ দ্রক্ষণ দ্রক্ষণ

বা সকল মিথ্যাবাদীর মিথ্যা প্রকাশ করে দিতে পারতেন।

নাশ দ্র দ্র দ্র দ্র দ্র দ্র দ্র

যাতে করে সকল মুসলমান ও খ্রিস্টানের সামনে

ব্রহ্ম হুম মুসলিম মুসলিম

সুবিচারক খোদার সত্যতার প্রমাণ পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়ে যায়।

الغرض نزد يك شان دادار پاک

বন্ধুত তাদের দৃষ্টিতে পরিত্ব খোদা

ہست ظالم تر زہر ظالم ترے  
 سবচেয়ে বড় অত্যাচারীর চেয়েও অধিক অত্যাচারী ।  
 کو گزار دعائے را در ضلال  
 کেননা, তিনি বিশ্বাসীকে ভষ্টার মাঝে  
 بیتلاد رپخہ ہر مکرے  
 সকল ঘড়্যন্ত্রকারীর থাবায় আবদ্ধ ছেড়ে দেন ।  
 خود ہی دار دیک قوئے مدام  
 তিনি প্রেমিকের ন্যায় সদা কেবল এক জাতিকেই ভালোবাসেন  
 ہچو شیدائے کے میل و سرے  
 ও এক জাতির সাথেই সম্পর্ক রাখেন ।  
 آنچھیں پر حمق رائے ایں قوم را  
 এটি হলো এ জাতির একটি জঘন্য নির্বুদ্ধিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি,  
 حمق دیگر این کہ بروے فخرے  
 আর দ্বিতীয় নির্বুদ্ধিতা হলো তারা এটি নিয়ে গর্ব করে ।  
 عاقبت این رائے زشت و بد خیال  
 অবশ্যে এই অশুভ বিশ্বাস ও কুধারণা  
 کر دایشان راجب کرو کرے  
 তাদের মারাত্মকভাবে অস্ফ ও বধির করে তুলেছে ।  
 چشم پوشیدن داز صدق شتم  
 তারা শত প্রস্তুবণের প্রতি চোখ বন্ধ করে রেখেছে  
 سرگون گشتند بر یک آخر رے  
 আর নোংরা পানির গামলায় মাথা ডুবিয়ে রেখেছে ।  
 سخت و رزیدندر کیں با نیا  
 তারা নবীদের প্রতি ভয়াবহ শক্রতা প্রদর্শন করেছে-  
 الاماں از کین ہر منکرے  
 এমন সকল অহংকারীদের শক্রতা থেকে আমরা খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করি ।  
 آنچہ کین شان بپاکان ٹابت ست  
 পবিত্রচেতাদের প্রতি তাদের যে প্রমাণিত শক্রতা রয়েছে,  
 از شیاطین کس ندارد باورے  
 শয়তানের কাছেও কেউ এতটা শক্রতা আশা করতে পারে না ।

خر بود اندر حماقت بے نظیر  
 ৰোকামিতে গাধার কোন জুড়ি নেই,  
 لیکেন ایشان را بہر موصد خرے  
 کিন্তু এদের প্রতিটি পশমে শত গাধা লুকায়িত রয়েছে ।  
 نے سر تحقیق دارندو ثبوت  
 অনুসন্ধান-গবেষণা ও প্রমাণাদি নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই  
 نے زنداز صدق پাৰ মুগ্রے

আর তারা আন্তরিকতার সাথে নৌকাতেও বসে না (কোন উদ্যোগও  
 গ্রহণ করে না) ।  
 نے دوائے راشناسند از اثر  
 তারা কোন ঔষধকে এর কার্যকারিতা দেখে শনাক্ত করে না,  
 نے درختে راشناسند از بربے  
 আর কোন বৃক্ষকে এর ফল দেখেও চিনতে পারে না ।  
 نے زکس پر سند از روئے نیاز  
 বিনয়ের সাথে কাউকে জিজ্ঞেসও করে না,  
 نے بصر فکر خود متفکرے  
 আর নিজের চিন্তা-ভাবনাকেও কাজে লাগায় না ।  
 نے بدل پر دوائے این تفقيق ها  
 তাদের হৃদয়ে গবেষণার প্রতি কোন আগ্রহ নেই যে,  
 کز بهم دین ہا کدا مین بہترے  
 সকল ধর্মের মাঝে কোনটি উত্তম  
 بر یکے مائل عدو صد هزار

তারা এক বিশ্বাসের প্রতি আকৃষ্ট আর অন্য সবার প্রতি শক্রভাবাপন্ন  
 فرغ از فرق اقل و اکثرے  
 সংখ্যা গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠের মাঝে পার্থক্যের বিষয়ে উদাসীন ।  
 نے بدل خوف خدائے کردگار  
 তাদের হৃদয়ে স্ত্রষ্টা-প্রভুরও ভয় নেই  
 نے بخار طبیب روز محشرے

আর তাদের অন্তর পরকালের বিষয়েও উদাসীন ।  
 تیره جنان دیده ہاراد وخته  
 এসব কৃৎসিত হৃদয়ের অধিকারী লোক নিজেদের চোখকে  
 پردازৃত করে রেখেছে

سونخت در کین وری چوں اثر رے

হিংসা এবং বিদ্রোহের কারণে অজগরের মত ক্ষেপে আছে ।

دیده و دانسته از حق قاصراند

জেনেশনে সত্যকে অবজ্ঞা করছে

دل نہاده در جهان غادرے

আর এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর মোহে আচ্ছন্ন রয়েছে ।

از برائے حق تراشیده ز جهل

অঙ্গতার কারণে সত্যের নামে বক্তৃতার জন্য

دانمادر خانه خود منبرے

নিজেদের ঘরে স্থায়ী মিস্বর বানিয়ে রেখেছে ।

آن خدا ی شان عجب باشد خدا

তাদের খোদাও অঙ্গুত খোদা,

کوتافل داشت از هر کشورے

যে জেনেশনে অন্য সব দেশের প্রতি উদাসীন্য দেখিয়েছে ।

بهر الهمام آمدش دایم پسند

স্থায়ীভাবে এলহামের জন্য তিনি

یک زبان یک خطہ کو ته ترے

কেবল একটি ভাষা ও একটি দেশই পছন্দ করেছেন ।\*

پنچیں رائے جا بشن درست

এমন বিশ্বাস কি করে সঠিক হতে পারে?

کے خرد گردد بسوئش رہبرے

আর বিবেকই বা কিভাবে এর পানে পরিচালিত করতে পারে?

کے گمان بد کند بر نیکوان

সে পুণ্যবানদের সম্পর্কে কি করে কুধারণা পোষণ করতে পারে

آنکه باشد نیک و نیکو محضے

যে স্বযং পুণ্যবান আর পুণ্যবানদের সাহচর্যে থাকে ।

ماهرا گفتن که چیزے نیست این

চাঁদ সম্পর্কে বলা যে এটি কিছুই নয়

ہست دشائے نہ زین افزوون ترے

এ কথার চেয়ে বড় কোন কটুঙ্গি আর নেই ।

کور گر گونڈ کب ہست آفتاب

ਅੰਕ ਯਦਿ ਬਲੇ ਯੇ ਸੂਰ੍ਯ ਕੋਥਾਂ,

ਮਿਸ਼ੁਦਰ ਕੁਰੀ ਅਸ਼ ਰਸਾਤਰੇ

ਤਾਹਲੇ ਸ਼ੀਧ ਅੰਕਤੇਰ ਜਨ੍ਯ ਸੇ ਅਧਿਕ ਲਾਞ਼ਨਾਰ ਸਮੁਖੀਨ ਹਵੇ ।

در خور تابان مکن شک و گمان

ਪ੍ਰਦੀਪਤ ਸੂਰ੍ਯ ਸੰਸਾਰੇ ਸਨੇਹ ਕਰੋ ਨਾ

ਤਾਮਲਾਮਟ ਰਾਨੇ گਰਦੀ ਦਰ ਖੂਰੈ

ਯਦਿ ਤੁਮਿ ਤਿਰਕਾਰ ਏਡਾਤੇ ਚਾਓ ।

گੁਰ ਖਾਂਧ ਅਖਾਂਹ ਚੱਗ ਮਿਰਵੀ

ਯਦਿ ਤੁਮਿ ਖੋਦਾਰ ਅਨੇਥੀ ਹਵੇ ਤਾਹਲੇ ਕੇਨ ਬਕ੍ਰ ਆਚਰਣ ਕਰ?

چੁਲ ਨੀਤੀ ਜੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰੇ

ਆਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰਾ ਖੋਦਾਰ ਕ੍ਰੋਧਕੇ ਕੇਨ ਭਯ ਕਰ ਨਾ?

ਚੁਲ ਨੀਤੀ ਜੁ ਰੂਜ਼ ਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਸ

ਹਿਸਾਬ-ਨਿਕਾਸ਼ ਦਿਵਸਕੇ ਕੇਨ ਭਯ ਕਰ ਨਾ?

ਚੁਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੂਰਾਵੇ

ਨਿਆਂ ਬਿਚਾਰਕ ਖੋਦਾਰ ਸਮੁਖੇ ਉਪਾਂਤਿ ਹਵੇਲਾਕੇ ਕੇਨ ਭਯ ਕਰ ਨਾ?

افਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਚਸਾਨ ਗਣਤ ਨਿਤੀਨ

ਤੋਮਾਰ ਨਿਕਟ ਤਾਦੇਰ ਮਿਥਾਚਾਰ ਕਿਭਾਬੇ ਸਤਾ ਹਵੇ ਗੇਲ?

ਧਾਂਖਾਈ ਵਾਨੂਦ ਵਾਫ਼ਤੇ

ਤੋਮਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਤੋਮਾਕੇ ਏ ਸੰਸਾਰੇ ਕੋਨ ਕਥਾ ਸੰਪਟਭਾਬੇ ਅਵਹਿਤ ਕਰੋਛੇਨ

ਵਾ ਏ ਸੰਸਾਰੇ ਕੋਨ ਪੁਸ਼ਕ ਦਿਯੋਛੇਨ ਕਿ?

ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਯੀਕ ਉਲੇ ਰਾਦਰ ਗੁਫ਼ਤ

ਤੱਤ ਜੋਤਿ ਏਕ ਬਿਖਕੇ ਮੋਹਿਤ ਕਰੋਛੇ

ਤੁਹਾਨੂਜਾਈ ਕੁਦਰਤ ਸੂਰਵ ਨਿਤੀਨ

ਅਥਚ ਹੇ ਅੰਕ, ਤੁਮਿ ਏਖਨੋ ਹੁਟਗੋਲ ਓ ਨੈਰਾਜੇਰ ਮਾਝੇ ਨਿਪਤਿਤ ਆਛ ।

ਲੁਟ ਤਾਬਾਨ ਗੁਰੀ ਕਿਥੀਨ

ਤੁਮਿ ਯਦਿ ਉਜੜਲ ਮੋਤਿਕੇ ਬਾਜੇ ਪਾਥਰ ਆਖਧਾ ਦਾਓ,

ਜੀਨ ਚੇ ਕਾਹ ਕੁਦਰ ਰੂਜ਼ ਜੁ ਹੈ

ਏਤੇ ਹੀਰਾ ਵਾ ਮਨਿਮਾਣਿਕੇਤੇ ਮੂਲ੍ਹ ਕਿ-ਕਰੋਹਾਸ ਪੇਤੇ ਪਾਰੇ?

ਤੁਹਾਨੂਜਾਈ ਕੁਦਰ ਸੂਰਵ ਨਿਤੀਨ

ਪਾਵਿਤ੍ਰਚੇ ਤਾਦੇਰ ਓਪਰ ਆਕ੍ਰਮਣ ਵਾ ਅਵਮਾਨਨਾਯ ਤਾਦੇਰ ਕੋਨ ਕੁਤਿ ਨੇਹੈ

خود کنی ثابت کر ہستی فاجرے  
 بارہ تومی پرمਾਣ ਕਰ ਯੇ ਤੁਮਿ ਨਿਜੇਹ ਪਾਪਾਚਾਰੀ ।  
 بُنْضِ بَمَرْدَانْ حَقْ نَامِرْ دِيْسِتْ

ਖੋਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮਿਕਦੇਰ ਪ੍ਰਤਿ ਬਿਵੇ਷ ਪੋਵਣ ਕਰਾ ਕਾਪੂਰਾਂਵਤਾ,  
 آਨ ਬ਼ਥ ਬਾਂਧਕ ਬਾਂਧਦ ਬੇ ਥਰੈ  
 ਪੁਰਵ ਸੇ, ਯੇ ਦੁਕ਼ਤਿ ਥੇਕੇ ਦੂਰੇ ਥਾਕੇ ।  
 وَانْكَهْ درْ كِينْ وَكَراْهَتْ سُوختْ سَتْ  
 يَهْ شَكْرُتَا وَشَغَّارْ أَغْنِيَتِهْ جَنْلَهْ  
 نَفْسْ دُونْ رَاهْسَتْ صِيدَلَاغْرَهْ  
 سੇ ਨਿਜ ਹੀਨ ਪ੍ਰਵੁਤਿਰ ਸਹਜ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਪਰਿਣਤ ਹਹ ।  
 صَدْ مَرَاتِبْ بَزْ چَشمَ اَهْلَ كِينْ  
 ਏਕਜਨ ਦ੃ਢਿਹੀਨ, ਅਨ੍ਧ ਓ ਕਾਨਾ ਮਾਨੁਸੇਰ ਚੋਖ  
 چَشمَ نَابِنَاوْ كُورَاوْ عُورَهْ

ਏਕ ਬਿਵੇ਷ਪਰਾਯਣ ਮਾਨੁਸੇਰ ਚੋਖ ਥੇਕੇ ਸ਼ਤਗੁਣ ਭਾਲੋਾ ।  
 بَرْ سَرْ كِينْ وَتَحْصِبْ خَاَكْ بَادْ  
 ਹਿੰਸਾ ਓ ਬਿਵੇ਷ੇ ਧਵਾਂਸ ਹੋਕ  
 هُمْ بُفرَقْ كِينْ وَرَانْ خَاكْسَتْرَهْ  
 ਆਰ ਬਿਵੇ਷ਪਰਾਯਣਰਾ ਲਾਞ਼ਿਤ ਹੋਕ ।  
 جَزْبَهْ پَابِندِي چَبَندَگَرْ  
 ਸਤੇਰ ਅਨੁਸਰਣ ਛਾਡਾ ਅਨ੍ਧ ਕੋਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਾ ਨੈਪੁਣਾ  
 وَرْنَهْ گَيرْ دَبَاخْدَائِيْ اَكْبَرَهْ  
 ਮਹਾ ਸਮਾਨਿਤ ਖੋਦਾ ਪਰ्यਾਤ ਪੌਛਾਯ ਨਾ ।  
 ماَهِمْهْ پَغْمَبِرَانْ رَاجَاَ كَرِيمْ  
 ਆਮਰਾ ਸਵਾਇ ਨਵੀਦੇਰ ਤੁਛ ਚਾਕਰ,  
 هُچਾਖਕੇ اوْ قَادَهْ بَرْ دَرَهْ

ਖੁਲਾਰ ਨਾਯ ਤਾਦੇਰ ਦੋਰ-ਗੋਡਾਯ ਪਡੇ ਥਾਕਿ ।  
 هَرْ سَوَلَهْ كَوْ طَرِيقْ حَقْ نَمُودْ  
 ਆਮਾਦੇਰ ਜੀਵਨ ਸਕਲ ਸਤਯਪੂਜਾਰੀ ਰਸੂਲੇਰ ਜਨਯ ਨਿਵੇਦਿਤ,  
 جَانْ مَاقْرَبَانْ بَرْ آنْ حَقْ پَورَهْ  
 ਧਾਰਾ ਆਮਾਦੇਰ ਸਤਯ ਖੋਦਾਰ ਪਥ ਦੇਖਿਯੋਛੇਨ-

اے خداوند میر خیل انبا

হে আমার খোদা! এসকল নবীদের জামাতের কল্যাণে,

کش فرستادے بفضل اوفرے

যাদের তুমি প্রভৃত কল্যাণের সাথে প্রেরণ করেছ

معرفت هم ده چوں بخشیدی دم

তুমি আমায় অনুরূপ তত্ত্বজ্ঞানও দান কর যেমন হৃদয় দিয়েছ

مے بدہ زان سان کہ دادی ساغرے

আর যেমন পান পাত্র দিয়েছ অনুরূপ সবার দাও।

اے خداوند بنام مصطفیٰ

হে আমার খোদা! মুস্তফা (সা.)-এর নামে

کش شدے در هر مقامے ناصرے

যার তুমি সর্বত্র সাহায্যকারী ছিলে

دست من گیر از ره لطف و کرم

শ্লেহ ও বদান্যতার গুণে আমার হাত ধর

در هم باش یار و یاورے

আর আমার কাজে আমার বন্ধু ও সাহায্যকারী হয়ে যাও।

تکیہ بر زور تو دارم گرچہ میں

তোমার শক্তি আমার ভরসা,

پھো خাম بلکه زان هم کمترے

যদিও আমি মাটিতুল্য বা আরো তুচ্ছ।

অতঃপর সকল সত্যান্বেষীর যেন স্মরণ থাকে যে, ‘আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাকীয়তে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান নবুয়াতীল মুহাম্মদীয়াহ্’ নামক গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য হলো ইসলাম ধর্মের সত্যতা প্রমাণ, কুরআন করীমের সত্যতার অনুকূলে যুক্তি প্রদান এবং হ্যরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর রিসালতের সত্যতার প্রমাণ সবার সামনে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন। এছাড়া, যুক্তি প্রমাণে দৃঢ় এই ধর্ম, এই পবিত্র গ্রন্থ এবং এই মনোনীত নবীকে যারা অস্বীকার করে, তাদেরকে উৎকৃষ্ট ও যুক্তিনির্ভর প্রমাণাদির মাধ্যমে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো ও নির্বাক করে দেয়া, যেন ভবিষ্যতে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে মুখ খোলার ধৃষ্টতা না দেখায়।

এ গ্রন্থে রয়েছে একটি বিজ্ঞাপন, একটি মুখবন্ধ আর চার খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থের মূল অংশ এবং সামাপ্তি নোট। সত্যাবেষীদের জন্য খোদা এটিকে কল্যাণময় করুন আর তিনি এটি পাঠের কল্যাণে অগণিত মানুষকে স্বীয় সত্য ধর্মের পানে পরিচালিত করুন। আমীন।

## ঘোষণা

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, পবিত্র কুরআন থেকে আমরা যে সকল যুক্তি ও সত্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছি, যারা এক্ষেত্রে তাদের নিজ গ্রন্থের সমকক্ষতা প্রমাণ করতে পারবে বা তাদের ঐশ্বী গ্রন্থ যদি সে সকল প্রমাণ উপস্থাপনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়, তাহলে নিদেনপক্ষে ব্যর্থতা স্বীকার করে আপন গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের উপস্থাপিত যুক্তিকে যদি একে একে খণ্ডন করতে পারে, তাহলে তাদেরকে ১০,০০০ (দশ হাজার) রূপিয়া পুরস্কার দেয়া হবে। \*\*\*

আমি বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের প্রণেতা, যারা ফুরকান মজীদ এবং হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সত্যতায় অবিশ্বাসী, এমন সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সত্যের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে ১০,০০০ (দশ হাজার) রূপি পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত বিজ্ঞাপন প্রচার করছি। আমি এ মর্মে আইনানুগ এবং শরীয়তসম্মত সত্য অঙ্গীকার করছি যে, কুরআন মজীদ ও হ্যরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতা সম্পর্কে পবিত্র গ্রন্থ কুরআন থেকে আমরা যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করেছি, অস্বীকারকারীদের কেউ কুরআনের সাথে তুলনা করে স্বীয় ঐশ্বী-গ্রন্থে (এর সত্যতার পক্ষে) এর সমপর্যায়ের প্রমাণাদি রয়েছে বলে প্রমাণ দিক, অথবা সম-সংখ্যক প্রমাণাদি উপস্থাপনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ প্রমাণাদি উপস্থাপন করুক। কিন্তু তাও উপস্থাপনে যদি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়, তাহলে নিদেনপক্ষে আমাদের উপস্থাপিত যুক্তিগুলো একে একে খণ্ডন করে দেখাক। এসব শর্ত পুরণ সাপেক্ষে আমি ঘোষক, কোন ওজর-আপত্তি না করে আমার ১০,০০০ (দশ হাজার) রূপি মূল্যমানের সম্পত্তির দখলীস্বত্ত্ব ও নিয়ন্ত্রণ উত্তরদাতার হাতে তুলে দেবো, শর্ত হলো, উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য তিন জন বিচারকের এ মর্মে সর্বসম্মত মতপ্রকাশ আবশ্যক হবে যে, শর্ত পুরণ হয়েছে। কিন্তু স্মরণ থাকে, স্বীয় গ্রন্থ থেকে কেউ যৌক্তিক প্রমাণাদি উপস্থাপনে ব্যর্থ ও অপারগ হলে বা বিজ্ঞাপনের শর্তানুসারে একপঞ্চমাংশ প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে যদি না পারে, তাহলে এটা স্পষ্টভাবে লিখে দিতে হবে যে, তাদের ঐশ্বীগ্রন্থ

অযৌক্তিক ও অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে এ শর্ত পুরণে ব্যর্থ হয়েছে। আর যদি কেউ অভীষ্ট প্রমাণাদি উপস্থাপন করে, তাহলে তাকে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এক-পঞ্চমাংশ যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ ও ছাড় দেয়ার অর্থ এই নয় যে, কোন বাছ-বিচার ছাড়াই মোট প্রমাণাদির অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ বা এক-পঞ্চমাংশ উপস্থাপন করলেই চলবে, বরং এ শর্ত সকল শ্রেণির প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ সকল শ্রেণির প্রমাণাদির মধ্য থেকে অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ বা এক-পঞ্চমাংশ প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে হবে।

উল্লেখিত বাকে ‘যুক্তি বা প্রমাণের শ্রেণি’ বলতে কী বুঝায়- তা বুঝতে কোন ব্যক্তি হয়তো বা অপারগ হবেন। সুতরাং এ বাকের ব্যাখ্যায় লেখা হচ্ছে যে, কুরআন মজীদের যে সকল যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, এই বাণী সত্য আর হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) খোদার সত্য রসূল-তা দু'ধরনের। প্রথমতঃ সে সকল প্রমাণাদি যা এই পবিত্র গ্রন্থ ও মহানবী (সা.)-এর সত্যতার অভ্যন্তরীণ তথা ব্যক্তিগত সাক্ষ্য। অর্থাৎ এমন প্রমাণাদি, যা এই পবিত্র-গ্রন্থের নিজস্ব শ্রেষ্ঠত্ব হিসেবে বিদ্যমান, আর যা স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বৈশিষ্ট্য, সর্বজনপ্রিয় চরিত্র ও উৎকর্ষ গুণাবলী হতে প্রতীয়মান হয়।

**দ্বিতীয়ত:** সে সকল প্রমাণ যা আক্ষরিক অর্থে কুরআন শরীফ ও মহানবী (সা.)-এর সত্যতার সুনিশ্চিত সাক্ষ্য অর্থাৎ এমন প্রমাণসমূহ যা বাস্তব ঘটনাবলী এবং প্রমাণিত ও পরম্পরাগত বিষয়াবলী থেকে নেয়া। অধিকন্তু এ উভয় শ্রেণির প্রমাণাদির আবার দুটো প্রকার ভেদ রয়েছে, অর্থাৎ সরল ও যৌগ প্রমাণ। যে প্রমাণ কুরআনের ঐশ্বী-গ্রন্থ হওয়া ও মহানবী (সা.)-এর সত্যতা প্রমাণের জন্য অন্য কোন বিষয়ের মুখাপেক্ষী নয়, সে প্রমাণই হলো সরল প্রমাণ। যৌগ প্রমাণ বলতে সে প্রমাণকে বুঝায়, যা প্রতির্থিত করার জন্য এমন সব পরম্পর আন্তঃনির্ভরশীল যুক্তিসম্ভাবনের প্রয়োজন যে, যদি মোটের ওপর এটি বিবেচনা করা হয়, আর সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রতিটি অংশের প্রতি তাকানো হয়,

তাহলে সামগ্রিক যুক্তি এত মহানরূপে প্রতিভাত হয়, যার আলোকে অবলীলায় পরিত্ব কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু যদি এগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক ভাবে নেয়া হয়, তাহলে তা তত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট যুক্তি বলে প্রতিভাত হয় না। এই অসামঞ্জস্যতার কারণ হলো, পুরো অখণ্ড বিষয়ের মান ও মূল্য বিভিন্ন-বিচ্ছিন্ন টুকরোর সম্মিলিত মান ও মূল্য থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি ভারী জিনিস দশ ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে গঠাতে সক্ষম, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই যদি এককভাবে সেই বোৰা গঠানের চেষ্টা করে, তা সম্ভব হয় না। এই সরল ও যৌগ উভয় প্রমাণের প্রত্যেকটির বিশেষ রূপ, আকৃতি ও বাহ্যিক গঠনের নিরিখে এ পুস্তকে এর নাম রাখা হয়েছে ‘প্রমাণের প্রকারভেদ’। ঘোষণা বা বিজ্ঞাপনের প্রথম দিকে আমরা এই প্রেক্ষাপটে শর্ত রেখেছিলাম যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে চায় এমন সকল ব্যক্তিকে, কুরআন যে সকল প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছে, স্বীয় গ্রন্থ থেকে এর সকল শ্রেণির প্রমাণাদির এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশ যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ কোন এক শ্রেণিভূক্ত প্রতিটি প্রমাণের উক্ত দিতে যদি সে ব্যর্থ হয়, তবেই কেবল সে এটি করবে।

অধিকন্তে এখানে এ কথাও স্পষ্ট হওয়া উচিত, আমরা যেভাবে যৌগ-প্রমাণের সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছি, কোন ব্যক্তি যদি নিজ গ্রন্থে এর দৃষ্টান্ত দেখাতে চায়, তাহলে যে সকল উপ-প্রমাণের সমন্বয়ে সেই যৌগ প্রমাণ গঠিত, তাকে নিজ গ্রন্থ থেকে সেসব উপ-প্রমাণের প্রত্যেকটির একটি করে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে, যার প্রত্যেকটি নিজগুণে বা স্বতন্ত্রভাবে কোন না কোন বিষয়ের পরিপূর্ণ একটি প্রমাণ হবে।

এই শর্তটি বুঝতে হলে যেহেতু দৃষ্টান্তের প্রয়োজন, তাই আমরা বহুবিধ প্রমাণাদির মধ্য হতে কুরআনের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে একটি যৌগ-প্রমাণ উপস্থাপন করবো। যেমন, কুরআনের মূল বা মৌলিক শিক্ষামালার ভিত্তি হলো যৌক্তিক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রমাণাদির ওপর। এভাবে বলা যায়, যেসব বিষয়ের ওপর মুক্তি নির্ভরশীল, কুরআন করীম

বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন সব মৌলিক নীতিকে গবেষকসূলভ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণ করে আর এর সত্যতাকে শক্তিশালী ও দর্শনভিত্তিক যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিশ্ব-স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করা, তাঁর তোহীদ বা একচুবাদের প্রমাণ দেয়া, ইলহামের আবশ্যকতা সম্পর্কে অখণ্ডনীয় প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করা আর সত্যকে সত্য প্রমাণে এবং কোন মিথ্যার অসারতা প্রমাণে ব্যর্থ না হওয়া। অতএব কুরআন করীম আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার এটি একটি শক্তিশালী প্রমাণ, যার মাধ্যমে এর সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কেননা, পৃথিবীর সব বিকৃত-বিশ্বাসকে সকল প্রকার ও সকল শ্রেণির ভাস্তি থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে মুক্ত করা, অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে মানব-হৃদয়ে বিরাজমান সকল প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের নিরসন এবং যুক্তিপূর্ণ, প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত নীতির এমন সমাহার বা সংগ্রহ স্বীয় গ্রন্থে গ্রথিত করা, যা না পূর্বে কোন ঐশী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, আর না এমন কোন প্রাজ্ঞ ও দার্শনিকের সন্ধান লাভ হওয়া সম্ভব, যিনি স্বীয় চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, বোধ-বুদ্ধি এবং জ্ঞান ও ব্যৃৎপত্তির জোরে কোন কালে এর প্রকৃত মর্মকথা উদঘাটনে সক্ষম হয়েছেন। অধিকন্তু, কোন ভদ্রলোক কস্মিনকালেও এ মর্মে দুর্বলতম প্রমাণও দিতে পারে নি যে, মহানবী (সা.) আদৌ একদিন বা দিনের কিছু অংশ কোন স্কুল বা মক্ষবে পড়েছেন, কিংবা কারো কাছে ধর্মের যৌক্তিক ব্যাখ্যা বা প্রচলিত জ্ঞান অর্জন করেছেন বা কখনও কোন দার্শনিক ও যুক্তিবিদের সাহচর্য পেয়েছেন এবং তাদের সাথে তাঁর মেলামেশা ছিল, যে কারণে হয়ত বলা যেতে পারতো যে, তিনি সকল সত্য-নীতি সম্পর্কে দর্শনগত যুক্তি উপস্থাপন করে মানুষের মুক্তি-সংক্রান্ত সকল বিশ্বাসের স্বরূপ এত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন, যার দৃষ্টান্ত ধরাপৃষ্ঠে কোথাও পাওয়া যায় না!

এটি এমন কাজ, যা ঐশী-সমর্থন ও খোদার ওহী ছাড়া কারো দ্বারা সাধিত হতে পারে না। সুতরাং দুর্বল ও অক্ষম যুক্তি-বুদ্ধি বা বিবেক একথা বলতে বাধ্য যে, কুরআন শরীফ সেই খোদার বাণী, যিনি এক

এবং যার কোন শরীক বা সমকক্ষ নেই, জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন মানুষ তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না।

যৌগ প্রমাণাদির দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এই প্রমাণটি লিপিবদ্ধ করলাম, যা এমন উপাদানের সমাহার বা এমন সব উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত, যার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে এক একটি প্রমাণ বৈ-কিছু নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই প্রমাণের সব কঁটি উপাদান বা অংশ এমন যুক্তি বা প্রমাণ, যা সত্য-বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রতিদ্বন্দ্বির জন্য যেহেতু সকল প্রকার প্রমাণ উপস্থাপন করা আবশ্যিক, তাই এই প্রমাণ উপস্থাপন করাও বাঞ্ছনীয় হবে। কেননা, এই প্রমাণও বিভিন্ন প্রকারের প্রমাণাদির একটি প্রকারভেদ। কিন্তু এই প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য সেসকল যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনও আবশ্যিক যেসবের মাধ্যমে এটি গঠিত ও বিন্যস্ত এবং যেসবের সমন্বয়ে এটি অস্তিত্ব লাভ করবে। যেমন স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণে উপস্থাপিত যুক্তি, তাঁর একত্ববাদের পক্ষে প্রমাণ, তাঁর স্রষ্টা হওয়া বা সৃজনী-বৈশিষ্ট্যের অনুকূলে প্রমাণ দেয়া, ইত্যাদি। কেননা, এ সব উপ-প্রমাণই সেই মূল প্রমাণের অংশ বা উপাদান। অস্তিত্ব বা সত্ত্বার কোন অংশকে বাদ দিয়ে পুরো সত্ত্বা বা অস্তিত্বের কথা যেমনটি ভাবাই যায় না, তেমনি মূল উপাদানকে বাদ দিয়ে সংশ্লিষ্ট অন্য উপাদানগুলোর অস্তিত্ব অকল্পনীয়। তাই আনুষঙ্গিক সকল প্রমাণ উপস্থাপন করাও প্রতিদ্বন্দ্বির জন্য আবশ্যিক। অবশ্য আমরা কোন নীতির সত্যায়নে যেখানে পাঁচটি প্রমাণ দিয়েছি, প্রতিপক্ষ চাইলে প্রত্যুভাবে নিজস্ব মতামত বা বিশ্বাস অনুসারে এর সত্যায়ন বা অপনোদনকল্পে কেবল একটি প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন, তবে তা করতে হবে স্বীয় ঐশীগ্রহ থেকে আর বিজ্ঞাপনে আমরা যে শর্ত ও সীমারেখা উল্লেখ করেছি তদনুযায়ী।

প্রচারক  
অধম মির্যা গোলাম আহমদ  
কাদিয়ান, গুরুণ্দাসপুর,  
পাঞ্জাব।



বারাহীনে আহমদীয়া

টাইটল বারাওল  
চস্ট দুম

جاء الحق ونهرت الباطل كان هوقا

بفضل عظيم حضرت أديٰ عالم عاليان ورحمت عيّم ربها لكتبة كان كتاب إجاب موسوم به

# بَرَادِينِيَّة

ملقب به

البراءين الأحمدية على حقيقت كتاب الله القرآن والنبوة للمحمدية

جعفر بن علي بن ابي جباب مهير بن اغلام احمد صارم علم قاديان ضلع كرداسپور بجباب دام اقبال

کمال تحقیق اور تدقیق سے الیف کر کے شکرین اسلام رحیمہ خاتون پوری کر کیسے بردہ خامد منیر احمد شاہجا

امیر سرپریز

هند  
لہٰجہ پرس میں ۱۸۸۴ء مطبع ہوئی

প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের প্রাচ্ছদের অনুবাদ

## দ্বিতীয় খণ্ড

جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهْوًا

এ পৃথিবী ও সমগ্র বিশ্বজগতের  
পথপ্রদর্শকের মহান কৃপায় আর পথহারাদের  
সঠিক পথপ্রদর্শনকারী খোদার সার্বজনীন করণায়,  
শানিত যুক্তিতে সমৃদ্ধ অখণ্ডনীয় এ গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে—

# ‘বারাহীনে আহমদীয়া’

এর পুরো নাম হলো:

‘আলবারাহীনুল আহমদীয়াত্ত আলা  
হাকীয়তে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে  
ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াত্ত’।

শুভ আল্লাহু আল্লাম! এটি কী অনুমত এক গ্রন্থ যা খুবই অন্ধ কালের  
ক্ষেত্রে মানবকে সত্য ধর্মের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করবে।

চূড়ান্ত গবেষণা ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের ওপর  
ভিত্তি করে এটি রচনা করেছেন মুসলমানদের  
গর্ব, পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত  
কাদিয়ান নিবাসী সম্মানিত রাইস  
জনাব মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব  
(খোদা তাঁর সম্মান স্থায়ী করান)। অস্বীকারকারী  
বিরোধীদের সামনে ইসলামের সত্যতা প্রতিপন্ন  
করে ১০ হাজার রূপি (পুরস্কার) প্রদানের  
প্রতিশ্রূতির সাথে তিনি এটি প্রকাশ করেছেন।

সফীরে হিন্দ ছাপাখানা  
অমৃতসর, পাঞ্জাব  
১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ

سَأُورِيْكُمْ اِيْتِيْ فَلَا تَسْتَعِجِلُوْنِ

আমি অচিরেই তোমাদেরকে আমার নির্দশনাবলী প্রদর্শন করবো, সুতরাং আমাকে তাড়াভুড়া করতে বলো না। (সূরা আমিয়া, আয়াত : ৩৮)

### ‘বারাহীনে আহমদীয়া’র বিরোধীদের তুরাপূর্ণ ব্যবহার

বেশ কিছু পাদ্রী ও হিন্দু ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে ‘সফীরে হিন্দ’ ও ‘নূর আফশাঁ’ পত্রিকায় আর ‘বিদ্যিয়া প্রকাশক’ সাময়িকীতে আমাদের নামে বিভিন্ন অপপ্রচারণামূলক ঘোষণাপত্র ছাপিয়ে তাতে দাবি করেছে যে, অবশ্যই তারা এ বইয়ের উন্নত দেবে। কতিপয় ব্যক্তি ডোমদের ন্যায় ব্যঙ্গাত্মক এমন ভাষা ব্যবহার করেছে যার মাধ্যমে তাদের প্রকৃতিগত অপবিত্রতার চিত্র খুবই প্রকটভাবে ফুটে ওঠেছে! নিজেদের কুরুচিপূর্ণ ইতর বক্তব্যের মাধ্যমে তারা আমাদের হৃষকি-ধর্মকি দিয়ে আত্মপ্রসাদ নিতে চায় কিন্তু তাদের ভেতরের খবরও যে আমি রাখি, তা তাদের জানা নেই। তাদের মিথ্যা, নীচ ও হীন চিন্তাধারা আমাদের কাছে গোপন কোন বিষয় নয়। তাই কী করে এটি হতে পারে যে, আমরা তাদের ভয় করব? আর তারা আমাদের কি-ইবা ভয় দেখাতে পারে?

کرکم پروانہ راچوں موت می آید فراز  
تُعَذَّبَتْ بِشَعْرٍ سُوزَال ازْرَه شوْغَنَازْ

তখন তা অহংকার ও ঔন্দত্ত্বের সাথে প্রজ্ঞলিত প্রদীপে ঝাঁপ দেয়।

যাইহোক আমি তাদের সবিনয়ে অনুরোধ করবো যে, কিছুটা তো ধৈর্য ধরুন, বই এর কিছু অংশ প্রকাশিত হওয়ার পর সমালোচনা বা হৈচৈ যত ইচ্ছা করতে পারবেন। ‘সত্যের মরণ নেই’ সুবিদিত এক প্রবাদ। তাহলে কোন পাদ্রী বা পণ্ডিত আমাদের মুখোমুখি দাঁড়ায়— এ সাধ্য কার? আর কারো নিচক অপলাপে আমাদের কি-ইবা ক্ষতি হতে পারে? বরং এমন আচরণে পাদ্রী ও পণ্ডিতদের অসততার চিত্রই ফুটে ওঠে। কেননা, যে গ্রন্থ এখনও কেউ দেখে নি-শুনে নি, না তাতে বিধৃত প্রমাণাদির কোন ধারণা কারো আছে, এটি কোন মানের গবেষণাকর্ম তার কোন সংবাদও কেউ রাখে না, অথচ বড় গলায় সেই গ্রন্থের খণ্ডন লিখবার দাবি করে বসা হচ্ছে! এটিই কী এদের সততা ও ঈমানের পরিচায়ক?

বন্ধুগণ! আপনারা এখনও আমার উপস্থাপিত যুক্তিমালা ও প্রমাণাদিই যখন দেখেন নি, কী করে তবে বুঝে গেলেন যে, এর উত্তর লিখতে আপনারা সক্ষম হবেন? কারো উপস্থাপিত যুক্তি, প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ বা তার লিখিত কোন দলিল বা যুক্তি সম্পর্কে যতক্ষণ অবহিত না হবেন আর যতক্ষণ না যাচাই করা হবে যে, তা সুনিশ্চিত নাকি আনুমানিক, তা-কী সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না-কী ভাস্তির ওপর, ততক্ষণ পর্যন্ত তা সম্পর্কে কোনো বিরোধী মতামত ব্যক্ত করা আর অনর্থক তা খণ্ডনের আস্থালন করা, বিষেষ নয় তো আর কী? আপনারা বাস্তব চিত্র উদঘাটনের পূর্বেই যেহেতু এর উত্তর লিখার সিদ্ধান্ত করে বসে আছেন তাই আপনাদের ভেতরকার ‘নফসে আম্মারা’ (অবাধ্য প্রবৃত্তি) কথায় কথায় প্রতারণা, সত্যকে ঘোলাটে করা, বিশ্বাসঘাতকতা ও অসৎপদ্ধা অবলম্বন থেকে কি করে বিরত থাকতে পারে?— কেননা, উত্তর প্রদানে মরিয়া হয়ে বাহবা কুড়াতে আগে থেকেই তা ব্যগ্র। আপনাদের মাঝে বিন্দু পরিমাণও সদিচ্ছা যদি থাকত আর আপনাদের হৃদয়ে ন্যায়-নিষ্ঠার লেশমাত্র থাকত, তাহলে আপনারা ঘোষণা এভাবে দিতেন যে, এই গ্রন্থের (বারাহীনে আহমদীয়া) যুক্তি-প্রমাণাদি বাস্তবিকই সত্য ও সঠিক হলে সর্বান্তকরণে আমরা তা গ্রহণ করব। অন্যথায় সত্য প্রকাশের লক্ষ্যে এর খণ্ডন লিখব। যদি আপনারা এমনটি করতেন তাহলে ন্যায়পরায়ণদের দৃষ্টিতে ন্যায়পরায়ণ ও স্বচ্ছমনা আখ্যা পেতেন। তবে খোদার সাথেও অন্যায়-আচরণ করতে যাদের ভয় করে না তাদের হৃদয়ে সততা বা সুবিচার থাকবে এমন আশা আমরা করি না। তাদের কেউ কেউ স্বষ্টির পদ থেকেই তাঁকে অব্যহতি দিয়ে রেখেছে। কতেক ‘এক’-কে ‘তিন’ বানিয়ে বসেছে। কেউ মনে করে খোদা কোন কালে নাসেরায় বসবাস করতেন, আবার অন্যদের কেউ তাঁকে টেনে এনেছে অযোদ্ধার দিকে! মোদা কথা হলো, দোহাই আপনাদের! ক্ষণকালও বিলম্ব না করে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্লেটো হওয়ার ভান করুন, ব্যেকনের বেশ ধরুন, এরিস্টেটলের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা ধার নিন, আর নিজেদের কৃত্রিম খোদাদের কাছে করজোড়ে সাহায্য চাইতে থাকুন; এরপর দেখুন, আমাদের খোদা জয়যুক্ত হন— না কি আপনাদের মিথ্যা উপাস্যরা? মনে রাখবেন, এ গ্রন্থের জবাব যতক্ষণ না দিচ্ছেন ততক্ষণ বাজারে পশ্চতুল্য গণ-মানুষের সামনে ইসলামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং হিন্দুদের মন্দিরে আসন গেঁড়ে একমাত্র বেদকে দীর্ঘেরের সৃষ্টি ও সত্য-জ্ঞান আখ্যা দেয়া আর বাকী সকল বার্তাবাহক বা অবতারদের প্রতারক আখ্যায়িত করা লজ্জা-শরম বিবর্জিত কাজই হবে।

یاروں خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں؟  
 ہے بکھر گن! آمیٹ و اہمیکا خیکے بیرات ہوئے کی-نا?  
 خواپنی پاک صاف نباو گے یا نہیں؟  
 نیجے دیے سبھا ب پਰਿਚਨ ਕਰਵੇ کی-نا?  
 باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں؟  
 مਿਥਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿ ਹਦ਼ਵੇਂ ਆਕਰਣ ਪਰਿਹਾਰ ਕਰਵੇ ਕਿ-ਨਾ?  
 حق کی طرف رجوع بھی لاو گے یا نہیں؟  
 سਤ੍ਯੇਰ ਪਾਨੇ ਫਿਰੇ ਆਸਵੇ ਕਿ-ਨਾ?  
 کب تک رہو گے ضد و تعصّب میں ڈوبتے?  
 آرਾ ਕਤ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਓ ਬਿਵੇਖੇ ਨਿਮਜ਼ਿਤ ਹਤੇ ਥਾਕਵੇ?  
 آخر قدم بصدق اٹھاو گے یا نہیں؟  
 سਤ੍ਯੇਰ ਪਾਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇ਷ਤਕਾਓ ਪਦਕ਷ੇਪ ਉਠਾਵੇ ਨਾ?  
 کیونکਰ کرو گے رਡجو محقق ہے ایک بਾਤ?  
 یੇ ਬਿਵਾਰੇ ਸਤਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਾ ਕਿਭਾਵੇ ਪ੍ਰਤਾਖਿਆਨ ਕਰਵੇ?  
 کچھ ਹੋਸ਼ ਕਰੇ عذر سناو گے یا نہیں?  
 ਓਜਰ-ਆਪਤਿ ਕਰਤੇ ਗਿਏ ਕਿ ਬਿਵੇਖ ਖਾਟਾਵੇ ਨਾ?  
 سਤ੍ਯ ਜੁ ਕਹਾ ਗੱਲ ਬਨਾਤਮ ਸੇ ਕੁਝ ਜੋ ਅ  
 ਪੁਛ ਜਿਧੀ ਯੇ ਮਨੇ ਜਹਾਂ ਕੁਦਕਹਾਵ گے یا نہਿں?  
 ਸਤ੍ਯ ਕਰੇ ਬਲ, ਯਦਿ ਕੋਨੁ ਉਤਰ ਦਿਤੇ ਨਾ ਪਾਰ ਤਾਹਲੇ ਪ੃ਥਿਵੀਬਾਸੀਦੇਰ ਕੀਭਾਵੇ  
 ਮੁਖ ਦੇਖਾਵੇ?

## গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞাপন

ব্যাপক মূলত্বাস ও ছাড় দেয়ার পর বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের মূল্য কেবল মুসলমানদের জন্য দশ রূপি নির্ধারিত হয়েছে। এ হলো তারা, যারা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সঙ্গতি থাকলে নিজেদের ধর্মের সেবায় অর্থ ব্যয় করতে কোন প্রকার কৃষ্ট বোধ করেন না। কিন্তু ভিন্ন ধর্মের কোন অনুসারী যদি এই বই ক্রয় করতে চায়, তাদের কাছে যেহেতু ধর্মের সাহায্যার্থে আশা করার কিছু নেই, তাই তাদের কাছ থেকে সেই পূরো মূল্যই আদায় করা হবে যা প্রথম খণ্ডের ঘোষণায় প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রচারে  
গ্রন্থপ্রণেতা  
বারাহীনে আহমদীয়া

## একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য নিবেদন

মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক দুর্বলতা তাকে সর্বদা সামাজিকতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মুখাপেক্ষী করে রাখে। এই সামাজিকতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার আবশ্যিকতা, এমন একটি সুবিদিত বিষয় যা সম্পর্কে কোন বিবেকবান ব্যক্তির দ্বিরূপ নেই। স্বয়ং আমাদের নিজেদের দেহাবয়বের গঠন ও বিন্যাস এমন যা পারস্পরিক সহযোগিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদের হাত, পা, নাক, কান ও চোখ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং আমাদের সকল বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শক্তি-বৃত্তিগুলো এমনভাবে সৃজিত, যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ না করবে ততক্ষণ আমাদের দেহতন্ত্র আদৌ সুস্থ-স্বাভাবিক ও সচল থাকতে পারে না আর এর ব্যত্যয় ঘটলে মানবদেহ বিকল হয়ে যায়। দু-হাতের যৌথ প্রচেষ্টায় যেকাজ সাধিত হতে পারে এক হাত দ্বারা তা সাধিত হতে পারে না। দু'পা সম্মিলিতভাবে যেপথ অতিক্রম করে কেবল এক পা দ্বারা তা অতিক্রান্ত হতে পারে না। অনুরূপভাবে, আমাদের সামাজিক ও পারলৌকিক জীবনের সকল সফলতা নির্ভর করে পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর। ইহ ও পারলৌকিক কোন কাজ মানুষ এককভাবে সমাধা করতে পারে কী? মোটেই নয়। ইহলৌকিক বা পারলৌকিক- পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া কোন কাজই চলতে পারে না। দেহের অঙ্গগুলো যেভাবে একটি অন্যটির পরিপূরক হয়ে থাকে অনুরূপভাবে প্রত্যেক গোষ্ঠী, যাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অভিন্ন, যদি তাদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকে, তাহলে সেই অভিন্ন লক্ষ্য সুন্দর ও সূচারূপে অর্জিত হতে পারে না। বিশেষ করে এমন অসাধারণ কাজ, যার উদ্দেশ্য হলো সুমহান গণকল্যাণ, সকলের সহযোগিতা ছাড়া তা সমাধা হতেই পারে না। এককভাবে কোন ব্যক্তি সে কাজ করতে পারে না, আর কোন যুগে তা পারেও নি। সম্মানিত নবীগণ যারা খোদা-নির্ভরতা, সমর্পণ, ধৈর্য ও পুণ্যকর্মের সংগ্রামে সর্বাত্মে, তাঁদেরকেও বাহ্যিক উপকরণ সামনে রেখে *مَنْ أَنْصَارِيٌ إِلَى اللَّهِ* ('আল্লাহর কাজে কে আছে আমার সাহায্যকারী' সূরা আস্ত সাফ্ফ, আয়াত: ১৫ -অনুবাদক) বলতে হয়েছে। আল্লাহ তা'লাও প্রকৃতির এই নিয়মের সত্যায়নে স্বীয় শরিয়তে *وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى* (অর্থাৎ 'পুণ্য ও তাকওয়ায় পরস্পর সহযোগিতা কর' সূরা আল মায়েদা, আয়াত: ৩ -অনুবাদক)-এর নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, মুসলমানদের মাঝে অনেকেই কল্যাণময় এই নীতিটি ভুলে গেছে। এমন মহান ও মৌলিক কথাকে তারা সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়েছে, যার ওপর নীর্ভরশীল ছিল তাদের ধর্মের উন্নতি ও ভবিষ্যৎ। অন্যান্য জাতি যাদের ঐশ্বী গ্রহে এ সম্পর্কে তাকিদপূর্ণ এমন কোন নির্দেশ নেই, তারাও স্বীয় ধর্ম প্রসারের চেতনায় উদ্বৃদ্ধ হয়ে আন্তরিকভাবে **تَعَاوُنُوا** (পরস্পর সহযোগিতা কর- অনুবাদক) নির্দেশটি অনুসরণ করে চলছে। জাতিগত ক্ষেত্রে সহযোগিতার কল্যাণে তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিনিয়ত প্রসার লাভ করছে। খ্রিস্টানদেরকেই লক্ষ্য কর, স্বীয় ধর্ম প্রচারে আজকাল তারা কতটা আন্তরিক উদ্দীপনা রাখে আর কত পরিশ্রম ও প্রাণপণ চেষ্টা করছে- কেবল নতুন নতুন প্রকাশনা বা বই-পুস্তক প্রকাশ ও প্রসারের জন্য তাদের লক্ষ লক্ষ বরং কোটি কোটি রূপি গাছিত থাকে। ইউরোপ বা আমেরিকার মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন খ্রিস্টান ইঞ্জিলের শিক্ষা প্রচারে, নিজের পুঁজি থেকে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সম্পদশালীরা সম্মিলিতভাবেও তার সমপর্যায়ে দাঁড়াতে পারবে না। যদিও ভারতীয় উপমহাদেশে এক বিশাল মুসলমান জনগোষ্ঠীর বসতি রয়েছে, যাদের অনেকেই একদিক থেকে সম্পদশালী ও সঙ্গতিশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশ (কিছু ধনাত্য, মন্ত্রী ও কর্মকর্তা ব্যতিরেকে) ভাল কাজে মারাত্মকভাবে হীনবল, সংকীর্ণমনা ও কৃপণ। যাদের চিন্তাধারা কেবল কামনা-বাসনার দাসত্বের মাঝেই শৃঙ্খলিত আর তাদের ঘন-মস্তিক ঙ্গক্ষেপহীনতা বা ঔদাসীন্যের দুর্গন্ধে কলুষিত। ধর্ম ও ধর্মীয় প্রয়োজনকে এরা মোটেই গুরুত্ব দেয় না। পক্ষান্তরে নাম কামানো ও মিথ্যা সম্মানের জন্য বাড়িঘরসহ সবকিছু উজাড় করে দিতেও দ্বিধা করে না। বিশেষ করে ধর্মের প্রয়োজনে উদার মুসলমান সংখ্যায় (উদাহরণস্বরূপ একজন হলেন, সাইয়েদেনা ও আমাদের সেবাধন্য পটিয়ালার মুখ্যমন্ত্রী হযরত খলীফা সাইয়েদ মুহাম্মদ হাসান খান বাহাদুর সাহেব) এতটাই কম যে, হাতের আঙুলে তাদের সংখ্যা গণনা করা যায়।

অপরদিকে কিছু লোক ধর্মীয় কাজে খরচাদি করলেও, তা কেবল প্রথাগত কারণে করে, প্রকৃত কোন প্রয়োজন মেটানোর সদিচ্ছা নিয়ে নয়। উদাহরণ স্বরূপ, একজনকে মসজিদ নির্মাণ করতে দেখে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিও সত্যিকারে প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, অনর্থক হাজার হাজার রূপি খরচ করে বসে, আর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ভাবে অনর্থক আরেকটি মসজিদ নির্মাণ

করায়। কারো মাথায় এ শুভবুদ্ধির উদয় হয় না যে, এ যুগে সবচেয়ে অগ্রগণ্য কাজ হলো, ধর্মীয়-জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার। আর এটাও তারা বুঝে না যে, মানুষ যদি ধার্মিকই না হয়, তাহলে সেসব মসজিদে নামায পড়বে কে? কেবল পাথরের সুদৃঢ় ও গগনচূম্বী মিনারের মাধ্যমেই তারা ধর্মের মাহাত্ম্য ও দৃঢ়তা দেখাতে উদ্ঘীব, ধর্মের পাথরের সুন্দর টাইল্স ব্যবহার করে ধর্মের সৌন্দর্য প্রকাশে তারা আগ্রহী। কিন্তু পবিত্র কুরআন শরীফ আধ্যাত্মিক যে দৃঢ়তা, মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য উপস্থাপন করে, যা **أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُعْهَا فِي السَّمَاءِ** (অর্থ: এ এক পবিত্র বৃক্ষের মত যার শিকড় সুদৃঢ়ভাবে প্রথিত এবং যার শাখা-প্রশাখা গগনচূম্বী, সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ২৫ -অনুবাদক)-এর সত্যায়ন বা পরিপূরক স্থল, সেদিকে তারা ফিরেও তাকায় না। এই পবিত্র-বৃক্ষের ঘন-সুশীতল ছায়া সম্পর্কে অন্যদেরকে অবহিত করার প্রতি আদৌ মনোযোগ না দিয়ে কেবলই তারা ইছুদিদের মত বাহ্যিকতার পূজায় নিমগ্ন। ধর্মীয় দায়িত্ব যথাস্থানে যথাসময়ে পালন করে না, পালন করতে জানেও না আর জানার আগ্রহও রাখে না।

যদিও একথা মেনে নিতে হয় যে, প্রত্যেক বছর নাম সর্বস্ব সদকা-খয়রাত খাতে আমাদের লোকদের হাত হতে অগণিত পরিমাণ রংপি বেরিয়ে যায়, কিন্তু পরিতাপ! এদের সিংহভাগ মানুষ জানেই না, প্রকৃত-পুণ্য কাকে বলে! অধিকন্তু, আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সঠিক ও সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত পস্থানগুলো তারা দৃষ্টিতে রাখে না বরং চোখ বন্ধ করে অথবা খাতে খরচ করে বেড়ায়। এভাবে অস্থানে-অপাত্রে ব্যয় করে তাদের আন্তরিক উৎসাহ-উদ্দীপনা হারিয়ে যাওয়ায়, যথাস্থানে ও যথাসময়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে তারা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। আর তারা স্বীয় অতীত অপব্যয় ও বাড়াবাড়ির সুরাহা করতে চায় কার্পণ্য প্রদর্শন ও আবশ্যকীয় দায়িত্বে অবহেলার মাধ্যমে। এটি সে সকল লোকের বৈশিষ্ট্য যাদের মাঝে বদান্যতা এবং হিত-সাধনের চেতনা, আন্তরিক নিষ্ঠা থেকে উৎসারিত নয়, বরং তা কেবল তাদের বিশেষ কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা থেকে উদ্গিরিত। যেমন, বার্ধক্যে উপনীত হয়ে এক ব্যক্তির শেষ বয়সে পারলৌকিক আরাম ও সুখ ভোগের এক কৌশল হিসেবে মসজিদ নির্মাণ করানো ও জান্মাতে পূর্বপ্রস্তুত গৃহ হস্তগত করার মোহ জাগে। পক্ষান্তরে, ধর্মের পুরো নৌকাও যদি তাদের চোখের সামনে ডুবে যায়, আর পুরো ধর্ম ধৰ্মসও হয়ে যায়, তবুও তাদের হৃদয় এতটুকুও কম্পিত হয় না।

ধর্ম রইল কী রইলো না, তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। সত্যিকার পুণ্যের ক্ষেত্রে এহেন তাদের আন্তরিকতার নমুনা! তাদের একমাত্র মাথা ব্যথা, একমাত্র চিন্তা, একমাত্র ভালোবাসা ও ব্যবসা-বাণিজ্য হলো ইহজগত-কেন্দ্রিক। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তাদের বৈষয়িক সফলতাও অন্যান্য জাতির ন্যায় অর্জিত হয় নি। জাতির সংশোধনের জন্য যে ব্যক্তিই চেষ্টা করছে, এদের উদাসীন্য দেখে তাকে ক্রন্দনরত ও হা-হৃতাশ করতেই দেখা যায় আর সকল দিকে *الْقَوْمُ عَلَى حَسْرَةٍ* (জাতির জন্য আক্ষেপ) ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। অন্যদের কথা আর কি বলব! নিজের ব্যথার কথাই আমরা বলতে পারি।

শত শত প্রকারের ক্রটি-বিচ্ছুতি ও নৈরাজ্য দেখে আমরা ‘বারাহীনে আহমদীয়া’ গ্রন্থ লিখেছি, যাতে তিনশত সুদৃঢ় ও শক্তিশালী ক্ষুরধার যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা প্রকৃতার্থে সূর্যের চেয়েও সমধিক উজ্জ্বলরূপে দেখানো হয়েছে। এটি যেহেতু বিরোধীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এক সুমহান বিজয় আর মু'মিনদের পরম কাঞ্চিত। তাই বড় আশা ছিল যে, মুসলমান বিক্রিশালীরা বড় মনের পরিচয় দেবেন, আর এমন অখণ্ডনযোগ্য গ্রন্থের গভীর মূল্যায়ন করবেন। অধিকন্তু, এর প্রকাশনায় যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে তা নিরসনে সর্বান্তকরণে তাঁরা মনোযোগী হবেন! কিন্তু কী আর বলব! আর লিখবই বা কী! *وَاللهُ أَكْبَرُ خَيْرٌ وَأَبْقَى* (কেবল আল্লাহ-ই সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী-অনুবাদক)।

সাহায্য করাতো দূরের কথা, বরং কিছু লোক আমাদেরকে গভীর উৎকর্ষ ও অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। বইয়ের প্রথম খণ্ড মুদ্রণের পর আমরা প্রায় ১৫০টি বই বড় বড় প্রভাবশালী, ধনাট্য ও নেতৃত্বানীয় ব্যক্তিবর্গের বরাবরে প্রেরণ করেছি। আশা করা হয়েছিল গ্রন্থ ক্রয়ে তাঁরা সম্মত হবেন আর বইয়ের চাহিদাকৃত ক্রয়মূল্য আগাম পাঠিয়ে দেবেন, যা যৎসামান্য একটি অংক, আর তাদের এহেন সাহায্য-সহযোগিতার সুবাদে ধর্মীয় কাজ সহজেই সমাধা হবে এবং খোদার হাজার হাজার বান্দা এতে উপকৃত হবেন। এ আশায় বুক বেঁধে আমরা প্রায় দেড়শত চিঠি-পত্র লিখেছি, আর বিনীতভাবে সকল বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করেছি। কিন্তু দু-তিনজন উদার মনের মানুষ ব্যতীত সবার পক্ষ থেকে মৌনতাই পরিলক্ষিত হয়েছে, না পত্রের উত্তর এসেছে, আর না বইগুলো ফেরত এসেছে। অপচয় হয়েছে পুরো ডাক খরচটাই। আল্লাহ না

করুন, বইগুলোও যদি ফেরত না আসে, তাহলে মারাত্মক সমস্যা হবে, আর বড় ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। পরিতাপ! সম্মানিত ভাইদের পক্ষ থেকে সাহায্য লাভের পরিবর্তে আমরা কষ্টই পেয়েছি। ইসলামের সেবা-সমর্থন যদি এমনটিই হয়, তাহলে ধর্মের কাজ আর হবে না। আমরা পরম বিনয়ের সাথে বলছি, বই ক্রয়ে অগ্রিম টাকা যদি দিতে না চান, তাহলে অস্তত প্রেরিত বইগুলো ফেরত পাঠিয়ে দিন। এটিকেই আমরা বড় অনুদান ও মহা অনুগ্রহ জ্ঞান করবো। অন্যথায়, আমাদের চরম ক্ষতি হবে, আর খোয়া যাওয়া বইগুলো পুনরায় ছাপাতে হবে। এগুলো কোন পত্রিকার সংখ্যা নয়, যা হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলেও কিছু আসে যায় না, বরং বইয়ের প্রত্যেকটি কপি এত গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিকীয় যে, নষ্ট হলে পুরো সেট অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সম্মানিত ভাইগণ! আল্লাহর দোহাই, অবহেলা ও উদাসীন্য প্রদর্শন করবেন না, আর ধর্মের ক্ষেত্রে জাগতিক-ভক্ষেপহীনতা প্রদর্শন করবেন না। আমাদের এই সমস্যার কথা একটু ভাবুন, আমাদের কাছে যদি বইয়ের খণ্ডগুলোই না থাকে, তাহলে আমরা ক্রেতাদেরকে বইয়ের পুরো সেট কি করে দেবো, আর তাদের কাছ থেকে অগ্রিম অর্থ কোন অধিকারে আদায় করবো, অথচ ওই অর্থ সংগ্রহের ওপর বই ছাপা নির্ভর করছে? এর ফলে কাজে বিপত্তি দেখা দেবে, আর ধর্মীয়-বিষয়ে অনর্থক-জটিলতা সৃষ্টি হবে, যা গণস্বার্থ সংশ্লিষ্ট।

امیدوار بود آدمی بخیر کسان

মানুষ অন্যের কাছে মঙ্গলের আশা রাখে।

مرا بخیر تو امید نیست بد مر سار

তোমার কাছে আমার মঙ্গলের কোন আশা নেই, কিন্তু নিদেনপক্ষে আমার ক্ষতি করা থেকেতো বিরত থাক।

কতক এমন নির্বোধ, মনোযোগের অভাবে যাদের ধর্মীয়-দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয়, তাদের কথায় আমরা আরও একটি বড় মর্মপীড়ার সম্মুখীন। আর তাহলো, বারাহীনে আহমদীয়া পুষ্টক প্রণয়নের কাজে নয় হাজার রূপি খরচ হবে— এই বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে তারা আন্তরিক সহানুভূতির সাথে কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা না করে, বইয়ের বিক্রয় মূল্য স্বল্প আর প্রকাশনা ব্যয় বেশি হওয়ার কারণে যে টানাপোড়েনের আমরা সম্মুখীন, সেই ঘাট্টি উত্তরণে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ধর্মের খাতিরে উদারতার পরিচয় দেয়ার পরিবর্তে কপটতাপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে আমাদের কাজে বাঁধ সেধেছে। মানুষকে তারা

এই বক্তৃতা শোনায় যে, পূর্বের বই-পুস্তকে এ বিষয়াদি কী নেহায়েত কম, যে এখন এর প্রয়োজন দেখা দিল? যদিও এসকল মানুষের আপত্তির প্রতি আমরা ভ্ৰম্মেপ কৰি না, আৱ ভাবিও না, কিন্তু আমরা জানি জগতপূজারিদেৱ সকল কথায় বিশেষ কোন স্বার্থ থাকে। সদা তাৱা শৰীয়ত-নিৰ্ধাৰিত অবশ্য-কৰণীয় দায়িত্বকে এড়িয়ে চলে, পাছে ধৰ্মীয় কোন কাজেৱ আবশ্যকতা স্বীকাৰ কৰে তাদেৱ না আবাৱ অৰ্থ ব্যয় কৰতে হয়। কিন্তু তাৱা যেহেতু আমাদেৱ এই সুদূৰপ্ৰসাৱী প্ৰচেষ্টাকে খৰ্ব কৰে মানুষকে এৱ মহান কল্যাণৱাজি থেকে বঞ্চিত কৰতে চায় আৱ নিজেদেৱ স্বভাৱসিদ্ধ বদভ্যাসে বশীভূত হয়ে হৃল ফোঁটায়, তাই পাছে কেউ তাদেৱ এহেন হীন কথাবাৰ্তায় প্ৰতাৱিত না হয় এ আশংকায় পুনৱায় বাধ্য হয়ে স্পষ্টভাৱে জানানো যাচ্ছে যে, বারাহীনে আহমদীয়া গ্ৰন্থ একান্ত প্রয়োজন ছাড়া লেখা হয় নি। যে লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে আমরা এ গ্ৰন্থ লিখেছি, তা যদি কোন পূৰ্ববৰ্তী গ্ৰন্থ দ্বাৱা অৰ্জিত হওয়া সম্ভব হতো তাহলে আমরা সে গ্ৰন্থকে যথেষ্ট মনে কৱতাম আৱ সৰ্বান্তকৰণে তাৱ প্ৰচাৱ ও প্ৰসাৱে ব্ৰতী হতাম। বছৱেৱ পৱ বছৱ প্ৰাণান্তকৱ পৱিত্ৰম কৰে নিজেৱ জীবনেৱ মূল্যবান একটি অংশ অপচয় কৰে অবশেষে সে কাজ কৱাৱ কোন প্রয়োজন ছিল না যা চৰিত চৰ্বণেৱ নামান্তৱ। কিন্তু আমরা যতটা দেখেছি, আমাদেৱ চোখে পূৰ্ব প্ৰকাশিত এমন কোন পুস্তক পড়ে নি, যাতে সেই সকল দলিল-প্ৰমাণেৱ সমাহাৱ রয়েছে, যা আমরা এ গ্ৰন্থে একত্ৰিত কৱেছি, আৱ যা প্ৰকাশ কৱা এ যুগে ইসলাম ধৰ্মেৱ সত্যতা প্ৰমাণেৱ জন্য একান্ত আবশ্যক। এই একান্ত আবশ্যকতাৱ নিৱিখে বাধ্য হয়েই আমরা এটি রচনা কৱেছি। আমাদেৱ কথায় যদি কাৱো সন্দেহ থাকে, তাহলে এমন গ্ৰন্থ কোন স্থান থেকে এনে দেখাক, যেন আমৱাও তা অবগত হতে পাৱি। নতুবা অনৰ্থক অপলাপ কৱা আৱ অন্যায়ভাৱে খোদাৱ বান্দাদেৱ কল্যাণৱাজিৱ এক উৎস হতে বঞ্চিত রাখা বড় গৰ্হিত কাজ।

তবে এ কথাও স্মৱণ রাখা উচিত যে, এই উক্তিৱ পেছনে কোন ধৰনেৱ আত্মপ্ৰসাদ বা আত্মপ্ৰশংসা কুড়ানো আমাদেৱ উদ্দেশ্য নয়। পূৰ্ববৰ্তী মহান বিদ্যানৱা কৱেন নি, এমন কোন গবেষণা যদি আমৱা কৱে থাকি বা পূৰ্ববৰ্তীৱ উপস্থাপন কৱেন নি, এমন সকল প্ৰমাণাদি যদি আমৱা লিপিবদ্ধ কৱে থাকি, তাহলে (স্মৱণ রাখতে হবে যে) এটি এমন একটি বিষয়, যা যুগেৱ চাহিদা। এতে না আমাদেৱ ব্যক্তিগত তুচ্ছ-মৰ্যাদা বৃদ্ধি পায়, না তাঁদেৱ মহান-মৰ্যাদার

কোন হানি ঘটে। তাঁরা এমন যুগ পেয়েছেন যখন বিশ্ঞুল-চিন্তাধারার বিঙ্গার অপেক্ষাকৃত কম ঘটেছিল। ওদাসীন্যের ঘোরে সর্বত্র পিতা-পিতামহের অন্ধ-অনুকরণের প্রচলন ছিল মাত্র। অতএব, সেসব পুণ্যবান স্বীয় রচনাবলীতে সে পছাই অবলম্বন করেছেন, যা তাঁদের যুগের সংশোধনের জন্য যথেষ্ট ছিল। পক্ষান্তরে, আমরা এমন যুগ পেয়েছি, যখন নৈরাজ্যকর চিন্তাধারার প্রাবল্যের কারণে সংশোধনের সেই পুরনো-প্রচলিত রীতিনীতি হয়ে পড়ে অপ্রতুল ও অকেজো, যে কারণে জোরালো গবেষণা-কর্মের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, যা সমসাময়িক যুগের প্রবল নৈরাজ্য পুরুষপে নিরসনে সক্ষম।

যুগভেদে নিত্য-নতুন সাহিত্যের প্রয়োজন কেন দেখা দেয়? স্মরণ রাখা উচিত, এর উত্তর তা-ই যা আমরা উপরে দিয়ে এসেছি। অর্থাৎ কোন যুগে রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকে ব্যাপক আর কোন যুগে কম, এক সময় তা একভাবে আর অন্য সময় ভিন্নভাবে বিঙ্গার লাভ করে। যে গ্রন্থের লেখক, সেই সকল ধ্যান-ধারণার অবসান চায়— তাকে দক্ষ চিকিৎসকের ন্যায় রোগের প্রকৃতি, ধরণ, পরিমাণ ও প্রকার ইত্যাদির নিরিখে নিজ প্রচেষ্টাকে যতটা ও যে পরিমান সম্ভব কার্যে রূপায়িত করা উচিত। যে মাত্রার ও যে ধরনের ব্যাধি দেখা দেয়, সংশোধনের ব্যবস্থাদিও অনুরূপ নেয়া উচিত যেন এর সুবাদে রোগের সর্বোত্তম ও সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা সম্ভব হয়। কেননা, কোন রচনায় যদি সম্মৌধিত লোকদের অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা নেয়া না হয়, তাহলে সেই রচনা অত্যন্ত অকেজো, অনুপকারী ও অকল্যাণকর হয়ে থাকে। এমন রচনার ভাষায়, অস্বীকারকারীর স্বভাব-প্রকৃতির সাকুল্য চিত্র উদঘাটন করে তার মনের সকল সংশয় ও সন্দেহ নিরসনের মত বৈশিষ্ট্য আদৌ থাকে না। সুতরাং আমাদের বিরক্তে আপন্তিকারীরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে তাঁদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এখন যত প্রকার ও যত ধরনের নৈরাজ্য স্বীয় আঁচল প্রসারিত করে রেখেছে এ সবের রূপ ও প্রকৃতি পূর্ববর্তী নৈরাজ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর স্বল্পকাল পূর্বে যে যুগ অতিবাহিত হয়েছে তা ছিল অঙ্গতামূলক অন্ধ অনুকরণের যুগ। এখন আমরা যে যুগ দেখছি তা যুক্তি-বুদ্ধির অপ্রয়োগের যুগ। ইতঃপূর্বে অধিকাংশ মানুষকে পথহারা করে রেখেছিল অযৌক্তিক অন্ধ অনুকরণ। এখন চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তির অপ্রয়োগ ও অপব্যবহার অনেককে লাঞ্ছনার মুখে ঠেলে দিয়েছে। এ কারণেই সুগভীর ও অকাট্য যেসকল যুক্তিপ্রমাণ আমাদের লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে পূর্বের পুণ্যবান

ও ধর্মপ্রাণ আলেমগণ এর মুখোমুখী হন নি, কেবল অঙ্গতামূলক অঙ্গ অনুকরণের প্রাধান্যকে দৃষ্টিতে রেখে তারা বই লিখেছিলেন। আমাদের যুগের নব্য আলো (ধৰ্স এমন আলোর জন্য) নব্য শিক্ষিতদের আধ্যাত্মিক শক্তিকে অকেজো করে দিয়েছে। খোদার মহিমা কীর্তনের পরিবর্তে তাদের হৃদয়ে আত্মগরিমা শিকড় গেড়ে বসেছে। আল্লাহর হেদায়াত বা পথনির্দেশনাকে অবজ্ঞা করে নিজেরা হেদায়াতদাতা সেজে বসেছে। যদিও আজকাল নব্য-শিক্ষিতদের স্বাভাবিক আকর্ষণ কোন কিছুর যৌক্তিক ব্যাখ্যার প্রতি প্রবল, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো বুদ্ধি ও জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার কারণে এ প্রবণতাই পথ প্রদর্শক না হয়ে সর্বস্বান্তকারী বা লুটেরা প্রমাণিত হচ্ছে। চিন্তাধারার বক্তৃতা মানুষের ধ্যানধারণার প্রবাহে বড় বড় ভুলভাস্তির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। বহুবিধ মতামত ও হরেক রকম চিন্তাভাবনার প্রসারের কারণে স্বল্পবুদ্ধির মানুষের সামনে বড় বড় সমস্যা মাথাচাড়া দিয়েছে। কৃটক-ভিত্তিক বক্তৃতা বা কথাবার্তা নব্য শিক্ষিতদের স্বভাব ও অভ্যাসে বিভিন্ন প্রকার কুটিলতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। যে সকল বিষয় ছিল একান্ত যুক্তিপূর্ণ তা তাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছে। আর যে সকল কথা চরম অযৌক্তিক সেসবকে তারা অতি উন্নতমানের সত্য জ্ঞান করছে। যে সকল কাজ মানুষের উন্নতির অন্তরায় সেসবকে তারা সভ্যতা জ্ঞান করে বসে আছে আর সত্যিকার সভ্যতাকে তারা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। অতএব এমন সময়ে যারা নিজ গৃহেই গবেষক সেজে বসে আছে আর আত্মপ্রশংসায় নিমগ্ন, তাদের চিকিৎসার জন্য আমরা কুরআনের সত্যতার সমর্থনে বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থ লিখেছি যা তিনশত অকাট্য যৌক্তিক প্রমাণ-সম্বলিত। কিন্তু এর প্রতি তারা চরম অহংকারের সাথে অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে! বুদ্ধি বা যুক্তির অপব্যবহারে যে বুদ্ধিহারা হয়েছে, যুক্তির মাধ্যমেই সে স্বস্তি পেতে পারে- এটি একটি দেদীপ্যমান সত্য কথা। উদ্ভট যুক্তির কারণে যে ব্যক্তি পথ হারিয়েছে সঠিক যুক্তির মাধ্যমেই সে সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে।

যেই গ্রন্থের মাধ্যমে কুরআনের সত্যতার তিনশত যৌক্তিক প্রমাণ প্রচার করা হবে আর সকল বিরোধীর সন্দেহের নিরসন করা হবে, তা খোদার বান্দাদের যে কত বড় কল্যাণ সাধন করবে, এর প্রচারে ইসলামের যে কত অসাধারণ উন্নতি হবে আর এর মাহাত্ম্য ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে তা এখন প্রত্যেক মু'মিনের জন্য প্রণিধানযোগ্য বিষয়। বর্তমান যুগের অবস্থার প্রতি যারা

ভ্রক্ষেপ করে না আর বিরাজমান নৈরাজ্যের প্রতি যারা দৃকপাত করে না এবং এর পরিণতি সম্পর্কে ভাবে না বা যাদের ধর্মীয় বিষয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই এবং খোদা ও রসূলের প্রতি যাদের কোন ভালোবাসা নেই, কেবল তারাই পারে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানে ঔদাসীন্য দেখাতে।

হে প্রিয়গণ! এই গোলযোগপূর্ণ যুগে, ভষ্টতার প্রবল তুফানের মুখে ধর্মের সত্যতার উজ্জ্বল্য প্রদর্শন এবং চতুর্দিক থেকে যে বহিঃশক্তির আক্রমণ হচ্ছে সুদৃঢ় গ্রিশী শক্তি-বলে সেগুলোকে প্রতিহত করেই কেবল ধর্ম স্বীয় কাঠামোর ওপর দণ্ডয়মান থাকতে পারে। ধর্মের সত্যতার প্রমাণ যদি অজস্র ধারায় পৃথিবীর সামনে ঝলমল করে আর এর সত্যতার ক্রিয় চর্তুর্দিক হতে বিচ্ছুরিত হতে দেখা যায়, কেবল তবেই যুগের চেহারায় যে গভীর অমানিশা বিরাজ করছে তা দূরীভূত হতে পারে। এই বিশ্বখন যুগে সেই ধর্মগ্রন্থই আধ্যাত্মিক ঐক্য উপহার দিতে পারে যা গভীর গবেষণার মাধ্যমে পরম সত্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য উন্মোচনে সক্ষম। অধিকন্তু সত্যের সেই স্থায়ী নিবাস পর্যন্ত যা পৌঁছিয়ে দেয়, কেননা, এটি জানার মাঝেই নির্ভর করে হৃদয়ের পরিত্পত্তি-প্রশান্তি।

হে জ্যেষ্ঠগণ! এটি সেই যুগ, যখন কোন ব্যক্তি উন্নত যৌক্তিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করা ছাড়া নিজ ধর্মের সুরক্ষা চাইলে তা হবে অসম্ভব ও অর্থহীন এক ধারণা। তোমরা নিজেরাই দেখছ কীভাবে মানব প্রকৃতি বিদ্রোহ-প্রবণ হয়ে উঠছে আর কীভাবে যুক্তি-বিজ্ঞানের প্রসার তাদের চিন্তা-চেতনার ওপর নানাপ্রকার নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলছে!

অধুনাকালের শিক্ষিত লোকদের হৃদয়ে অঙ্গুত ধরনের স্বাধীন এক উন্নাসিক মনোভাব ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। সরলতা, বিনয় ও হৃদয়ের পবিত্রতার মাঝে যে কল্যাণ নিহিত, সেসকল অহংকারী শিক্ষিতদের হৃদয় থেকে তা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়েছে। যে সকল ধ্যান-ধারণা তারা রঞ্জ ও অবলম্বন করে এর বেশীর ভাগ এমন যার ফলে তাদের হৃদয়ে ধর্মহীনতার কুমন্ত্রণা সৃষ্টিকারী প্রভাব পড়ে। সঠিক গবেষণার কোন মার্গে উপনীত হওয়ার পূর্বেই তাদের বেশীরভাগ বহুমুখী অহংকারের বশে দার্শনিক প্রকৃতির মানুষ সেজে বসে। এসো, মিথ্যার প্রতি আকৃষ্ণ হবার পূর্বেই নিজের সন্তান-সন্ততি, স্বজাতি ও স্বদেশবাসীদের প্রতি করুণা কর। তাদের সত্য ও সততার প্রতি

ফিরিয়ে আন যেন তোমাদের ও তোমাদের বংশের মঙ্গল হয় আর সবাই যেন বুকতে পারে যে, ইসলাম ধর্মের সামনে অন্য সব ধর্ম অর্থহীন অসাড়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে চেষ্টা-সাধনার ফলেই লক্ষ্য অর্জিত হয় আর এটিই পৃথিবীতে খোদার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। যে ব্যক্তি উদাসীনতার ঘোরে হাত-পা গুটিয়ে অলস বসে থাকে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সে বঞ্চিত ও হতভাগাই থেকে যায়।

সুতরাং আপনারাও যদি নিরক্ষুশ ও বাস্তব সত্য, ইসলাম ধর্মের সত্যতার প্রসার ও প্রচারের জন্য চেষ্টা করেন, তাহলে খোদা সে প্রচেষ্টাকে বৃথা যেতে দেবেন না। ইসলামের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ খোদা আমাদের শত শত সুনিশ্চিত প্রমাণাদি প্রদান করেছেন কিন্তু আমাদের বিরোধীদের ভাগে এর একটিও জোটে নি। খোদা আমাদের খাঁটি সত্য দিয়েছেন আর আমাদের বিরোধীরা মিথ্যার ওপরই ভাসছে। এক খোদার মাহাত্ম্য ও প্রতাপ প্রকাশের জন্য ধার্মিকদের হৃদয়ে এমন এক সত্যিকার ও আকুল উদ্দীপনা বিরাজ করে যার দূরতম কোন ধারণাও আমাদের বিরোধীদের নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও অহোরাত্রির প্রচেষ্টা এমন এক কার্যকর বিষয় যে মিথ্যাপূজারীরাও তা থেকে কিছুটা হলেও উপকৃত হয় আর চোরের মত কোন না কোন স্থানে তাদের সিঁধ কাটা সফলতা বয়ে আনে অর্থাৎ তারাও এ হতে লাভবান হয়। খ্রিস্টানদের ধর্মকে দেখ! বাহ্যিক দৃষ্টিতেও যাদের নীতি অর্থহীন, পাদ্রীদের অব্যাহত প্রচেষ্টার কারণে তা কত উন্নতি করছে আর কীভাবে তাদের পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছর অহংকার-সূচক সংবাদ ছাপছে যে, এবছর চার হাজার মানুষ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে আর এবছর ৮ সহস্র মানুষ খোদাবন্দ মসীহৰ কৃপাধন্য হয়েছে! সম্প্রতি পাদ্রী হিকর সাহেবে কলকাতায় খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত খ্রিস্টানদের যে চিত্র তুলে ধরেছেন এর মাধ্যমে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক একটি সংবাদের অবতারণা হয়।

পাদ্রী সাহেব বলেন, পঞ্চাশ বছর পূর্বে সমগ্র ভারতে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল মাত্র সাতাশ হাজার। পঞ্চাশ বছরে যে কাজ হয়েছে তাহলো, খ্রিস্টানদের সংখ্যা এখন সাতাশ হাজার থেকে পাঁচ লাখে উপনীত হয়েছে। **إِنَّ اللَّهَ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** সম্মানিত ভাইয়েরা! ভুষ্টতা ও বিভ্রান্তি প্রসারের এর চেয়ে ভয়াবহ যুগ আর কোনটি হবে, যার পথ-পানে চেয়ে আপনারা বসে আছেন? কোথায় এ যুগ! আর কোথায় এমন সময়ও ছিল যখন ইসলাম

কুরআনের আয়াত **يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا** (দলে দলে আল্লাহ'র ধর্মে প্রবেশ করতে দেখবে, সূরা আন নাসর, আয়াত : ৩ -অনুবাদক) -এর জীবন্ত প্রমাণ ছিল? এই সমস্যাসংকুল অবস্থার কথা শুনে এখনও কি আপনাদের মন জ্বলে না? এই ভয়াবহ মহামারী দেখে কি আপনাদের হৃদয় উদ্বেগিত হয় না? হে বিবেকবান ও বিচক্ষণগণ! একথা বুঝা কঠিন কিছু নয় যে, যেই নৈরাজ্য ধর্মীয় বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে ছড়িয়েছে, ধর্মীয় জ্ঞানের প্রসারের ওপরই এর সুরাহা নির্ভর করে। এই লক্ষ্য পুরোপুরী বাস্তবায়নের জন্যই আমি ‘বারাহীনে আহমদীয়া’ পুস্তক রচনা করেছি আর এতে এমন ঘটা করে ইসলামের সত্যতার সপক্ষে যৌক্তিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে যার কল্যাণে নিত্যদিনের বিতঙ্গার অবসান ঘটবে, (ইসলামের) সুমহান বিজয়ের মাধ্যমে। এ গ্রন্থটি ছাপার জন্য আমরা যে সাহায্যের আহ্বান জানিয়েছি তা সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতির প্রেরণায় উদ্বৃদ্ধ হয়ে করেছি। কেননা যে গ্রন্থ ছাপতে সহস্র সহস্র রূপি ব্যয় হবে আর মুসলমানদের গণকল্যাণের উদ্দেশ্যে যার বিক্রয়মূল্য ২৫ রূপি থেকে কমিয়ে ১০ রূপি, অর্থাৎ অর্ধেকের চেয়েও কম নির্ধারণ করা হয়েছে, তা উদার মুসলমানদের অনুদান ছাড়া ছাপানো কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে?

কিছু মানুষের কাণ্ডজ্ঞান দেখে আক্ষেপ হয়, যারা আর্থিক সাহায্যের অনুরোধ করলে বলে, আমরা কেবল ছাপানোর পরই বই ক্রয় করবো-পূর্বে নয়। তাদের স্মরণ রাখা উচিত, এটি কোন বাণিজ্যিক বিষয় নয়। ধর্মের সমর্থন ও সহায়তা ছাড়া অন্যের সম্পদে লেখকের কোন আগ্রহ নেই। বই প্রকাশে যখন সমস্যা দেখা দেয় তখনই সাহায্যের সময়, নতুবা প্রকাশিত হওয়ার পর সহায়তা, আরোগ্য লাভের পর রোগীকে ঔষধ খাওয়ানোর নামান্তর। সুতরাং এমন অর্থহীন সাহায্য করে কোন পুণ্যের আশা করা যেতে পারে? খোদা মানুষের হৃদয় থেকে ধর্মীয় ভালোবাসা এমনভাবে তিরোহিত করেছেন যে, নিজেদের নাম-সম্মানের জন্য এরা চোখ বন্ধ করে সহস্র সহস্র রূপি উড়িয়ে দেয় কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর এই জীবনের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ ধর্মীয় কাজে ব্যয়ের কথা আসলে এরা দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনায় পড়ে যায়। খোদা ও পরকালে ঈমান রাখার দাবি মুখে করলেও সত্যিকার অর্থে তারা খোদা ও পরকাল- কোনটিতে বিশ্বাস রাখে না। তিলেক মাত্র যদি নিজেদের আর্থিক কুরবানীর মাত্রা ও মান বিশ্লেষণ করে দেখে যে, আল্লাহ'র প্রদত্ত নিয়ামতরাজির কতটা এক বছরে নিজেদের

অবাধ্য প্রবৃত্তির স্থুলতার পিছনে উড়িয়ে দেয় আর কতটা শুধু খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে আল্লাহর সৃষ্টির মঙ্গল ও কল্যাণে ব্যয় করছে। তাহলে নিজেদের অসাধু জীবনাচরণের জন্য নিজেরাই অশ্রু বিসর্জন দেবে। কিন্তু এ কথাগুলো নিয়ে ভাবার কেউ কী আছে? আর হৃদয়ে যে পর্দা রয়েছে তাই বা কীভাবে দূর হতে পারে? (অর্থাৎ, আর আল্লাহ্ যাকে পথভৃষ্ট সাব্যস্ত করেন তার জন্য কোন হেদায়াত দাতা নেই। সূরা রাদ, আয়াত : ৩৪ -অনুবাদক)। এদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব ও জাগতিকতার মোহ লক্ষ্য করে আমাদের কিছু সম্মানিত বন্ধু, পরম ধর্মানুরাগ সত্ত্বেও মানবিক দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে এ আপত্তি করে বসেছে যে, যেখানে মানুষের অবস্থা এমন, সেখানে এত বড় পুস্তক রচনা করা একটি অযথা কাজ, যার মুদ্রণে সহস্র সহস্র রূপি ব্যয় হতে পারে। অতএব তাদের সমীপে নিবেদন হলো, যদি আমরা সে সকল শত শত সূক্ষ্ম ও গৃঢ়তত্ত্ব লিপিবদ্ধ না করতাম যা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির মূল কারণ, তাহলে এ গ্রন্থ রচনা করাই অর্থহীন হয়ে যেতো। বাকী থাকল এই চিন্তা যে, এত রূপি কোথেকে-কীভাবে আসবে? এর উত্তরস্বরূপ বলছি যে, বন্ধুগণ! আমাদেরকে ভয় দেখাবেন না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, সম্পদে পরিপূর্ণ নিজেদের সিন্দুকে কৃপণদের যতটা না ভরসা থাকে- যার চাবি সবসময় তাদেরই পকেটে থাকে, এর চেয়েও অধিক ভরসা রয়েছে আমাদের নিরক্ষুশ ক্ষমতাধর ও সর্বশক্তিমান খোদা -বদান্যশীল প্রভুর সন্তায়। অতএব সেই সর্বশক্তিমান খোদা আপন ধর্ম, স্বীয় একত্বাদ এবং নিজ বান্দার সমর্থনে নিজেই কাজ করবেন **أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** (অর্থাৎ তুমি কি জান না, নিশ্চয় আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান? সূরা বাকারা, আয়াত : ১০৭ -অনুবাদক)

پناہم آں تو نامیست ہر آں  
সর্বক্ষণ সেই সর্বশক্তিমান খোদাই হলেন আমার আশ্রয়স্থল।

ز بجل نا تو نام متر سار  
আমাকে দুর্বল মানুষের কার্পণ্যের ভয় দেখাবে না।

ছাপাখানা: সফীরে হিন্দ  
অমৃতসর

### মুখ্যবন্ধ:

**কতিপয় বিষয় প্রকাশ করা আবশ্যিক যা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।**

প্রধানত প্রত্যেক সে ব্যক্তি যে বিশ্বাস ও ধর্মীয় বিষয়ে আমাদের বিরোধী, গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও বিনয়ের সাথে তার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হচ্ছে যে, কারো মনে আঘাত দেয়া বা অনর্থক কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদে লিঙ্গ হওয়া আদৌ আমাদের এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়। বরং আমার আন্তরিক উদ্দেশ্য ও পরম বাসনা হলো, সত্য ও সততার বহিঃপ্রকাশ। এ গ্রন্থে আমাদের কোন বিরোধীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত উল্লেখ করা আদৌ অভিপ্রেত ছিল না, বরং নিজের কাজ ও উদ্দেশ্য সাধনই ছিল আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু কোন উপায় ছিল না, কেননা, নিখুঁত গবেষণা আর সকল সত্য-নীতি ও উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি যথাযথভাবে বর্ণনা করা সেসব ধর্মের নীতি নির্ধারকদের ভাস্তিতে নিপত্তি থাকার প্রমাণাদি তুলে ধরার ওপর নির্ভর করে, যারা সত্য-নীতির পরিপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী রাখে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের উল্লেখ এবং তাদের সন্দেহের নিরসন আবশ্যিক। এটি স্পষ্ট কথা যে, দ্বিতীয় পক্ষের আপত্তির যথাযথভাবে খণ্ডন করা ছাড়া কোন প্রমাণ সঠিক গণ্য হতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশ্ব স্বষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করতে গিয়ে নাস্তিক বা বিশ্বস্বষ্টার অস্তিত্বকে যারা অস্বীকার করে, তাদের রূপ চিন্তাধারা ও সন্দেহ দূরীভূত করা হলেই কেবল এই বিতর্কের যথাযথ সুরাহা হবে। আর আল্লাহ তা'লা যে আত্মা ও দেহের স্বষ্টা, এর অনুকূলে যদি প্রমাণাদি উপস্থাপন করি তাহলে ন্যায়পরায়ণতার আবশ্যিকীয় দাবি হবে আর্যসমাজীদের\*<sup>১</sup> খোদা তা'লা

### টিকাঃ ১

এটি হিন্দুদের মাঝে মাথা চাড়া দেয়া একটি নব্য ফিরকা বা দল যারা নিজেদের ধর্মীয় দলের নাম করণ করে ‘আরিয়া সমাজ’ বা আর্য সমাজ। আজকাল এর তত্ত্বাবধায়ক বরং বলতে হবে এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন, দিয়ানন্দ নামের এক পন্ডিত। এই ফিরকা বা দলকে যে আমরা ‘নব্য’ আখ্যায়িত করছি এর কারণ হলো, যে সকল নীতির এরা অনুসরণ করে আর বেদ-সংক্রান্ত তাদের ধ্যান-ধারণা ও তাদের কৃত বেদের ব্যাখ্যা, আদি কোন হিন্দু ফিরকায় সার্বিকভাবেই দেখা যায় না। অধিকন্তু সম্মিলিতরূপে বেদের কোন তফসীরে এবং হিন্দুদের কোন শাস্ত্রে এর কোন হন্দিসই পাওয়া যায় না। বরং সেসব পাঁচ-মিশালী চিন্তাধারার সমাহারের কিছু হলো, পন্ডিত দিয়ানন্দ সাহেবের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার ফসল

সম্পর্কে সন্দেহ ও ভুলধারণার নিরসন করা, যারা খোদা তাঁলা যে স্রষ্টা  
সেকথা অস্বীকার করে ।

অধিকন্তে ইলহামের আবশ্যকতা-সংক্রান্ত প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে  
আমাদের জন্য আবশ্যক হবে সেসকল সন্দেহের নিরসন করা যা ব্রাহ্ম  
সমাজীদের হন্দয়ে বদ্ধমূল হয়ে আছে । এছাড়া বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে  
একথাও প্রমাণিত যে, এযুগের ইসলাম বিরোধীদের মাঝে যে, অভ্যাস দানা  
বাঁধছে তাহলো, তারা যতক্ষণ না এটি দেখবে যে তাদের গৃহীত নীতি মিথ্যা ও  
সত্য পরিপন্থি আর যতক্ষণ স্বীয় ধর্মের ক্রটি সম্পর্কে তারা অবহিত না হবে  
ততক্ষণ তারা সততা প্রদর্শন ও ইসলাম ধর্মের সত্যতা গ্রহণের প্রতি অঙ্কেপও  
করবে না । ঐশী ধর্মের সত্যতার সূর্য তাদের কাছে যতই দেদীপ্যমান প্রতিভাত  
হোক না কেন, তারা এই সূর্যের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করবে । অতএব  
যেখানে বাস্তবে এ হলো পরিস্থিতি, সেখানে অন্য ধর্মের উল্লেখ কেবল বৈধেই  
নয় বরং সততা, বিশ্বস্ততা ও সত্যিকার সহমর্মিতার আবশ্যকীয় দাবি হলো তা  
উল্লেখ করা ।

এ পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সন্দেহের নিরসন ও তাদের বিশ্বাসের অসারতা তুলে  
ধরতে কোন ক্রটি না করা এবং কোন প্রকার গোপনীয়তার আশ্রয় না নেয়া  
আমাদের জন্য জরুরী ভিত্তিতে আবশ্যক । বিশেষ করে যেখানে আমাদের

### চলমান টিকা: ১

অপর কিছু হলো এমন উদ্ভট তছরূপ যে, কিছু নেয়া হয়েছে এক স্থান হতে আর অন্য  
কিছু সংগৃহীত হয়েছে ভিন্ন স্থান হতে । এক কথায় এ ধরনের ভেঙ্গিবাজিই হলো এ  
ফিরকার বৈশিষ্ট্য । এ ফিরকার প্রথম নীতি বা বিশ্বাস হলো, পরমেশ্বর আত্মা ও বস্ত্র  
স্রষ্টা নন বরং এ সব কিছু পরম স্তুপেরই ন্যায় অনাদি ও অনন্ত, আর নিজেরাই নিজ  
অঙ্গিত্বের পরমেশ্বর বা স্রষ্টা । পরমেশ্বর তাদের দৃষ্টিতে এমন এক সত্তা যিনি ভাগ্যচক্রে  
বা নিজের বীরত্বের কারণে ক্ষমতা লাভ করেছেন এবং নিজের মত বিভিন্ন বস্ত্র নিচয়ের  
ওপর রাজত্ব করেন । তিনি তাদের ওপরই নির্ভর করেন বা তাদের সমর্থনে তাঁর স্তুপেরত্ব  
চলছে । যদি সে সব বস্ত্র-নিচয় না হতো তাহলে কোন গত্যন্তর ছিল না! তাদের বিশ্বাস  
হলো-আত্মা ও বস্ত্রের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ নিজ অঙ্গিত্বের জন্য আদৌ পরমেশ্বরের ওপর  
নির্ভরশীল নয় । এমন পরমেশ্বর মারা গেছেন বলেও যদি ধরে নেয়া হয়, তবুও তাদের  
কিছু যায় আসে না । আমরা এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন বিশ্বাস হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা  
করি । -লেখক

জানা মতে তারা সঠিক পথ হতে বিচ্যুত আর আমরা মনেপ্রাণে তাদের ভ্রান্তিতে নিপত্তি বলে জানি, তাদের রীতিনীতিকে সত্য পরিপন্থি জ্ঞান করি এবং তাদের এ সকল বিশ্বাসের সাথে এই ক্ষণভঙ্গুর পৃথিবী ত্যাগ করাকে মহা শাস্তির কারণ বলে দৃঢ়-বিশ্বাস রাখি, সেখানে আমরা জেনে-শুনে যদি তাদের সংশোধনের বিষয়ে চোখ বন্ধ করে রাখি, তাদের ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থাকা এবং অন্যদের ভ্রষ্টতার মুখে ঠেলে দেয়ার কাজ জ্ঞাতসারে চলতে দেই, তাহলে আমাদের ঈমান ও ধর্ম কোন্ কাজের আর আমরা আমাদের খোদাকেই বা কী উত্তর দেবো? যদিও একথাও মনে হয় যে, কতক বস্ত্রপূজারী যারা খোদা এবং তাঁর ধর্মের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ভ্রক্ষেপহীন, স্বীয় ধর্মের ক্রটি-বিচ্যুতি ও ইসলামের অনুপম গুণবলীর বিবরণ শুনে মর্মাহত হবে, মুখ বিকৃত করবে, আর কিছু বলতে গিয়ে অন্য কিছু বলে বসবে। কিন্তু আমরা আশা করি, এমন অনেক নিষ্ঠাবান সন্ধানীরও দেখা মিলবে যারা এ গ্রন্থ পাঠে সত্য ও সরল পথ লাভ করে কৃতজ্ঞতামূলক সিজদা করবে। খোদা আমাদের যা বুঝিয়েছেন তাদেরও বুঝাবেন, আমাদের সামনে যা প্রকাশ করেছেন তাদের সামনেও তা প্রকাশ করবেন। সত্যিকার অর্থে এ গ্রন্থ তাদের জন্যই লেখা হয়েছে। তাদের জন্যই এই বোৰা আমরা শিরোধার্য করেছি। তারাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের সম্মোধিত। তাদের হিতেষণা ও সহমর্মিতা আমাদের হৃদয়ে এত ব্যাপক যে, তা বর্ণনা করার ভাষা আমাদের নেই বা কলমও তা লিপিবদ্ধ করার শক্তি রাখে না।

بدل در دے که دارم از برائے طالبان حق

সত্যান্বেষীদের জন্য হৃদয়ে যে ব্যথা আমি লালন করি,

نہی گردد بیاں آں در دا ز تقریر کوتا ہم

সে ব্যথা আমার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় তুলে ধরা সম্ভব নয়।

دل و جانم چنان مستغرق اندر فکر او شان سست

আমার অন্তরাত্মা তাদের চিন্তায় এতটা উদ্বেগিত যে,

کہ نے از دل خبر دارم نہ از جان خود آگاہ ہم

আমি স্বীয় হৃদয় সম্পর্কে ভ্রক্ষেপহীন আর নিজের জীবন সম্পর্কে উদাসীন।

بدیں شادم کہ غم از بہر مخلوق خدادارم

একারণে আমি আনন্দিত যে, আমি খোদার সৃষ্টির বেদনায় ব্যথিত

ازیں در لذ تم کر ز در دے خیز دا زل آہم

আমার হন্দয় থেকে বেদনার যে বহিংপ্রকাশ ঘটে তাতে আমি আনন্দ পাই ।  
مرا مقصود و مطلوب و تمنا خدمت خلق است

আমার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বাসনা হলো সৃষ্টির সেবা  
ہمیں کارم ہمیں بارم ہمیں رسم ہمیں راهم

এটিই আমার কাজ, এটিই আমার বিশ্বাস, এটিই আমার অভ্যাস আর এটিই  
আমার পথ ।

نہ من از خود نہم در کوچہ پندو نصیحت پا

আমি আমার নিজের ইচ্ছায় ওয়াজ-নসীহতের পথে পা রাখি না ।

کہ ہمدردی بردا نجابہ جبر وزور و اکر اہم

এটি সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিই যা আমাকে এদিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে ।

غم خلق خدا صرف از زبان خوردان چه کارت است ایں

সৃষ্টিকুলের প্রতি সহমর্মিতায় বেদনার্ত হয়ে কেবল মুখে দুঃখ প্রকাশ করা কোন্  
কাজের?

گرش صدق جاں بہ پاریزم ہنوز شعذر میخواہم

শত জীবনও যদি এ কারণে উৎসর্গ করি তবুও আমি যথেষ্ট মনে করব না

چو شام پر غبار و تیر و حال عالمی بینم

আমি পৃথিবীর অন্ধকার ও অমানিশাকে দেখি (আমি চাই)

خدابروے فرود آرد عاھائے سحر گاہم

খোদা পৃথিবীর জন্য আমার শেষ রাতের দোয়া গ্রহণ করুন ।

অতএব, সকল নিষ্ঠাবান ও সৎ লোকের কাছে নিবেদন, এই অধমকে একজন  
প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী ও সমব্যথী মনে করে আমার এই গ্রন্থ পূর্ণ মনোযোগ  
সহকারে পাঠ করুন । মানুষ নিজের বন্ধুর কথা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে  
থাকে আর তার আন্তরিক উপদেশকে যথাসাধ্য সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা থেকে  
বিরত থাকে । অধিকন্তু সেসকল কথা যদি প্রকৃতই তার জন্য উপকারী ও  
কল্যাণকর হয়ে থাকে তাহলে হঠকারিতা পরিত্যাগ করে তা গ্রহণ করে ।  
কেবল তাই নয় বরং যে বন্ধু আন্তরিক ভালোবাসা ও নিষ্ঠার কারণে নিজ বন্ধুর

হিতাকাঙ্ক্ষী হয় এবং কল্যাণকর সকল বিষয় তাকে অবহিত করে, এমন বন্ধুর প্রতি সে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে সকল ধর্মের জ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানী আর শ্রেষ্ঠ লোকদের কাছে আমিও আশা রাখব যে, ইসলাম ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে আমি যে সকল প্রমাণাদি লিখেছি আর যে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র কুরআন খোদার বাণী হওয়ার এবং অন্যান্য ইলহামী গ্রন্থের তুলনায় এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণাদি দিয়েছি, যদি সে সকল প্রমাণাদিকে উৎকৃষ্ট ও অখণ্ডনীয় দেখেন তাহলে ন্যায়নির্ণয় ও খোদাভীতির দাবি অনুসারে তা গ্রহণ করুন আর অনর্থক ঔদাসীন্য ও কুধারণাবশত মুখ ফিরিয়ে রাখবেন না। \*২

## টিকা: ২

ইসলামের কোন বিরোধী যদি এই আপত্তি করে যে, কুরআন শরীফকে সকল ইলহামী গ্রন্থের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও মহান আখ্যা দিলে অন্য সকল গ্রন্থ আবশ্যকীয়ভাবে নিম্ন মানের আখ্যা পায়, অথচ এর প্রত্যেকটি এক খোদারই বাণী— তাই কীভাবে একথা বলা সঙ্গত হতে পারে যে, এর কোনটি তুচ্ছ আর কোনটি উচ্ছ? এর উত্তর হলো, ইলহাম হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সকল গ্রন্থ সমান। কিন্তু ধর্মের সম্পূর্ণতা সংক্রান্ত বিষয়াদীর বিশদ বিবরণের দৃষ্টিকোণ থেকে এর কতক অপর কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন শরীফ সকল ঐশী গ্রন্থের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। কেননা একত্ববাদ, সর্ব প্রকার শিরক হতে বারণ, আধ্যাত্মিক ব্যাধির নিরাময়, মিথ্যা ধর্মাবলীকে মিথ্যা প্রমাণের যুক্তি এবং সত্য বিশ্বাসের পক্ষে প্রকৃত ও সত্য যুক্তি যতটা উৎকর্ষতার সাথে কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে তা অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ নেই। এ দাবির সপক্ষে প্রমাণ আমরা এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে সবিস্তারে উপস্থাপন করব।

যদি কারো মনে এই সন্দেহ বা প্রশ্ন জাগে যে, খোদা তাঁলা ধর্মীয় তথ্য ও তত্ত্ব, সকল ঐশী গ্রন্থে সমানভাবে কেন উল্লেখ করলেন না? কুরআন শরীফকে কেন উৎকর্ষের সবচেয়ে মহান সমাহার বানিয়েছেন? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, এমন সন্দেহ কেবল সে ব্যক্তির হস্তয়ে দানা বাঁধবে, যে ওহীর বাস্তবতা বা প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না আর ওহী কোন্ কারণে এবং কীভাবে অবতীর্ণ হয় তা জানে না? সুতরাং জানা থাকা উচিত যে, এমন কোন কারণ ছাড়া ওহী আদৌ অবতীর্ণ হয় না যা ওহী নায়িল হওয়ার জোর দাবি রাখে, এ হলো ওহীর সত্যিকার বাস্তবতা। প্রয়োজন দেখা দিলে তবেই ওহী অবতীর্ণ হয়। যখনই প্রয়োজন দেখা দেয়, ক্রমাগতভাবে সে অনুসারেই ওহী অবতীর্ণ হতে থাকে। কেননা, ওহী সম্পর্কে এটিই আল্লাহর চিরায়ত রীতি যে, যতক্ষণ ওহী অবতরণের কারণ না দেখা দেবে, ততক্ষণ ওহী নায়িল হবে না। স্পষ্ট কথা যে, ওহী অবতীর্ণ হওয়ার কোন আবশ্যকীয় কারণ দেখা দেয়া ছাড়া অনর্থক ওহী নায়েল হওয়া একটি বৃথা কাজ

خاکسارِ میم و سخن از ره غربت گوئم

আমি এক বিনয়ী মানুষ, পরম বিনয়ের সাথে কথা বলি

یعلم اللہ کہ بکس نیست غبارے مارا

আল্লাহ জানেন, কারো বিরুদ্ধে আমি হৃদয়ে কোন বিদ্বেষ লালন করি না।

مانہ بیہودہ پے ایں سروکارے برویم

আমি নিরর্থক এ কাজ আরম্ভ করি নি,

جلوہ حسن کشد جانب یارے مارا

বরং আমার বন্ধুর অপরূপ সৌন্দর্যের উজ্জ্বল্য আমাকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে।

সাথীগণ! যে সকল নীতি ও বিশ্বাস মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী সৌভাগ্য বা দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভাগ্যের কারণ হবে তা এ পৃথিবীতেই ভালোভাবে অবগত হয়ে সত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও মিথ্যাকে পরিহার করা, আর যে সকল স্পর্শকাতর বিশ্বাসকে সে মুক্তির মূলমন্ত্র ও পারলৌকিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের কারণ মনে করে উৎকর্ষ ও দৃঢ় প্রমাণের ওপর সেসবের ভিত্তি রাখার মাঝেই, মানুষের সমূহ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা নিহিত।

এমন কাহিনী নিয়ে অহংকার করা বা ঘোরের ভেতর কাল কাটানো সমীচীন নয় যা শৈশবে মা বা নানী শিখিয়েছেন। কেননা, যে সকল বিষয়ের সত্যতার পক্ষে একটি প্রমাণও নেই কেবল সে সকল সন্দেহ ও ধারণা-প্রসূত কথার ওপর নির্ভর করে বসে থাকা সত্যিকার অর্থে আত্মপ্রতারণার নামান্তর। সকল

### চলমান টিকাঃ ২

যা খোদা তাঁলার মত মহা প্রজ্ঞাশীল সন্তার প্রতি আরোপিত হতে পারে না, যিনি সকল কাজ প্রজ্ঞা, যথার্থতা ও সময়ের দাবি অনুসারে করে থাকেন। তাই বুঝতে হবে, কুরআন শরীফে যে ঐশ্বী শিক্ষা উৎকর্ষরূপে ও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয় নি। অথবা ধর্মের সম্পূর্ণতা-সংক্রান্ত বিষয়াদি যা এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে তা অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এর কারণ হলো, অতীত গ্রন্থাবলীর যুগে ওহী নায়িল হওয়ার সে কারণগুলো দেখা দেয় নি যা কুরআন শরীফের সামনে ছিল। অধিকন্তু কুরআনের পূর্বে অন্য কোন যুগে সেই সব ওহী অবতীর্ণ হওয়ার কারণগুলো প্রকাশ পেয়ে যাওয়া একটি অসম্ভব ব্যাপার ছিল। একথার প্রমাণও প্রথম পর্বে দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হবে। –লেখক

বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানে ও বুঝে যে, এমন গ্রন্থ বা গ্রন্থাবলীর এমন নীতি, যাকে বিভিন্ন জাতি খোদার পরম সম্মতি ও নিজেদের মুক্তির কারণ ভেবে বসে আছে আর যা না মানার প্রেক্ষিতে এক জাতি অন্য জাতিকে দোষখী আখ্যায়িত করে, তার অনুকূলে ইলহামী সাক্ষ্যের পাশাপাশি যৌক্তিক প্রমাণাদি থাকাও একান্ত আবশ্যিক। কেননা, ইলহামী সাক্ষ্য যদিও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিষয় আর একীন বা বিশ্বাসের সোপান সফলভাবে অতিক্রম করা এর ওপরই নির্ভর করে, কিন্তু ইলহামের দাবিদার কোন গ্রন্থ যদি এমন কোন বিষয়ের শিক্ষা দেয় যা নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত সুস্পষ্ট যৌক্তিক প্রমাণাদি বিদ্যমান থাকে, তাহলে তা কোনভাবেই সঠিক হতে পারে না। বরং যে গ্রন্থে এমন অবাস্তব বিষয় লিখা হয়েছে সে গ্রন্থই মিথ্যা, প্রক্ষিপ্ত এবং পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত আখ্যা পাবে।

অতএব প্রত্যেক বিষয়ের বৈধ বা অবৈধ হওয়ার সিদ্ধান্ত এবং সম্ভাব্যতা বা অসম্ভাব্যতার মাপকার্তি যেহেতু বুদ্ধি বা বিবেক তাই মুক্তি বা পরিত্রাণের নীতিগুলোর সত্যতাও আবশ্যিকীয়ভাবে বুদ্ধি বা যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করা বাঞ্ছনীয়। কেননা, ধর্মের নীতিমালা যদি যুক্তির মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত না হয় বরং মিথ্যা, অগ্রহণযোগ্য ও অসম্ভব প্রমাণিত হয় তাহলে আমরা কি করে বুঝব যে, যদুর নীতি সঠিক আর মধুর নীতি ভাস্ত বা হিন্দু ধর্মের গ্রন্থাবলী ভুল আর ইস্টাইলীদের গ্রন্থাবলী সঠিক? অধিকন্তু যুক্তির মানদণ্ডে সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যই যদি না থাকে, এমন পরিস্থিতিতে এক সত্যাবেষী সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করে কীভাবে মিথ্যা বর্জন আর সত্যকে গ্রহণ করতে পারে? আর এমন নীতিসমূহ গ্রহণ না করার দায়বদ্ধতায় কোন ব্যক্তি কীভাবে তবে আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে অপরাধী চিহ্নিত হতে পারে?\*৩ আর যেখানে নিজেদের

### টিকা: ৩

এমন অযৌক্তিক নীতিমালা মোটেই সত্য হতে পারে না, যার অযৌক্তিকতা সম্পর্কে বিবেক স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকে। কেননা, যদি তা সত্য হয় তাহলে সকল বিষয়ে চৃড়ান্ত ও সুনিশ্চিত যৌক্তিক প্রমাণাদির বিশ্বাস উঠে যাবে। অতএব সে সেকল নীতিমালাই যদি সত্য না হয় যার ওপর মুক্তির ভিত্তি বলে মনে করা হয়, তাহলে যারা এর ওপর নির্ভর করে বসে আছে এমন মানুষ আদৌ মুক্তি লাভ করবে না বরং দীর্ঘস্থায়ী আয়াব ও শাস্তিতে নিপত্তি হবে। এর কারণ হলো, যে সকল বিশ্বাস একান্ত তাদের নিজস্ব, তা-তো মিথ্যা সাব্যস্ত হলোই; অপরদিকে সত্য নীতিমালা যা বিবেক-সম্মত তা তারা গোড়াতেই গ্রহণ করে নি। এ পৃথিবীতেই দেখা যায় যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন

মুক্তির জন্য আমরা সত্যিকার অর্থে এমন বিশ্বাসের মুখাপেক্ষী যার সত্যতা যুক্তিসঙ্গত প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে প্রশ্ন উঠবে যে, সে সকল সত্য বিশ্বাস সম্পর্কে আমরা কীভাবে অবগত হবো আর এমন সুনিশ্চিত, উৎকর্ষ ও সহজ মাধ্যম কোনটি যার ভিত্তিতে আমরা এ সকল বিশ্বাসকে সকল যুক্তি-প্রমাণ সহ অতি সহজে আবিষ্কার করে নিশ্চিং বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত হতে পারব?

অতএব এর উত্তরে নিবেদন হলো, কুরআন শরীফই সেই সুনিশ্চিত, পরমোৎকর্ষ ও সহজ মাধ্যম যার সুবাদে অন্যায়সে, কোন কষ্ট, বাঁধা-বিপত্তি, সন্দেহ-সংশয় এবং ভুল-ভাস্তির উর্ধ্বে থেকে সঠিক নীতিসমূহ এর যৌক্তিক প্রমাণাদিসহ জানা সম্ভব। কুরআন ব্যতীত ধরাপৃষ্ঠে এমন কোন গ্রন্থ নেই আর কোন উপায়ও নেই যার কল্যাণে আমাদের এই মহান উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।\*৪

### চলমান টিকা: ৩

অসম্ভব ও অগ্রহণযোগ্য বিষয় বা মিথ্যাকে নিজের বিশ্বাস বলে মনে করে আর প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তাকে বিভিন্নভাবে লজ্জা পেতে হয় আর গবেষক শ্রেণীর মুখে অনেক কথা তাকে শুনতে হয়। বরং তার নিজের বিবেকও তাকে দংশন করে; আর প্রায়শ স্বগতোক্তি করতে গিয়ে সে বলে বসে যে, এটি কেমন বাজে বিশ্বাস আমি ধারণ করে রেখেছি? অতএব এটিও একটি আধ্যাত্মিক শাস্তি বা আয়াব যা এ পৃথিবীতেই তার ওপর অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়। -লেখক

### টিকা: ৪

কুরআন শরীফ ব্যতীত সত্য বিশ্বাস নির্ণয়ের নিশ্চিত ও উৎকর্ষ এবং সহজ উপায় আর নেই, এই মর্মে আমাদের দাবির যথার্থতা, যথাস্থানে পূর্ণ প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যারা অন্যান্য গ্রন্থের অনুসারী তাদের নীতিমালা যে ভাস্ত ও মিথ্যা এবং অলীক তা চূড়ান্ত গবেষণার ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজীরা যারা কোন ঐশ্বী গ্রন্থ অনুসরণ করে না আর সত্য নীতির ক্ষেত্রে কেবল নিজেদের বুদ্ধি বা আকলকেই যথেষ্ট মনে করে তারা হয়ত নিজেদের হৃদয়ে এই সন্দেহ লালন করতে পারে যে, মানুষের বিবেক বা বুদ্ধি এককভাবে সত্য-নীতি সংক্রান্ত তত্ত্ব লাভের জন্য নিশ্চিং, উৎকর্ষ ও সহজ মাধ্যম নয় কি? অতএব ইলহাম সংক্রান্ত আলোচনায় তাদের এই সন্দেহের যথোচিত নিরসন হবে যা অচিরেই এ গ্রন্থে বিশদভাবে উল্লেখ করা হবে। কিন্তু এখানেও উল্লেখিত সন্দেহের নিরসন বা অপনোদন আবশ্যিক।

[সাথীগণ! আমি নিশ্চিতভাবে অবগত হয়েছি আর সেও নিশ্চিতভাবে অবগত হবে, যে সেসব কথা নিয়ে ভাববে যা সম্পর্কে আমি প্রণিধান করেছি। আর তাহলো, সেই সকল নীতিমালা যার ওপর ঈমান আনয়ন সকল পুণ্যলোভীর

### চলমান টিকা: ৪

সুতরাং স্মরণ থাকে, সত্য কথা হলো, বিবেক-বুদ্ধি একটি প্রদীপের ন্যায় যা খোদা মানুষকে দান করেছেন, যার আলো তাকে সত্য ও সততার প্রতি আকৃষ্ট করে এবং বেশ কর্যেক প্রকার সন্দেহ থেকে রক্ষা করে এবং সকল ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণা ও অযথা সন্দেহ দূর করে। এটি অতি কল্যাণকর ও অত্যাবশ্যকীয় একটি বিষয় এবং এক বড় আশীর্বাদ। কিন্তু এসব কিছু আর এতসব বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও এর নেতৃত্বাচক দিক হলো, এটি একা বস্ত্রের প্রকৃতি-সংক্রান্ত সত্যিকার জ্ঞান ও তত্ত্বের ক্ষেত্রে পূর্ণ বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না। কেননা, উৎকর্ষ বিশ্বাস বলতে যা বুঝায় তাহলো, যেমনটি বস্ত্রের প্রকৃত রূপ বা স্বরূপ বাস্তবে হয়ে থাকে মানুষের মাঝে সে ধরনের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানো— এবং সে বলে, অবশ্যই ঠিক এবং সত্যিকার অর্থেই এর অঙ্গিত্ব বিদ্যমান। কিন্তু নিছক বুদ্ধি বা যুক্তি মানুষকে এই উচ্চ পর্যায়ের বিশ্বাসে ধন্য করতে পারে না। কেননা, যুক্তি বা বুদ্ধির সর্বোচ্চ দোড় হলো, একথা প্রমাণ করা যে, কোন বস্ত্রের অঙ্গিত্বের প্রয়োজন রয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ কোন বস্ত্র সম্পর্কে একথা বলা যে, এর অঙ্গিত্ব থাকা আবশ্যিক বা অমুক বস্ত্র থাকা উচিত, কিন্তু কার্যতঃ সেই বস্ত্র রয়েছে বলে সে আদৌ সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। কোন বস্ত্র সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান, ‘থাকা উচিত’-এর পর্যায় থেকে উন্নতি করে, ‘আছে’-এর পর্যায়ে উপনীত হওয়ার মত উৎকর্ষ জ্ঞান তখন লাভ হয় যখন অপর এক সাথী বা বন্ধু বিবেকের সঙ্গ দেয়, যে তার অনুমান ভিত্তিক কথাগুলোর সত্যায়ন করে তাকে পর্যবেক্ষণ ও অভিভূতার পোশাক পরিধান করায়। অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধি বা যুক্তি যা সম্পর্কে থাকা উচিত বলে মত ব্যক্ত করে, সেই সাথী অবহিত করে যে, তা সত্যিই রয়েছে। কেননা, আমরা এখনই বর্ণনা করেছি, বুদ্ধি বা যুক্তি কেবল বস্ত্র থাকার যৌক্তিকতাই প্রমাণ করে কিন্তু আছে বলে প্রমাণ করতে পারে না। আর স্পষ্ট কথা, কোন বস্ত্রের প্রয়োজনিয়তা প্রমাণ হওয়া এক কথা আর এর অঙ্গিত্ব প্রমাণিত হওয়া ভিন্ন কথা।

যাহোক, বিবেক বা বুদ্ধির জন্য এক মিত্রের বা সাথীর প্রয়োজন, যেন সেই মিত্র ‘থাকা উচিত’- মর্মে যুক্তির (বুদ্ধির) দুর্বল ও অনুমান-নির্ভর কথায় অন্তর্নির্দিত দুর্বলতার পরীক্ষিত ও উৎকর্ষ কথা ‘আছে’ –এর মাধ্যমে অবসান ঘটাতে পারে এবং এভাবে সেই বিষয়ের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে অবগত ও অবহিত করতে পারে। সুতরাং পরম দয়ালু ও কৃপালু খোদা এ ঘাটতি দূর করেছেন, যিনি মানুষকে নিশ্চিত জ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছাতে

জন্য আবশ্যক আর যাতে আমাদের সবার মুক্তি নিহিত এবং যার সাথে মানুষের সকল পারলৌকিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য জড়িত তা কেবল কুরআন শরীফেই সুরক্ষিত আছে। অপরাপর সকল গ্রন্থের নীতিগুলো বিকৃতির শিকার

---

### চলমান টিকাঃ ৪

চান। তিনি বহু সাথী নিযুক্ত করে সুনিশ্চিত-সুদৃঢ় বিশ্বাসের পথ তার জন্য উন্মুক্ত করেছেন যেন মানবাত্মা অভীষ্ট সৌভাগ্য লাভ করা হতে বিষ্ণিত না হয় যার পূর্ণ সৌভাগ্য ও মুক্তি নির্ভর করে দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর। যেন বিবেক (আকল) বা যুক্তি-বুদ্ধি ‘থাকা উচিত’- মর্মে সন্দেহ ও অনুমানের যে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক সেতু নির্মাণ করেছে তা দ্রুত অতিক্রম করে ‘আছে’- এর সুমহান প্রাসাদে প্রবেশ করতে পারে যা নিরাপত্তা ও শান্তির নীড়।

বুদ্ধি (আকল) বা যুক্তির সেই মিত্র বা বন্ধু, স্থান-কাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে কিন্তু আকল বা বুদ্ধির যে সীমা-পরিসীমা রয়েছে তদনুসারে তা তিনি এর অধিক হতে পারে না। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, যদি যুক্তি বা বিবেকের সাক্ষ্য বা সিদ্ধান্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পর্যবেক্ষণ-সংক্রান্ত হয় অর্থাৎ, যা প্রতিনিয়ত দেখা ও শোনা যায়, দ্রাগ নেয়া যায় বা অনুভব করা যায়, তাহলে তখন বিবেকের বা বুদ্ধির সাথী হবে সঠিক পর্যবেক্ষণ যার অপর নাম হলো, অভিজ্ঞতা যা তাকে নিশ্চিত জ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছায়।

আর যদি যুক্তি বা বিবেকের সাক্ষ্য সে সকল ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় যা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থানে ঘটে আসছে বা ঘটে তখন এর সাথী হয়ে থাকে অন্য একটা বিষয়, যার নাম হলো ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি, সংবাদপত্র, চিঠিপত্র এবং রেকর্ড। আর তাও অভিজ্ঞতার মতই যুক্তি বা বুদ্ধির বাপসা আলোকে এত স্বচ্ছ করে তুলে যে, এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা মূলত দুর্ভাগ্য, উন্মাদনা ও পাগলামিরই নামান্তর। যদি বুদ্ধি বা বিবেকের সাক্ষ্য অতিন্দ্রীয় বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে যা আমরা চর্চক্ষে দেখি না, কানে শুনিনা, হাত দ্বারা স্পর্শও করতে পারি না আর এ পৃথিবীর ইতিহাসের আলোকে তা খুঁজেও বের করতে পারি না তখন তার সাথী বা মিত্র হয়ে থাকে এক তৃতীয় বিষয় যার নাম হলো ইলহাম ও ওহী। প্রকৃতির নিয়মও এ দাবিই করে যে, যেভাবে প্রথম দুঁটি ক্ষেত্রে অপরিপক্ষ বুদ্ধি (আকল) বা বিবেক, দু-সাথী পেয়েছে একইভাবে তৃতীয় স্থানেও তা পাওয়া আবশ্যিক। কেননা, প্রকৃতির নিয়মে কোন বিরোধ থাকতে পারে না।

বিশেষ করে যেখানে আল্লাহ তা'লা জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলা-বিদ্যায় মানুষকে দুর্বল অবস্থানে রাখতে চান নি, যেক্ষেত্রে ভুল-ভাস্তি হলেও তেমন কোন ক্ষতি নেই- সেখানে খোদা সম্পর্কে একথা ভাবা মারাত্মক ভুল হবে যে, তিনি সে সকল বিষয়ের পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে মানুষকে দুর্বল করে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস

হয়েছে। সেগুলো এতটা মিথ্যা ও কৃত্রিম এবং সঠিক ও স্বাভাবিক পথ থেকে এতটা বিচ্যুত যে, তা লিখতেও রচিতে বাঁধে। আমাদের এই উক্তি প্রমাণ-বিহীন ফাঁকা কোন বুলি নয়। আমি সত্যই বলছি এ গুরু প্রণয়নের পূর্বে ব্যাপক

### চলমান টিকা: ৪

স্থাপন পারলৌকিক মুক্তির পূর্ব শর্ত! এছাড়া সেসকল বিষয়ে তাকে দুর্বল রাখতে চেয়েছেন যা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলে চিরস্থায়ী জাহান্নাম হবে পরিণতি। আর পরকাল সংক্রান্ত তার জ্ঞানকে এমন সব দুর্বল ধ্যান-ধারণার মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছেন যার পুরো ভিত্তি হলো, কেবল অনুমানের ওপর! এমন কোন মাধ্যম তার জন্য নির্ধারণ করেন নি যা ঘটনার সত্যায়ন করে তার হস্তয়কে এই নিশ্চয়তা ও প্রশান্তি দেবে যে, মুক্তির যে সকল নীতি মালার কথা বিবেক বা যুক্তি অনুমান স্বরূপ প্রস্তাব করে তা সত্যই বিদ্যমান; আর যে প্রয়োজনকে বিবেক-বুদ্ধি বা যুক্তি প্রস্তাব করে তা কান্নানিক নয় বরং বাস্তব বিষয়।

এখন যেহেতু প্রমাণিত হলো যে, ধর্মীয় বিষয়ে নিশ্চৎ বিশ্বাস শুধু ইলহামের মাধ্যমেই লাভ হয় আর মানুষের মুক্তির জন্য নিশ্চিত বিশ্বাসের প্রয়োজন, যা ব্যতীত সঠিক ঈমানের সাথে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়া অসম্ভব। তাই বুঝা গেল যে, মানুষ ইলহামের মুখাপেক্ষী।

এখানে এটিও স্মরণ রাখা উচিত, যদিও সকল ঐশ্বী ইলহাম নিশ্চয়তা বা দৃঢ় বিশ্বাস প্রদানের জন্যই এসেছিল কিন্তু কুরআন শরীফ এমন উন্নত মানের বিশ্বাসের ভিত্তি রচনা করে রেখেছে যার কোন জুড়ি নেই। এই কথার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হলো এই যে, ইতঃপূর্বে আল্লাহর পক্ষ থেকে যত ইলহাম অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো কতক ঘটনার সাক্ষ্য দেয়ার কাজই দিয়েছে আর এর প্রত্যেকটি ছিল কতক ঘটনার ধারা বিবরণীর আদলে- এ কারণেই অবশ্যে তা বিকৃতির শিকার হয়েছে। স্বার্থপর ও আমিত্তের পূজারীরা এর মনগড়া ও অবাস্তব অর্থ করেছে। কিন্তু কুরআন শরীফ যৌক্তিক প্রমাণাদির মাধ্যমে স্বীয় শিক্ষার সত্যতা প্রমাণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছে আর মানুষকে সকল প্রকার সমস্যা থেকে পরিত্রাণ দিয়েছে। তা নিজেই সত্য বার্তাবাহক হিসেবে প্রধানত আধ্যাত্মিক জগত সম্পর্কে অবহিত করেছে আর নিজেই আপন শিক্ষাকে যুক্তির ভিত্তিতে সত্য প্রমাণ করেছে। কেউ দেখলে বুঝতে পারবে যে, কুরআন শরীফ আদ্যোপাত্ত দু'ধরনের সাক্ষ্য প্রদান করে: একটি হলো যুক্তির সাক্ষ্য আর অপরটি ইলহামের। এ দু'টো বিষয় কুরআন শরীকে দু'টো পরিত্র নহর বা স্নোতস্বিনীর ন্যায় সমান্তরালে প্রবহমান থেকে পরম্পরাকে সুন্দরভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। বুদ্ধি বা যুক্তির স্নোতস্বিনী কোন কিছু হওয়া উচিত বা থাকা উচিত পর্যন্ত নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইলহামী সাক্ষ্যের নহর অভিজ্ঞ ও সত্য সংবাদদাতার মত নিশ্চয়তা দেয় যে, সত্যই তা রয়েছে। কুরআনের এরূপ বাগধারা

গবেষণা করা হয়েছে আর সকল ধর্মের গ্রন্থাবলী সততা ও নিষ্ঠার সাথে অনুসন্ধান করা হয়েছে এবং গভীরভাবে প্রগাঢ়িকান ও চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। কুরআন মজীদ ও সেসব গ্রন্থের মাঝে পারস্পরিক তুলনাও করা হয়েছে। অধিকাংশ ধর্মের পত্তিদের সাথে ধর্মীয় বিতর্কও হয়েছে। এক কথায় মানবীয় শক্তির যতটুকু সাধ্য আছে তাতে সত্য উদঘাটনের সকল চেষ্টা করা হয়েছে। এ সকল গবেষণার ফলে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আজ পৃথিবীর বুকে সকল ঐশ্বী গ্রন্থের মাঝে পরিত্র কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যার ঐশ্বী গ্রন্থ হওয়া সুনিশ্চিত প্রমাণাদির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

এর মুক্তি-সংক্রান্ত নীতিমালা সত্য-সততা ও মানব প্রকৃতির দাবি সম্মত। এতে বিধৃত বিশ্বাসমালা এত চমৎকার ও সুদৃঢ় যে, সরব ও শক্তিশালী যুক্তিপ্রমাণ এর সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে। এর শিক্ষামালা নিরঙ্কুশ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর শিক্ষা সকল প্রকার শিরীক, বিদাত ও সৃষ্টি-পূজার কলুষ হতে পুরোপুরি মুক্ত। এর শিক্ষায় একত্ববাদ ও মহামহিমাপ্তি আল্লাহর সম্মান এবং সুমহান উৎকর্ষসমূহ প্রকাশের ক্ষেত্রে পরম উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়। এর সৌন্দর্য হলো আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ উপস্থাপনের গুণে এটি কানায় কানায় পরিপূর্ণ, এটি পরিত্র সুমহান স্বষ্টির প্রতি কোন প্রকার ত্রুটি-বিচুতি, দুর্বলতা ও অযোগ্যতা আরোপ করে না এবং কোন শিক্ষা বা বিশ্বাস একতরফা চাপিয়ে দেয় না বরং প্রথমে যে শিক্ষা দেয় এর সত্যতার কারণ বা যুক্তি উপস্থাপন করে আর প্রত্যেক কথা ও উদ্দেশ্যকে যুক্তি ও প্রমাণের নিরিখে প্রতিষ্ঠিত করে।

### চলমান টিকা: ৪

ব্যবহারের ফলে সত্যাবেষীর যে সুবিধা হয় তা সততই স্পষ্ট। কেননা, কুরআনের পাঠক কুরআন পড়তেই যৌক্তিক প্রমাণাদি সম্পর্কে অবগত হয়। সেসকল প্রমাণ এত উন্নত মানের যার তুলনায় সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত প্রমাণাদি কোন দার্শনিকের কাজে বা রচনায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই দাবির সত্যতা এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হবে। এ ছাড়া (কুরআনের পাঠক) ইলহামের মাধ্যমে ঘটনার সত্যায়ন দেখে বিশ্বাসের সুমহান মানে উপনীত হয় আর অন্যায়ে সেসব কিছু লাভ করে যা অন্য ব্যক্তি সারা জীবন চেষ্টা-সাধনা করে বা মাথা খাটিয়েও লাভ করতে পারে না। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, কুরআন করীম হলো সত্যনীতি বোধগম্য হওয়ার ও সেসকল বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুনিশ্চিত, সর্বাধিক সহজ ও সবচেয়ে উৎকর্ষ উপায় যার ওপর নির্ভরশীল মানবের মুক্তি বা পরিত্রাণ। এটি প্রমাণ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। -লেখক

সকল নীতির সত্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে স্বীয় অনুসারীদের বিশ্বাসে দৃঢ়তা তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণতা দান করে। মানুষের কথা-কর্ম ও বিশ্বাসে যে সকল গ্রন্তি-বিচুতি অপবিত্রতা ও শূন্যতা এবং বিশ্রংখলা বিরাজ করে সেসকল বিপত্তি ও বিশ্রংখলাকে প্রদীপ্ত ও সমুজ্জ্বল নির্দর্শনের মাধ্যমে দূর করে আর সে সকল রীতিনীতি শিক্ষা দেয় যা মানুষ হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক। অধিকন্তে প্রত্যেক নৈরাজ্য সেভাবে প্রতিহত করে যতটা ব্যাপকতার সাথে তা আজ সর্বত্র বিরাজমান। এর শিক্ষা অত্যন্ত সহজ-সরল, সুপ্রোথিত এবং গ্রন্তিমুক্ত যেন প্রকৃতির নিয়মেরই তা প্রতিফলন বা দর্পণ আর মানব প্রকৃতির প্রতিফলিত চিত্র। অন্তরাত্মাকে আলোকিত করার ক্ষেত্রে তা সূর্য-স্বরূপ আর যুক্তি বা বুদ্ধির অপূর্ণতাকে পূর্ণতাদাতা এবং এর ঘাটতি বিমোচনকারী। কিন্তু অপরাপর গ্রন্থ যা ইলহামী আখ্যায়িত হয় সেসবের বর্তমান অবস্থা পরিদৃষ্টে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সেসকল গ্রন্থ এ সব উৎকর্ষ গুণাবলী হতে সম্পূর্ণরূপে রিঙ্গেস্ট। খোদার সন্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে এতে বিভিন্ন প্রকার বাজে ধারণা বিদ্যমান। এসকল গ্রন্থের অন্ধ অনুসারীরা অঙ্গুত সব বিশ্বাস অনুসরণ করে চলেছে। যেখানে এক ফিরকা স্থষ্টা ও সর্বশক্তিমান হিসেবে খোদাকে অস্বীকার করছে আর অনাদি ও স্বয়ম্ভু হওয়ার বৈশিষ্ট্যে তার ভাইও অংশীদার সেজে বসেছে সেখানে কেউ মূর্তি-প্রতিমা, কেউ দেবী-দেবতাদের তাঁর বিশ্বব্যবহৃত্য হস্তক্ষেপকারী এবং তাঁর রাজত্বে তাঁর নায়েব জ্ঞান করছে। যেখানে কেউ তাঁর পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী প্রস্তাব করছে সেখানে অন্যরা বিশ্বাস করে যে, তিনি জন্মান্তরে কুমির এবং কচ্ছপের রূপ ধারণ করেছেন। এক কথায় সেই পরমোৎকর্ষ সন্তা সম্পর্কে প্রতিযোগিতামূলকভাবে তারা এমন হীন ধ্যান-ধারণা পোষণ করছে যে, তিনি যেন চরম দুর্ভাগ্য আর সেই পরম পরাকার্ষা তাঁর লাভ হয় নি যা বিবেক তাঁর জন্য প্রস্তাব করে।

ভাইয়েরা! সার কথা হলো, আমি যখন মানুষকে এহেন ভাস্ত বিশ্বাসে নিপত্তি দেখলাম এবং এমন ভষ্টতার মাঝে নিমজ্জিত পেলাম যা দেখে হন্দয়ে রক্তক্ষরণ হয় আর দেহ-মন কেঁপে উঠে, তখন তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য একটি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করাকে নিজের আবশ্যকীয় দায়িত্ব ও অলঙ্গনীয় ঋণ জ্ঞান করলাম যা অবশ্যই পরিশোধযোগ্য। এভাবে কয়েক দিনের ভেতর স্বল্প সময়ের মাঝে বরং স্বল্পতম সময়ে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই বইয়ের পাণ্ডলিপি প্রস্তুত হয়ে গেলো যা সচরাচর হয় না। সত্যিকার অর্থে এ গ্রন্থ সত্যাবেষীদের জন্য একটি

শুভসংবাদ আর ইসলামের অস্বীকারকারীদের জন্য (এর সত্যতার) এক ঐশ্বী  
প্রমাণ। কিয়ামত পর্যন্ত এর উপর তারা দিতে পারবে না। একারণেই এর  
সাথে দশ হাজার রূপি পুরস্কারের একটি ঘোষণা ও অন্তর্ভৃত করা হয়েছে যেন  
তা ইসলামের সত্যতায় অস্বীকারকারী সকল শক্তির জন্য এর সত্যতার প্রমাণ  
সাব্যস্ত হয় আর তারা যেন স্বীয় মিথ্যা ধারণা ও অলীক বিশ্বাস নিয়ে অহংকার  
ও আত্মপ্রতারণায় নিমগ্ন না থাকে।

بیاںے طبلگار صدق و صواب

হে সত্য ও সঠিক পথের অন্বেষী!

بُخواں از سر خوض و فُرایں کتاب

এ গ্রন্থটি মনোযোগ ও যত্নসহকারে পাঠ কর।

گرت بر کتاب فندریک نگاہ

আমার গ্রন্থে যদি একবার তোমার চোখ পড়ে,

بدائی کہ تاجنت این سست راه

তাহলে তুমি অবগত হবে যে, এটিই জান্নাত লাভের পথ।

مگر شرط انصاف و حق پروریست

কিন্তু শর্ত হলো সুবিচার ও সততা,

که انصاف مفہم دانشوریست

কেননা সুবিচার বুদ্ধিমত্তার চাবিকাঠি।

دو چیز سست چুবান দিনাদী

জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে দু'টো বিষয়ই তত্ত্বাবধায়ক হয়ে থাকে

دل روشن و دیده دور بیں

একটি হলো জ্যোতির্মত্তি হৃদয় আর অপরটি হলো দূরদৃষ্টি।

کسے کو خرددار دو چیز داد

যার মাঝে বুদ্ধিমত্তা ও ন্যায়পরায়ণতা রয়েছে

خواہد مگر راه صدق و سداد

সে সত্য ও সঠিক পথ ছাড়া আর কিছুই সন্ধান করে না।

نہ پیچ پر سراز آنچ پاک سست و راست

সে সেই পথকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করে না যা পবিত্র ও সহজ-সরল

نماید رخ از آنچ حق و بجاست

যা সত্য ও সঠিক, সে পথ হতে সে মুখ ফেরায় না।

چوبیند سخن راز حق پر ورے

কোন কিছু সত্যনির্ণয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার  
دگر در سخن کم کند او رے

পর সে আর অনর্থক হঠকারিতা প্রদর্শন করে না।  
الاے کہ خواہی نجات از خدا

শোন! যে খোদার সমীপে মুক্তির প্রত্যাশী।

بقص نجات از در حق در آ

মুক্তির প্রাসাদে সঠিক দ্বার পথে প্রবেশ কর।  
حق گرد، و حق راجحا طریق

সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও আর সত্যকে হৃদয়ে স্থান দাও;

منه دل بطل، چو کژ خاطر اس

নোংরা প্রকৃতির লোকদের ন্যায় মিথ্যার প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

مشو عاشق زشت رو، زینار

কখনও কোন কুৎসিতের মোহে আচ্ছন্ন হয়ো না

و گرخوب گم گردو، از روزگار

সৌন্দর্য পৃথিবী থেকে হারিয়েই বা যাক না কেন।

زمیں از راعت، ہی داشتن

জমি খালি রাখাই শ্রেয়।

پا ز تخم خار و خسک کاشتن

কাঁটা ও গোকুরের বীজ বপন করা থেকে

اگر گرددت دیده عقل باز

যদি তোমার বিবেকের চোখ খুলে যেতো

بکوئی ره حق ز جزو نیاز

তাহলে তুমি বিনয় ও সমর্পিত হৃদয় নিয়ে খোদার পথ সন্ধান করতে।

طلبگار گردی، به صدق دلی

আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে তাঁকে সন্ধান করতে;

بخار اندر، اندریشہ ہم نگسلی

আর স্বপ্নেও তাঁর প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করতে না।

نگیری دمے، استراحت از ازال

তাঁকে ছেড়ে তুমি এক মুহূর্ত স্বত্তি পেতে না।

গুর, চোস্বত্তি বারিয়া নিশাং

কিষ্ট যতক্ষণ না খোদার কোন নির্দশন পেতে,

জল বৰসৰত হস্তি অস্তি চোস্বত্তি

মৃত্যু তোমার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, অধিকষ্ট তোমার অস্তিত্ব একটি

বুদ্বুদ-তুল্য,

তোর সাথে, স্বরান্দৰ নহাদে ব্যুৎপন্ন

কিষ্ট তুমি এমন মানুষ যে উদাসিন্যের নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

আবেও জড়াও পিশিস গুর

তোমার পূর্ব পিতা-পিতামহদের দেখ,

কে চোস্বত্তি শন্তি, আজি রহস্য

যে কীভাবে তারা এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে!

বিদত নমান্দা স্বত্তি, অন্যাম শাং

তাদের পরিণামের কথা তুমি ভুলে গেছ;

ফ্রামুশ কর্দি, দ্রান্দক স্বত্তি

কত স্বল্প সময়ে তা ভুলে বসেছ!

খুত, বাজল চিস্ত, আজ মুরব্বন্দ

মৃত্যুর মোকাবিলায় তোমার কাছে কী কৌশল ও পরিকল্পনা রয়েছে?

চোয়ার দারি, কশিদে ব্লন্ড

তাকে বাঁধা দেয়ার জন্য তুমি কি কোন অন্তিক্রম্য প্রাচীর দাঁড় করিয়েছো?

চোনাগ, নহেং জল, দ্রক্ষ

যখন মৃত্যুরূপী কুমীর মানুষকে আকস্মিকভাবে টেনে নিয়ে যায়;

চোরা, আদি আই চুনিস, স্বরক্ষ

সেখানে মানুষ কেন এমন অহঙ্কারে লিঙ্গ হয়?

ব্রদ্যায়ে দুষ, দল বন্দ, আঘাত!

হে যুবা! এই নীচ পৃথিবীর প্রতি আসক্ত হয়ো না,

ত্মাশায়ে আস, ব্লন্ড রন্ধনাহান

এর সব রং-তামাশা সহসাই হারিয়ে যাবে।

ব্রদ্যাক্সে, জাওদানে নমান্দ

এ পৃথিবীতে কেউ স্থায়ী হয় না

ব্লিক রংগ, ও প্রসু সমানে নমান্দ

আর সময়ও একরকম কাটে না।

بُدست خود، از حالت در دنگ  
 ب্যا�اً تُرَّ هُنْدَي نِيَوَهُ آمَرَاهُ نِيَجُ هَاتَهُ اَنْهَكَ كَهَي  
 سپر دِيم، بسَارَ كَسَ رَابَهُ خَاكَ  
 مَاتِيرُهُ هَاتَهُ سَنْپَهُ دِيَرَهُچِي (کَوَرَ دِيَرَهُچِي) ।  
 چُخُودَ فَنَ كَر دِيم، خَلَقَ كَشِيرَ  
 يَهُخَانَهُ آمَرَاهُ سَرَيَّ اَغَانِيَتَهُ مَانُوَهُ كَهَافَنَ كَرَرَهُچِي  
 چِرَايَا دَنَارِيَم، رَوزَ اَخِيرَ  
 سَهُخَانَهُ كَهَنَ آمَرَاهُ شَيَهُ دِيَرَسَهُرَ كَثَاهُ سَمَرَانَ رَاخَبَ نَاهُ?  
 زَخَاطِرَ، چِرَايَا دَشَاهَ اَفْنِيَمَ  
 تَادَهُرَ سَعْتِيَهُ مَنَ خَطَكَهُ آمَرَاهُ كَهَنَ مُعَصَهُ فَلَلَهُ?  
 نَهَمَا آهَنِيَسَ جَسَمَ وَرَوَعِيَسَ تَسِيمَ  
 آمَادَهُرَ دَهَهُ تَوَهُ لَوَهَا بَا كَاسَا نِيرْمَيَتَهُ نَاهُ ।  
 بَتَرَسَ اَهُ مَعَانِدَ، زَقْهَرَ خَدا  
 هَهُ بِرِوَادِيَهُ! خَوَدَارَ كَرِوَادَهُكَهُ بَهَهُ كَرَ،  
 كَهَ سَخَتَهُ استَ، قَهَرَ خَدا وَنَدَما  
 كَهَنَنَاهُ آمَادَهُرَ خَوَدَارَ شَاهِيَهُ بَدَهُ كَتَهُورَ ।  
 بَهَنَأَگَرَدَنَ تَرَسَ پَرَورَدَگَارَ  
 اَطِيَّالَكَهُ بَهَهُ نَاهُ كَرَاَرَ كَارَانَهُ  
 بَسَاشِهَرَ وَيَرَالَ شَدَنَدَوَيَارَ  
 اَغَانِيَتَهُ شَاهَرَ وَ دَهَشَ اَخَانَهُ ।  
 اَزاَلَ بَهَرَ اَسَالَ نَشَانَهُ نَهَانَدَ  
 اَمَنَ دَعَّتَهُرَ دَهَرَ كَوَنَ تِھَھَتَهُ اَبَشِيشَتَهُ نَهَيَهُ،  
 نَشَانَهُ چَه؟ یَكَ اَسْخَوَانَهُ نَهَانَدَ  
 تِھَھَتَهُ دَوَرَهُرَ كَثَاهُ اَكَتِيَهُ هَانَدَوَ اَبَشِيشَتَهُ نَهَيَهُ ।  
 ہَمَهُ زَيَرَکَی، درَهُرَ اَسِیدَنَ سَتَ  
 بَهَنَهُرَ مَاءَوَهُ مَاءَوَهُ جَيَّانَهُ کَاتِيَهُ دَهَرَ دَهَرَ  
 وَگَرَنَهُ، بَلَهُ بَلَهُ، دَيَدَنَ سَتَ  
 نَتُوَهَا سَمَسَيَارَ پَرَ سَمَسَيَارَهُ دَهَهُتَهُ هَبَهُ ।  
 بَهَنَپَکَی وَخَبَثَهَا زَیَسَنَ  
 اَپَبِيَّرَتَا وَ نَوَّرَامَیَرَهُ مَاءَوَهُ

بے ازاں چنیں زیست، ناز یست  
 امّن جیونےর চেয়ে مُتّعِتٍ ش্ৰেয় ।

بیاو بنہ سوئے انصاف گام  
 اسو، ن্যায়ের পথে পা বাঢ়াও,  
 زکیں توبہ کردن، چراشد حرام  
 بিদ্বেষ কি তওবা করতে বারণ করে?

لیقین داں، کہ قولم ز حق پروریست  
 বিশ্বাস কর, আমার কথা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠতা হতে উত্তুত,  
 نہ لاف و گراف ست و، نے سر سریست  
 এ কোন ফাঁকা বুলি নয় আর অন্তঃসারশূন্য দ্বন্দ্বও নয় ।

بہرمند ہے، غور کردم بے  
 آমি সকল ধর্ম সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ও প্রণিধান করেছি  
 شنیدم بدل، جحت ہر کے  
 آর আন্তরিকভাবে সবার যুক্তি শুনেছি ।

بُواندم ز هر ملتے، دفترے  
 آমি সকল ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থাবলী পড়েছি,  
 بدیدم، ز هر قوم دانشورے  
 আর সকল জাতির পণ্ডিতদের দেখেছি ।

ہم از کودکی سوئے ایں تا ختم  
 آশৈশব আমি এ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োজিত করেছি,  
 دریں شغل، خود را بینداختم  
 আর এটিকেই নিজের একমাত্র পেশা কর্ম হিসেবে অবলম্বন করেছি ।

جو ایں ہم، اندریں با ختم  
 آমি আমার পুরো ঘোবন একই কাজে লাগিয়ে দিয়েছি,  
 دل از غیر ایں کارپوردا ختم  
 আর নিজেকে অন্য সকল কাজ থেকে দূরে বা পৃথক রেখেছি ।

بماندم دریں غم، زمان دراز  
 آমি একটি দীর্ঘ জীবন এই দুঃখের মাঝে অতিবাহিত করেছি,  
 تختم ز فکر ششبان دراز  
 অনেক দীর্ঘ রজনী এ চিন্তায় চোখ বুজতে পারি নি ।

نگہ کردم، از روئے صدق و سداد  
আমি এ সম্পর্কে চিন্তা করেছি ।

بہ ترس خداوبہ عدل و بہ داد

پুরো নিষ্ঠা ও সততার সাথে খোদাভীতি ও ইনসাফের দাবি অনুসারে  
چোسلام، دینے، وی و متنیں

ইসলামের ন্যায় কোন শক্তিশালী ও সুদৃঢ় ধর্ম

ندیدم، کہ بر منبعش آفریں

আমি দেখি নি যার উৎস অতি চমৎকার

چنان دارد، ایں دیں، صغا بیش بیش

এই ধর্ম এত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ যে،

کہ حسد بے بیند، دروروئے خویش

হিংসুক নিশ্চিতভাবে এতে নিজের চেহারা দেখতে পাবে ।

نماید ازال گونه راه صفا

এটি (ধর্ম) এমনভাবে পরিত্রাত পথ প্রদর্শন করে যে،

کہ گردد بہ صدقش خود رہنما

বিবেক এর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়ে থাকে ।

ہمہ حکمت آموز دو عقل و داد

এটি কেবল প্রজ্ঞা, যুক্তি ও সুবিচারেরই শিক্ষা দিয়ে থাকে,

رہاند زہر تو ع جہل و فساد

আর সকল প্রকার অঙ্গতা ও নৈরাজ্য হতে রক্ষা করে ।

ندراد گر مثل خود، در بلاد

پُथিবীতে এ ধর্মের জুড়ি নেই;

خلافش طریقے، کہ مثلش مبار

এর বিরোধী সকল ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক এটিই খোদার কাছে আকুতি ।

اصولش، کہ ہست آں، مدار نجات

এর নীতি যা মুক্তির মূলমন্ত্র;

چو خور شید تا بد بصدق و ثبات

সত্যতা ও দৃঢ়তায় সূর্যের মত ঝলমল করে ।

اصول د گر کیش ہا، ہم عیاں

অন্যান্য ধর্মের নীতি ও প্রকাশিত সুস্পষ্ট,

نہ چیز کے ہو شیدنش مے توں  
 کون پ्रਚੋਟੀ ਤਾ ਗੋਪਨ ਕਰਤੇ ਪਾਰੇ ਨਾ ।  
 اگرنا مسلمਾਂ ਖੜਦਾ ਸ਼ਾਨੇ  
 ਯਦੀ ਅਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਵਗਤ ਥਾਕਤੋ ਤਾਹਲੇ  
 جਜਾਂ, ਜੰਸ ਅਸਲਾਮ ਨਗਦਾ ਸ਼ਾਨੇ  
 ਤਾਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿਯੇ ਹਲੇਓ ਇਸਲਾਮੀ ਬਿਖਾਸੇਰ ਸੁਰਕਾ ਕਰਤੋ ।  
 محمد, مہیں نقش ਨੂਰ ਖਦਾਸ਼ਤ  
 ਮੁਹਾਮਦ (سਾ.) ਖੋਦਾਰ ਜ੍ਯੋਤਿਰ ਸਵਚੇਡੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ,  
 ਕਹ ਹਰ گਜ਼ਚਨੌ ਭੇਗਿਤੀ ਨੁਖਾਸ਼ਤ  
 ਧਰਾਪੂਛੇ ਤੱਾਰ ਮਤ ਆਰ ਕੇਉ ਜਨਾ ਨੇਵ ਨਿ ।  
 ہੈਂ ਬੁਦਾਰ ਰਾਸ਼ਤੀ, ਹੋਦਿਆਰ  
 ਸਵ ਦੇਸ਼ ਸਤਯ-ਸ਼ੂਨਯ ਛਿਲ,  
 ਬੁਗੜਾਰ ਆਂ ਸ਼ਬ, ਕਹ ਤਾਰੀਕ ਓਤਾਰ  
 ਸੇਹੇ ਰਾਤੇਰ ਨਾਯ ਧਾ ਸਮੂਰਘਾਬੇ ਤਮਸਾਚਨ ।  
 خداਇਸ਼ ਫਰਸਤਾਦਾ, حق ਗਤੀਵਿਧ  
 ਖੋਦਾ ਤਾਂਕੇ ਪਾਠਿਯੇਹੇਨ ਏਵਂ ਸਤ੍ਯੇਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੇਹੇਨ,  
 زمੀਨ ਰਾਬਦਾਲ ਮਦੀਦ, ਜਾਲ ਮਦੀਦ  
 ਸੇਹੇ ਨੇਤਾਰ ਮਾਧਯਮੇ ਪ੃ਥਿਵੀਤੇ ਪ੍ਰਾਣਚਾਥਲ੍ਯ ਸੂਝਿ ਕਰੇਹੇਨ ।  
 نہاییت از باعث قدس و کمال  
 ਤਿਨੀ ਪਿਭਿਤਾ ਓ ਪਰਾਕਾਰਾਰ ਬਾਗਾਨੇਰ ਫਲਪ੍ਰਦਾਨਕਾਰੀ ਓ  
 ਫੁਲੇਫੇੱਪੇ ਓਠਾ ਚਾਰਾਗਾਹ,  
 هے آل او, ہੋ گھੋ ਕਹਾਂ ਆਲ  
 ਆਰ ਤੱਾਰ ਸਕਲ ਬਂਖਧਰ ਫੁਲਤੁਲ੍ਯ ।

**ਦ੍ਰਿਤੀਯਤ:** ਏ ਨਿਵੇਦਨਓ ਕਰਾ ਯੇਤੇ ਪਾਰੇ, ਯਦੀ ਕੋਨ ਬਾਅਦ ਘੋ਷ਣਾਯ ਉਲ੍ਲਿਖਿਤ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰੇ ਏ ਗਹੜੇ ਉਤੇਰ ਦਿਤੇ ਚਾਹ ਤਾਹਲੇ ਤਾਰ ਜਨਾ ਬਿਜ਼ਾਪਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰੇ ਉਤੇਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਤੇਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾ ਆਵਸ਼ਾਕ ਹਵੇ । ਅਰਥਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਿਧੂਤ ਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣਾਦਿਰ ਮੋਕਾਬਿਲਾਇ ਤਾਰ ਨਿਜਸ਼ੇ ਧਰੀਅਕ ਗੁਣ ਹਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਦਿ ਉਪਸ਼ਾਪਨੇਰ ਪਾਸਾਪਾਸਿ ਆਮਾਦੇਰ ਉਪਸ਼ਾਪਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਾਦਿਓ ਖ਼ਗੂਨ ਕਰਾ ਆਵਸ਼ਾਕ ਹਵੇ । ਯਦੀ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਤੇਰ ਨਿਜ ਧਰੀਅਕ ਗੁਣ ਹਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਦਿ ਉਪਸ਼ਾਪਨ ਨਾ ਕਰੇ ਆਰ ਕੇਵਲ ਆਮਾਦੇਰ ਉਪਸ਼ਾਪਿਤ ਯੁਕਤੀ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਖ਼ਗੂਨੇਹੀ ਬਾਅਦ ਥਾਕੇ,

তাহলে ধরে নেয়া হবে যে, সে নিজ গ্রন্থের প্রমাণাদি উপস্থাপনে সম্পূর্ণরূপে অপারগ। স্মরণ থাকে, কুরআন মজীদ সত্যিকার অর্থে খোদার গ্রন্থ এবং সকল ঐশ্বী গ্রন্থের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও মহান আর স্বীয় সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপনে অনন্য ও অতুলনীয়। যদি কোন ব্যক্তি এ বিষয়ে আমাদের সাথে দ্বিমত রাখে আমরা আন্তরিকভাবে চাই যে, সে নিজের অভিমতের পক্ষে কলম হাতে নিক। আমরা সত্য বলছি যে, তার এমন কষ্ট স্বীকারে আমরা যারপর নাই কৃতজ্ঞ হবো। কেননা, কুরআন মজীদে যে সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যবলী রয়েছে বা যেসকল যুক্তি ও অখণ্ডনীয় প্রমাণাদির ভিত্তিতে কুরআন শরীফের ঐশ্বী বাণী হওয়া প্রমাণিত, তা অন্যান্য গ্রন্থের ভাগে জোটে নি। সাধারণে কীভাবে এটি তুলে ধরা যায়, অহোরাত্র আমাদের এ চিন্তাতেই কাটে। অনেক চিন্তাভাবনার পরও আমরা এর চেয়ে উত্তম কোন পরিকল্পনা খুঁজে পাই নি যে, আমরা কুরআন মজীদের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের যেসকল দিক ও প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করেছি কোন ব্যক্তি তা তার নিজ ধর্মীয় গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দাবি করে কোন পুস্তিকা প্রকাশ করুক। খোদার কাছে আমাদের দোয়া থাকবে যেন এমনিই হয়। সেক্ষেত্রে কুরআন শরীফের সত্যতার সমুজ্জ্বল সূর্য ও এর মাহাত্ম্য সকল দুর্বল দৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তির সামনেও প্রকাশ পেয়ে যাবে, আর ভবিষ্যতে কোন সরলপ্রাণ মানুষ বিরোধীদের প্রতারণার শিকার হবে না। যদি এই গ্রন্থের খণ্ডনকারী এমন কোন ব্যক্তি হয়ে থাকে যে কোন ঐশ্বী গ্রন্থের অনুসরণ করে না, তাহলে তার জন্য আমাদের সকল প্রমাণকে ধারাবাহিকভাবে খণ্ডন করাই যথেষ্ট হবে। অধিকন্তু আমাদের বিশ্বাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বীয় বিরোধী ধ্যান-ধারণাকে যৌক্তিক প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে দেখানোও আবশ্যিক হবে।

অতএব যদি এমন কোন ব্যক্তি দণ্ডয়মান হয়, তার শিক্ষণীয় রচনার মাধ্যমে মানুষের অনেক উপকার হবে এবং ব্রাহ্মসমাজীদের জ্ঞান-বুদ্ধির স্বরূপও উদঘাটিত হয়ে যাবে যারা সব সময় কেবলই ‘যুক্তি আর যুক্তি’ জপ করে বেড়ায়। এক কথায় আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, আমাদের গ্রন্থের সেদিন পুরো কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে আর এর প্রকৃত মূল্যও গুরুত্ব তখনই বুবা যাবে যখন এর সত্যতার পক্ষে প্রদত্ত প্রমাণাদির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ নিজ গ্রন্থের প্রমাণাদিও উপস্থাপন করবে বা এ যুগের তথাকথিত মুক্তচিন্তার মানুষের ন্যায় নিজেদের মনগড়া বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করবে। সত্যিকার অর্থে

ਤੁਲਨਾਮੂਲਕ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ਗੇਰ ਮਾਧਿਮੇਈ ਕੇਵਲ ਕੋਨ ਬੱਕਰ ਗੁਰੂਤ ਓ ਮਰ्यਾਦਾ ਉਪਲੰਕਿ  
ਕਰਾ ਯਾਅ। ਫੁਲੇਰ ਸੌਨਦਰੀ ਓ ਕੋਮਲਤਾ ਕੇਵਲ ਤਖਨਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਅ ਯਦਿ ਏਰ  
ਪਾਸੇ ਕਾਂਟਾਓ ਥਾਕੇ।

گرنہ بودے در مقابل روئے مکروہ سیہ  
ਪ्रتیਵਨਿਤਾਯ ਯਦਿ ਕੋਨ ਕੁਝ ਸਿਤ ਓ ਕਾਲੋ ਚੇਹਾਰਾ ਨਾ ਥਾਕਤੋ,  
کس ਜੇ ਦਾਨੇ ਜਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਲਕਵਾਮ ਰਾ  
ਤਾਹਲੇ ਕਿ ਕਰੇ ਕੇਉ ਸੁਨਦਰ ਪ੍ਰੇਮਾਸ੍ਪਦੇਰ ਬਾਹਿਕ ਸੌਨਦਰੀ ਅਨੁਧਾਵਨ  
ਕਰਤੇ ਪਾਰਤੋ?

گرنੀਫਤਾਦے بਖਸ਼ੇ ਕਾਰਡ ਰਿੰਗ ਵਿੰਬਾਦ  
ਧਦਿ ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਥੇ ਦੁਨ੍ਹ ਓ ਯੁਨ੍ਹ ਨਾ ਹਤੋ,  
ਕੇ ਸ਼ਦੇ ਜੋ ਹੋਰ ਉਧਾਨ ਸ਼ਾਸ਼ਿਰ ਖੁਸ਼ ਆਸ਼ਮ ਰਾ  
ਤਾਹਲੇ ਰਾਤਾ-ਬਾਰਾਨੋ ਤਰਵਾਰਿ ਦਾਰ ਵਾ ਤੀਕ੍ਖਤਾ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੇਤੋ?  
روشنੀ راقد راز تاریکی و تیرگی  
ਆਲੋਵ ਮੂਲ੍ਯ ਬੁਕਾ ਯਾਅ ਅਨੁਕਾਰ ਓ ਅਮਾਨਿਸ਼ਾਰ ਉਪਾਂਤਿਤਿ  
واز جہالت هاست عز و فخر عقل تام را  
ਆਰ ਉਤਕਰਵ ਬਿਵੇਕ ਓ ਬੁਨਕਿਰ ਸਮਾਨ ਏਵਂ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਅ ਅਜ਼ਤਾਰ ਸਾਥੇ  
ਤੁਲਨਾਰ ਨਿਰਿਖੇ।

ججت صادق ز نقض و قدح روشن ترشود  
ਸਤਯਵਾਦਿਰ ਯੂਕਿ, ਸਮਾਲੋਚਨਾ ਓ ਅਸੀਕਾਰੇਰ ਮਾਧਿਮੇਈ ਸ਼ੀਯ ਔਜ਼ਲਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ,  
عذر نامعقول ثابت مے کند از ام را  
ਆਰ ਖੌਡਾ ਯੂਕਿ ਅਭਿਯੋਗ ਕੇਹੈ ਸਤਿ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੇ।

ਧਾਰਾ ਏਰ ਖੁਣ ਲਿਖਤੇ ਚਾਅ ਏਖਾਨੇ ਤਾਦੇਰ ਕਾਛੇ ਨਿਵੇਦਨ ਹਲੋ, ਤਾਰਾ ਧੇਨ  
ਏਕਥਾ ਸ੍ਮਰਣ ਰਾਖੇ— ਧਦਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾ, ਨਾਡ ਬਿਚਾਰ ਏਵਂ ਬਿਜ਼ਾਪਨੇ ਬਣਿਤ  
ਸ਼ਾਰਤ ਪੁਰਣ ਕਰਾ ਤਾਦੇਰ ਉਦੇਦੇਖ ਹਹੇ ਥਾਕੇ ਤਾਹਲੇ ਉਚਿਤ ਹਵੇ, ਆਮਾਦੇਰ ਯੂਕਿ  
ਓ ਪ੍ਰਮਾਣਗੁਲੋ ਭਵਹ ਨਿਜੇਰ ਪੁਸ਼ਕੇ ਉਲੈਖ ਕਰੇ ਧਾਰਾਬਾਹਿਕਭਾਬੇ ਏਸਵੇਰ ਉਤਰ  
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾ। ਅਰਥਾਤ ਆਮਾਦੇਰ ਯੂਕਿ ਵਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਭਵਹ ਉਲੈਖ ਕਰਾਰ ਪਰ ਸਹਿਜਾਰੇ  
ਏਰ ਉਤਰ ਲਿਖਾ ਵਾਞਨੀਯ ਹਵੇ। ਕੋਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੰਪਟਤਾ ਰਾਖਾ ਵਾ ਸੰਕਿਨ੍ਤ ਕਰਾ  
ਸਮੀਚਿਨ ਹਵੇ ਨਾ ਧੇਨ ਸਕਲ ਨਾਡ ਨਿ਷ਠ ਬਿਕਿ ਸਾਮਨੇ ਤਾਕਾਤੇਹੈ ਦੇਖਤੇਹੈ ਸੰਪਟ  
ਹਹੇ ਧਾਅ ਧੇ, ਉਤਰ ਦੇਡਾ ਹਲੋ ਕਿ-ਨਾ। ਕੇਨਨਾ, ਸਾਰਾਂਖੇ ਯੂਕਿ-ਪ੍ਰਮਾਣੇਰ ਪੁਰੋ  
ਭਾਬ ਫੁਟੇ ਉਠੇ ਨਾ ਆਰ ਅਨੇਕ ਏਮਨ ਕਥਾ ਥਾਕੇ ਧਾ ਸੰਕਿਨ੍ਤ ਕਰਤੇ ਗੇਲੇ

শক্রপক্ষের অসৎ হস্তক্ষেপ বা অতি সরলতার কারণে তা ভেঙ্গে যায়, বরং প্রায় সময় উহ্য রাখলে বা বাদ দিলে যুক্তি প্রদানকারীর উদ্দেশ্যই ব্যহত হয়। এমন ক্ষেত্রে সে গ্রন্থের পাঠক যাদের কাছে দ্বিতীয় পক্ষের বই এর কোন কপি থাকে না তাদের জন্য সঠিকভাবে কোন কথা বুঝা এবং সঠিকভাবে কোন মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পাওয়া অসম্ভব হয়ে যায়। অতএব এটি যেহেতু অত্যন্ত উন্নত মানের গ্রন্থ এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্য নিরূপনের মানসে যাতে বিধৃত প্রমাণাদি পুরোপুরী খণ্ডনকারীকে বড় অংকের পুরস্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তাই এমন গ্রন্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতারণা ও প্রহসনের পথ বেছে নেয়া একটি অযথা ও অনর্থক ধূর্ততা বৈ কিছু নয়। সুতরাং পরম তাকিদ সহকারে লিখা হচ্ছে যে, কেবল মাত্র তখনই কোন উত্তরদাতা বা খণ্ডনকারী বিজ্ঞাপনের শর্ত হতে লাভবান হতে পারবে যদি সে আমাদের মুখ-নিঃসৃত বক্তৃতা এবং যে ধরনের বিষয় আমাদের গ্রন্থে লিখা রয়েছে নিখুঁতভাবে এর এক এক অক্ষর একই ধারাবাহিকতায় উল্লেখ করে, আর সততা ও স্বচ্ছতা এতেই নিহিত।

**তৃতীয়ত:** প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে এটিও স্পষ্ট থাকে যে, আমরা এ গ্রন্থে কুরআন ও হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর সত্যতার যত প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করেছি বা কুরআন শরীফের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এবং এর আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশন হওয়া সংক্রান্ত যে সকল প্রমাণাদি উল্লেখ করেছি বা এর পক্ষে যে ধরনের দাবি করেছি তার অনুকূলে প্রমাণাদিও এই পবিত্র গ্রন্থ থেকে নেয়া এবং এর আলোকেই তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ দাবিও তাই করেছি যা উল্লিখিত গ্রন্থ করেছে আর প্রমাণও তাই লিখেছি যার প্রতি সেই পবিত্র গ্রন্থ ইঙ্গিত করছে। আমরা নিছক ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন দাবিও করি নি আর কোন প্রমাণও লিপিবদ্ধ করি নি। এই বক্তব্য অনুসারে আমরা বিভিন্ন স্থানে সে সকল আয়ত উদ্বৃত করেছি যা থেকে আমাদের দাবি এবং এ সংক্রান্ত প্রমাণাদি নেয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আমাদের প্রমাণাদির মোকাবিলায় স্বীয় গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু লিখতে চায় বা কোন দাবি করে, তার জন্যও উল্লিখিত রীতি অনুসরণ করা আবশ্যিক হবে।<sup>\*৫</sup> অর্থাৎ

## টিকা: ৫

স্বীয় নীতির সত্যতা-সংক্রান্ত প্রমাণ উপস্থাপন করা ইলহামী গ্রন্থের জন্য আবশ্যিক, কেননা, ইলহামী গ্রন্থের মর্যাদা কেবল এটি নয় যে, কোন ব্যক্তি এটি হতে তোতা পাখির

তাদের গ্রন্থ এবং গ্রন্থে উল্লিখিত নীতির অনুকূলে দাবি ও প্রমাণ স্বীয় গ্রন্থ হতেই উপস্থাপন করতে হবে। এ স্থানে এটিও স্মরণ থাকে যে, দলীল বা

### চলমান টিকা: ৫

ন্যায় কিছু অযৌক্তিক ও অচেনা-অজানা কথা শিখে আত্মপ্রসাদ নিতে থাকবে যে, আমি এখন মুক্তি পেয়ে গেছি। বরং ঐশী গ্রন্থের সঠিক কাজ হবে যৌক্তিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এমন অক্ষয় ও নির্মল পর্যায়ে পৌঁছানো যে পর্যায়ে কোন সন্দেহ সৃষ্টিকারীর সন্দেহে তা নষ্ট হয় না, যাতে করে এই উৎকর্ষ বিশ্বাসের কল্যাণে বিশ্বাসীর সকল কর্ম, কথা ও বিশ্বাসের সংশোধন হয়ে যায় আর সততাকে সঠিক অর্থে সততা আর বক্রতাকে বক্রতা জ্ঞান করে প্রকৃত তাকওয়ার গুণে গুণাবিত হতে পারে। কেননা, মানুষ যতদিন অজ্ঞতারূপী জাহানামে পড়ে থাকে আর অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তার ঈমানই যার সমূহ সম্বল; উদাসীন্য, অঙ্কেপহীনতা ও জাগতিকতার মোহের কারণে যাতে তার পূর্ণ বিশ্বাসও নেই, একইসাথে হৃদয়চক্ষুও যার অর্জন হয় নি, এমন মানুষ বড় শক্তার মাঝে জীবন কাটায়। তার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো, কুরআনের আয়াত

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَصْلَى سَبِيلًا

(সূরা বনীইস্রাইল, আয়াত: ৭৩ - অনুবাদক) অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ জগতে অন্ধ সে পরজগতেও অন্ধই থাকবে বরং অন্ধদের চেয়ে অধম। সুতরাং, যে গ্রন্থ স্বীয় সত্যতা ও স্বীয় নীতির সত্যতা প্রমাণ করে দেখায় না তা মানুষের জন্য প্রকৃত সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করতে পারে না। আর জ্ঞান ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে তাকে উন্নতও করে না বরং উন্নতির পথে তা অন্তরায় এবং লাশের ন্যায় কেবল অন্ধ অনুকরণের গহ্বরে ঠেলে দেয়- যেখানে সে দেখেও না, শুনেও না আর বোঝোও না। যে ব্যক্তি এমন গ্রন্থাবলীর অনুসারী হয়ে থাকে, সে বিবেক-বুদ্ধি, যুক্তিলদ্ধ অনুমান, চিন্তা-ভাবনা এবং প্রণিধানের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না বরং কেবল কেচ্ছা ও কাহিনীর ওপর নির্ভর করে বসে থাকে, বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্বকথায় অবগাহন করে না। এছাড়া চিন্তাভাবনা ও প্রণিধান শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অকেজো ছেড়ে দিয়ে তার মাঝে ধনভাণ্ডারের ন্যায় গাছিত বা অন্তর্নির্দিত যেসকল যোগ্যতা ও সামর্থ্য রয়েছে জেনে-শুনে তা নষ্ট করে এবং ধীরে ধীরে কাঙ্গালানহীন পশুর চেয়েও ঘণ্ট্য পর্যায়ে পৌঁছে যায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে যার সাথে মানুষের পূর্ণ মানবিকতার সম্পর্ক অর্থাৎ বুদ্ধি-বিবেক, যুক্তিলদ্ধ অনুমান, চিন্তা-ভাবনা ও প্রণিধানের বৈশিষ্ট্য বা (এদেরাক) বুৎপত্তি হতে রিত্তহস্ত হয়ে এতটা কাঙ্গালানহীন হয়ে যায় যে, সে মানুষ আখ্যা পাওয়ার যোগ্যতাটুকুও হারিয়ে বসে। তার তেতুর যুক্তির নিরিখে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরূপনের যোগ্যতা আর বাকী থাকে না। তার বেলায় সেই উপমা আক্ষরিক অর্থেই প্রযোজ্য, কুরআনে যার উল্লেখ আছে অর্থাৎ

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَقْهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ  
إِذَا حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِمَا تَرَكُوكُمْ كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ بِلِهِمْ أَصْلَلُ

অর্থাৎ যারা কেবল পিতা-পিতামহের অন্ধ অনুকরণে জীবন কাটায়, তাদের হৃদয় আছে

প্রমাণ বলতে আমরা যৌক্তিক প্রমাণাদির কথা বলছি, যা যুক্তিবাদী মানুষ নিজেদের দাবির সমর্থনে উপস্থাপন করে।

কোন গাঁথা, গল্ল বা কল্প কাহিনী আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এক কথায় সকল বিষয়ে, ইলহামী গ্রন্থে উল্লেখিত যৌক্তিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। নিচক ধারণার বশবর্তী হয়ে এমন কোন আনুমানিক বিষয় যেন উপস্থাপন না করা হয় যার সত্যিকার মূল ঐশ্বী গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কেননা, প্রত্যেক বিবেকবান জানে, ইলহামী হওয়ার দাবি করা এবং দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ দেয়া আর স্বীয় নীতি সমূহের সত্যতা স্পষ্ট প্রমাণাদির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা ঐশ্বী গ্রন্থের নিজেরই দায়িত্ব। এমনটি যেন না হয় যে, ঐশ্বী গ্রন্থ স্বীয় দাবি ও দাবির সমর্থনে যুক্তি প্রদানে সম্পূর্ণ নীরব এবং স্বীয় নীতিসমূহের সত্যতার

### চলমান টিকাঃ ৫

কিন্তু তা বুঝার জন্য কাজে লাগায় না, চোখও আছে কিন্তু দেখার কাজ নেয়া হতে সেগুলোকে অব্যাহতি দিয়ে রেখেছে, কানও আছে কিন্তু তাও অকেজো পড়ে রয়েছে। এরা পশ্চতুল্য বরং এর চেয়েও অধম। (সূরা আরাফ, আয়াত: ১৮০)

এককথায় মানব প্রকৃতিতে যে সকল শক্তি-বৃত্তি সুষ্ঠু রাখা হয়েছে ঐশ্বীবাণীর অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা হলো, সেসবকে সবচেয়ে সঠিক ও যুক্তিযুক্তভাবে কাজে লাগানোর তাগাদা দেয়া, যেন কোন শক্তি নষ্ট না হয় বা এর অপ্রতুল ও অতিরিক্ত ব্যবহার যেন না হয়, যা মানুষকে একান্ত প্রজ্ঞা ও যথার্থতার দাবির নিরিখে প্রদান করা হয়েছে। এসকল শক্তির একটি হলো, বিবেক বা বুদ্ধি, যার পরিপূর্ণতার মাঝে মানুষের সম্মান নিহিত আর এর যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃত অর্থে মানুষ হয় এবং স্বীয় পরাকার্থায় পৌঁছে। মোটের ওপর মানুষের হাতে এটিই একমাত্র শক্তি বা বৃত্তি রয়েছে যা তাকে অনন্ত উন্নতির জন্য দেয়া হয়েছে। তাই জানা কথা যে, ঐশ্বী গ্রন্থ যদি এই বৃত্তির লালনকারী, সহায়ক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী না হয় বরং এ শিক্ষা দেয় যে, এই বৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হিসেবে ছেড়ে দেয়া উচিত, তাহলে এমন গ্রন্থ মানুষের প্রকৃতিগত শক্তি-বৃত্তিকে সঠিক খাতে পরিচালিত না করে এর বিকাশের পথে অন্তরায় হবে। এর সহায়ক ও সাহায্যকারী হওয়ার পরিবর্তে স্বয়ং দস্যুবৃত্তি ও বিভ্রান্তকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। এমনক্ষেত্রে এর মাধ্যমে যা কিছু শেখা ও বুঝা যাবে তা এমন কিছু নয় যাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বলা যেতে পারে, বরং তা হীন আশা, অযৌক্তিক বিশ্বাস, হীন বাসনারই নামান্তর ও কল্প-কাহিনীরই স্তুপ হবে। এর অন্ধ অনুকরণকারীরা উন্নাদ ও সন্দেহবাদীদের ন্যায় কোন ফসল না লাগিয়ে কাল্পনিক ফসল কাটার দুরাশা পোষণ করে! তাই জানা কথা যে, এমন গ্রন্থ যার নীতিমালার সফলতা নির্ভর করে বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তির বিনাশের ওপর তা কোনভাবেই মানুষের হিতসাধন করতে পারে না। -লেখক

কারণ উপস্থাপনে পুরো নিশুপ থাকবে আর অন্য কেউ দাঁড়িয়ে তার পক্ষে ওকালতি করবে ।

অতএব, ভালোভাবে স্মরণ থাকে যে, কোন ব্যক্তি নিজ গ্রন্থ ও স্বীয় নীতির সত্যতা এবং যথার্থতার পক্ষে যদি এমন কোন দাবি বা প্রমাণ উপস্থাপন করে যা তাঁর ধর্মীয় পুস্তক উপস্থাপন করে নি, তাহলে তার এই কর্ম এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ ও সাক্ষ্য বলে গণ্য হবে যে, তার প্রিয় ও স্বীকৃত গ্রন্থ যাকে সে ইলহামী বলে মনে করে, প্রতিযোগিতার এ শর্ত পূরণে অক্ষম ।

**চতুর্থত:** সবার কাছে এটিও নিবেদন করছি যে, এ গ্রন্থ ভদ্রতা ও শালীনতার সকল দাবির নিরিখে লেখা হয়েছে । এতে এমন কোন শব্দ নেই যার ফলে কোন সম্মানিত ব্যক্তি বা কোন দলের দলপতির অসম্মান বা অবমাননা হতে পারে । প্রকাশ্যে বা ইশারা-ইঙ্গিতেও এমন কোন শব্দ প্রয়োগ করাকে আমরা চরম নোংরামি মনে করি । এমন কাজ যে করে তাকে চরম দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ মনে করি । অনুরূপভাবে, সকল ভদ্র শ্রেতার দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে যে, তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকেও এ দৃষ্টিকোণ থেকেই কাজে লাগানো উচিত অর্থাৎ তারা যদি আদৌ কিছু লেখেন, তাহলে ভদ্র ও সভ্য লোকদের রীতি অনুসারে পূর্ণ রচনার ভিত্তি হওয়া উচিত সভ্যতা-ভব্যতার ওপর । অসভ্য কথা-বার্তা, অবমাননাকর ভাষা এবং পবিত্র লোক ও নবী-রসূলদের অসম্মান করা থেকে যেন তা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকে । ধর্মীয় বই-পুস্তক লিখার দায়িত্ব অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি কাজ । এক্ষেত্রে ক্ষমতার বাগড়োর কেবল এক ব্যক্তির হাতে থাকে না বরং প্রত্যেক সুন্দর ও কৃৎসিতের মাঝে পার্থক্যকারী ন্যায়পরায়ণ এবং বিদ্রোহী আর নৈরাজ্যবাদী ও সত্যভাষী কে তা নিরূপণকারী মানুষের দৃষ্টি তাদের ওপর লেগে থাকে ।

এমন ভদ্রমানুষ কমবেশি সকল ধর্মেই রয়েছে, যারা দুষ্কৃতিমূলক ও অশালীন বক্তৃতাকে প্রকৃতিগতভাবেই ঘৃণা করেন । বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র পথপ্রদর্শকদের অশালীন ও অসম্মানজনকভাবে স্মরণ করাকে তারা চরম নোংরামি ও দুষ্কৃতি গণ্য করেন । প্রকৃতপক্ষে সত্য কথাও এটি- যেসব পবিত্র মানুষকে খোদা তাঁলা স্বীয় বিশেষ প্রজ্ঞা ও ইচ্ছার অধীনে বিভিন্ন জাতির অনুসরণীয় নেতা নিযুক্ত করেছেন, যেসব আলোকিত ব্যক্তিবর্গকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে স্বীয় ইবাদত ও একত্ববাদের জ্যোতিতে আলোকিত করেছেন

আর যাদের বলিষ্ঠ শিক্ষার কল্যাণে সকল নোংরামির মূল তথা শির্ক ও সৃষ্টিপূজা পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, এক খোদার স্মরণরূপী বৃক্ষ যা ছিল শুক্ষ তা পুনরায় সতেজতা ও সৌন্দর্যে ভরে যায়, খোদার ইবাদতের অট্টালিকা যা ধ্বসে পড়েছিল তা পুনরায় এর দৃঢ় ভিত্তির ওপর নির্মাণ করা হয়। যেসকল গৃহিত জনে স্বীয় বিশেষ স্নেহের ছায়ায় স্থান দিয়ে খোদা এমন বিস্ময়করভাবে সমর্থন করেছেন যে, তাঁরা কোটি কোটি বিরোধীর ভয়ে ভীতও হন নি, ক্লান্ত-শ্রান্তও হন নি, তাদের কাজে কোন ভাটা পড়ে নি যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সততাকে সকল দুঃখতকারীর ষড়যন্ত্রের মুখে নিরাপদ থেকে ধরাপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করে ছেড়েছেন— খোদার এমন প্রিয়ভাজনদের কুটু ভাষায় গালাগালি করা চরম নোংরামি, অথর্বতা ও হঠকারিতার শামিল।

کہ تف افگندبہ مہر منیر  
যে ব্যক্তি উজ্জল সূর্যকে লক্ষ্য করে থুথু ফেলে,

هم برویش قدر تف تحقیر  
তুচ্ছ-তাছিল্যের সেই নিষ্কিঞ্চ থুথু শেষমেষ তার নিজেরই মুখে পড়ে।

تاقیامت تف ست بروکش  
এমন ব্যক্তির চেহারা কিয়ামত পর্যন্ত অভিশাঙ্কাই থাকবে।

قد سیاں دور ترزبد بویش  
পবিত্ররা তার দুর্গন্ধ হতে নিরাপদ দূরত্বে থাকবে।

এখানে আমি ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও রসনা সংযত করা সম্পর্কে যে উপদেশ দিচ্ছি তা অকারণে নয় বা বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া নয়। এখন আমার অনেক এমন ব্যক্তির কথা মনে পড়ছে যারা নবী-রসূলদের অসম্মান করে মনে করে যে, অনেক বড় পুণ্যের কাজ করছে।

এমন কুরুচিপূর্ণ বাক্যাবলী লিখে থাকে যার মাধ্যমে তাদের স্বভাবগত অপবিত্রতা খুব ভালোভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়। আমি ভালোভাবে খতিয়ে দেখেছি, এসকল হীন আচরণেরও দু'টো কারণ আছে। কিছু লোক যারা প্রজ্ঞা ও যুক্তিতে সজ্জিত কথা বলার যোগ্যতা রাখে না তারা যখন কোন সত্যের

অনুসারী ব্যক্তির যুক্তি ও বাকরণ্দকর কথা শুনে দিশেহারা ও নির্বাক হয়ে যায় তখন জ্ঞানগর্ভ আলোচনাকে হাস্যকর আখ্যা দেয়ার মাধ্যমেই নিজেদের মুখ রক্ষার চেষ্টা করে। অন্য কোনভাবে না পারলেও অন্ততপক্ষে এভাবে সমমনাদের মাঝে প্রশংসিত হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। অতএব এমন মানুষ যারা জাতির শিক্ষক সেজে বসেছে, নিজেদের এই অলীক শ্রেষ্ঠত্বকে বজায় রাখার জন্য কথায় কথায় তাদের হঠকারিতার আশ্রয় নিতে হয় আর সাধারণ মানুষ থেকে বেশি বিদ্যে প্রদর্শন করতে হয়— সত্য বলতে কি এমন লোকদের জন্য আক্ষেপ করেও লাভ নেই। কেননা, অঙ্গতা ও বিদ্যে তাদের সকল দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখে। তাদের মাঝে খোদা-ভীতিও থাকে না আর ভ্রক্ষেপ করে ঈমান, সত্য ও সততার প্রতি, বরং তারা বস্তুজগতের নোংরা কামনা-বাসানার পিছনেই ছুটে। যেখানে খোদাকে নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই আর লজ্জা-শরম এর কোন বালাই যাদের নেই, সত্য গ্রহণ করা যাদের কাছে আদৌ পছন্দনীয় নয়, এমতাবস্থায় তারা গালমন্দ ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে। অপলাপ করা ছাড়া তাদের আর কি-ই বা যোগ্যতা আছে? তারা কি-ই বা বলবে আর লিখবেই বা কী? যাদের সভ্যতা-ভব্যতা ও গবেষণার সাথে কোন সম্পর্ক নেই<sup>\*৬</sup> এমন লোকদের বাদ দিলেও খ্রিষ্টানদের মাঝে এখনও সহস্র সহস্র এমন মানুষও রয়েছে যারা ভদ্র ও ন্যায়পরায়ণ আর

### টিকা: ৬

সাধারণ খ্রিষ্টানরাও এই আপত্তির উর্ধ্বে নয়। খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর বিরক্তে তাদের হনয়ে ব্যক্তিগত যে বিদ্যে রয়েছে তাতো আছেই, অধিকন্তে সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ যেমনটা প্রদর্শন করা উচিত একমাত্র হ্যরত ঈসা (আ.)- ব্যতিরেকে অন্য কোন নবীর প্রতি আদৌ তারা তা করে না। বরং এক ব্যক্তি যখন বাণ্টাইজ হয়ে (বয়আত করে) হ্যরত ঈসা (আ.)-কে খোদার বিশেষ পুত্র জ্ঞান করে তখনই অন্য নবীদের সম্পর্কে তার মুখের লাগাম হারিয়ে যায়।

বিশেষ করে (ইঞ্জিলে) যে লেখা রয়েছে, হ্যরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বে যত নবী এসেছেন তাদের সকলেই ছিলেন চোর ও ডাকাত- এমনসব বাক্য তাদের অনেকটা ধৃষ্ট বা নষ্ট করেছে। কিন্ত এ সব অহংকার-সূচক বা অবমাননাকর শব্দ কোনভাবেই কোন নেক ও পবিত্র মানুষের প্রতি আরোপিত হতে পারে না। হ্যরত ঈসা (আ.) খোদার এতটা বিনয়ী, কোমলমতি ও নিঃস্বার্থ বান্দা ছিলেন যে, কেউ তাঁকে নেক বলবে- এই অনুমতিও তিনি দেন নি। তাই এমন শব্দ যাতে নিজের অহংকার ও অন্যের অসম্মান

যারা সততার সাথে ইসলামের মাহাত্ম্য স্বীকার করেছেন এবং ত্রিতুবাদের ভাস্তি ও বহু বিদাত যে খ্রিষ্টধর্মের অংশ হয়ে গেছে তা নিজেদের রচনাবলিতে

### চলমান টিকা: ৬

নিহিত, তা তাঁর প্রতি কী করে আরোপিত হতে পারে? খোদার নবীদের যদি আমরা চোর ও ডাকাত বলি, তাহলে আমরা নিজেরা যে চোর ও ডাকাতদের তুলনায় হাজারগুণ বেশি নিকৃষ্ট তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেসকল হৃদয়ে খোদার পবিত্র বাণী অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা যদি পবিত্র না হয়ে থাকেন তাহলে অপবিত্রের সাথে পবিত্রের কী সম্পর্ক? খোদার মনোনীতদের জন্য অসৌজন্যমূলক বা অশালীন শব্দ ব্যবহার করা বড়ই দুঃখজনক একটি বিষয়।

ক্ষণিকের জন্যও অহমিকার বেড়াজাল হতে যারা মুক্ত হতে পারে না, অধিকন্ত যারা বস্ত্র জগতের সাথে এমন মায়া-বন্ধন ও সম্পর্ক রচনা করে রেখেছে যে, তাদের হৃদয়ে জাগতিকতাই প্রতিটি মুহূর্তে বিরাজ করে, তারা যদি খোদার পবিত্র লোকদের তাছিল্যের সাথে স্মরণ করে তাহলে এটি কতবড় পরিতাপের বিষয়!

ভাইয়েরা! নবীরা (আ.) যে পবিত্র, সৎ ও উৎকর্ষ মানব ছিলেন তা মেনে নাও, যেন তাঁদের প্রতি যেসব গ্রস্ত অবতীর্ণ হয়েছে তা পবিত্র গণ্য হতে পারে। নতুনা যেসব হৃদয় থেকে সেসব গ্রস্তাবলী উৎসারিত হয়েছে তা-ই যদি পবিত্র না হয়, তাহলে সেসকল গ্রস্তাবলী কীভাবে পবিত্র হতে পারে? ধূতরা গাছে আঙুর বা ওক্ গাছে ডুমুর ধরবে তা কী করে সম্ভব? যেহেতু ঝর্ণার পানি পরিষ্কার, তাই এর উৎসকেও পরিষ্কার জ্ঞান করো। যদি তাঁরা মুত্তাকী, মনোনীত ও খোদার পরম বিশ্বস্ত বান্দা না হতেন তাহলে এটি খোদার বিরংদে আপত্তি করার নামান্তর হবে যে, তিনি মানিক চিনেন না! তাহলে তো এটি মানতে হবে যে, খোদাও নোংরা চালচলন বিশিষ্ট লোকদের ন্যায় চোর ও ডাকাতদের সাথে মেলামেশা রাখেন, নাউয়ুবিল্লাহ। তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর, যে সকল মানুষ, খোদা ও সৃষ্টির মাঝে মধ্যবর্তী যোজক আর যারা পৃথিবীতে স্বর্গীয় জ্যোতির প্রসারক, তাঁদের কী নিখুঁত হওয়া উচিত- নাকি ক্রটিপূর্ণ? সৎ হওয়া উচিত- না কি মিথ্যাবাদী? রিসালত ও নবুয়তের উদ্দেশ্য যেখানে সঠিক বিশ্বাস ও সৎকর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত করানো, সেখানে নবীরা নিজেরাই যদি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত না হন তাহলে কে তাঁদের কথা শুনবে আর তাদের কথার কী-ইবা প্রভাব পড়বে? নিরক্ষররা তাদের অবশ্যই বলবে যে, ‘হে বিজ্ঞগণ! প্রথমে নিজেদের চিকিৎসা করাও’। এছাড়া খোদার পবিত্র নবীদের নাম সামান্য কোন পরওয়ানা-লেখক (নোটিস লেখক বা প্রসেস সার্ভার) বা চৌকিদারদের ন্যায় এমন অসম্মান ও তাছিল্যের সাথে নেয়া কি সভ্যতা ও সুবিচার? বা এটি কি খোদাভীতি গণ্য হতে পারে? বস্ত্রপূজারী কোন মানুষের নাম লিখতে গিয়ে তার

দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখও করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের স্বদেশী আর্যদের এই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যাচ্ছে। এ জাতিকে বিদ্বেষ এতটা

### চলমান টিকা: ৬

উপাধি লিখার জন্য কমপক্ষে এক বিঘত স্থান লেগে যায়, একজন দুনিয়াদার মানুষের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। পক্ষান্তরে খোদার সাথে বাক্যালাপের সম্মান যারা লাভ করেছেন, খোদার বড় পছন্দনীয় গুণাবলীর আধার যারা, তাঁরা মানুষের দৃষ্টিতে এমনই তুচ্ছ হবেন যে, মুখেও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে না— এমন হলে তা কি বৈধ কাজ? তোমাদের দৃষ্টিতে তাঁরা যদি এতই তুচ্ছ হন তাহলে তাঁদেরকে নবী মান কেন? সোজা-সাপটা কেন বল না, ‘আমরা আপনাদের নবুয়্যতকেই অস্বীকার করি?’ এসকল কুধারণার একমাত্র কারণ হলো, ঐশ্বী ইলহামের প্রকৃত তত্ত্ব ও মর্ম আপনাদের জানা নেই।

আপনারা ভাবছেন, ইলহামপ্রাণ্তির অনুরূপ একটি জাগতিক পদ মাত্র যেভাবে চাল-চলন বা যোগ্যতা যাচাই করা ছাড়াই উৎকোচ ইত্যাদি দিয়ে অব্যবস্থাপনার শিকার কোন সরকারের পক্ষ থেকে জজ, তহশিলদার বা অশ্঵ারোহী সিপাহির কোন পদ লাভ হয়ে যায়। বা যেহেতু ক্ষেত্র বিশেষে (এসকল পদে নিযুক্তি দিয়ে) সরকারের উদ্দেশ্য হলো নিছক কাজ নেয়া তাই যাচাই করা হয় কেবল যৎকিঞ্চিত্বে ভাল আচার-আচরণ ও যোগ্যতা। অধিকন্তু সেই পদ (জাগতিক পদ) যেহেতু এত নিম্নমানের ও তুচ্ছ হয়ে থাকে যে, পূর্ণ সততা, উত্তম আচার-ব্যবহার বা সৎ অভ্যাসের এক্ষেত্রে বিশেষ কোন আবশ্যিকতা থাকে না। কিন্তু ভাইয়েরা! এটি আপনাদের চরম ভ্রান্তি। ঐশ্বী ওই খোদার সেই পবিত্র বাণী, যার প্রতি তা অবতীর্ণ হয় তাঁর জন্য পূর্ণ পবিত্রতা ও পরম যোগ্যতা হলো পূর্ব-শর্ত। কেননা, যে ব্যক্তি নানাবিধি জাগতিক পর্দা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অঙ্ককারে আচ্ছন্ন, পবিত্র উৎস ও তার মাঝে বিপরীত দুই মেরুর দূরত্ব বিদ্যমান— যে কারণে সে কোনভাবে ঐশ্বী ইলহামের মত কল্যাণধারা লাভের যোগ্য বলে গণ্য হতে পারে না।

অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত এক ব্যক্তি সকল প্রকার হীন আচার-আচরণ থেকে পুরো শুন্দি লাভ না করছে ততক্ষণ সেই ব্যক্তি ওহীর কল্যাণধারা লাভের যোগ্যতা পেতে পারে না। পূর্ণ পবিত্রতার শর্ত যদি না থাকতো আর যোগ্য-অযোগ্য সমান হতো তাহলে পৃথিবীর সকলেই নবী হয়ে যেতো। যেহেতু শর্ত হলো পূর্ণ পবিত্রতা, তাই নবীদের এত পবিত্র জ্ঞান করা উচিত যার চেয়ে বেশি পবিত্রতার কথা মানুষ ভাবতেই পারে না। হ্যরত দাউদ (আ.) হ্যরত ঈসা (আ.)-এর মত পবিত্র যদি না হতেন তাহলে কোনভাবেই নবী হওয়ার যোগ্য হতেন না। মসীহকে দাউদের চেয়ে বেশি পবিত্র মনে করা এক ভ্রান্ত

ঘেরাও করে রেখেছে যে, সম্মানের সাথে নবীদের নাম উচ্চারণ করাকে তারা পাপ মনে করে আর নবীকূলের সম্মানহানি করে সবাইকে মিথ্যাচারী ও প্রতারক আখ্যা দিয়ে প্রমাণবিহীন অন্তঃসারশূন্য এই দাবি করে যে, একমাত্র বেদ-ই খোদার বাণী।

আমাদের জ্যেষ্ঠদের প্রতি যা অবর্তীণ হয়েছে এবং অন্য সব ইলহামী গ্রন্থ যার মাধ্যমে একত্রিত ও ঐশী তত্ত্বের ক্ষেত্রে পৃথিবী সহস্রভাবে উপকৃত হয়েছে তার সবক'টি মানুষ নিজেরাই রচনা করেছে, যদিও এ গ্রন্থে বর্তমান বেদের এই দাবি পুরোপুরি খণ্ডন করা হয়েছে কিন্তু আমরা এখানে একথা প্রকাশ করতে চাই যে, সুধারণা পোষণ, সভ্যতা-ভ্যতা ও হৃদয়ের পবিত্রতা হতে এদের ধ্যান-ধারণা যে কতটা বিচ্যুত আর ঐতিহাসিক বিদ্বেষের জের হিসেবে যা তাদের শিরা-উপশিরা বরং রঞ্জে রঞ্জে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে যে,

### চলমান টিকাঃ ৬

ধারণা যা ইলহাম ও রিসালতের তত্ত্ব সম্পর্কে অনবহিত হওয়ার কারণে খ্রিষ্টানদের হৃদয়ে শিকড় গেঁড়েছে। আমরা এর বিস্তারিত বিবরণ সকল প্রমাণাদি সহ যথাস্থানে তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ। এখানে এ কথাও স্মরণ থাকে যে, এমন খ্রিষ্টান যাদের কথা এই টিকায় উল্লেখ করছি, তারা একদিকে খোদাও বানিয়ে বসেছে। পক্ষান্তরে তাঁকে খোদা বানিয়ে রাখার পাশাপাশি সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বড়ও মনে করে। জেনে রাখা উচিত, এটিও তাদের অপর এক ভাস্তি। সত্য কথা হলো, সব নবীর মাঝে শ্রেষ্ঠ হলেন সেই নবী, যিনি পৃথিবীর সবার চাইতে বড় ও মহান শিক্ষক। অর্থাৎ সেই নবী, যার হাতে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ নৈরাজ্যের অবসান ঘটেছিল। হারানো ও দুস্প্রাপ্য একত্রিত করে যাওয়া পুনরায় ধরাপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যুক্তি ও প্রমাণের জোরে প্রচলিত মিথ্যা ধর্মগুলোকে যিনি পরাজিত করে খ্রিস্টদের সন্দেহ দ্রুতভূত করেছেন। সকল সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তির সন্দেহ যিনি নিরসন করেছেন আর সত্য নীতি সংক্রান্ত শিক্ষার আলোকে নতুনভাবে মুক্তি বা পরিত্রাণের প্রকৃত উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, যার জন্য কোন নিষ্পাপকে ফাঁসি দেয়া এবং খোদাকে তাঁর আদি ও চিরস্থায়ী আসন থেকে অপসারণ করে কোন নারীর গর্ভে প্রবিষ্ট করানোর প্রয়োজন নেই। সুতরাং, এই সব প্রমাণের নিরিখে তাঁর পদমর্যাদা সবচেয়ে বড়। কেননা, তাঁর কল্যাণ ও উপকারিতা সবচেয়ে বেশি। এখন ইতিহাস বলে, ঐশী গ্রন্থও সাক্ষী আর যাদের চোখ আছে তারাও দেখে যে, সেই নবী যিনি এই রীতি অনুসারে নবীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হন তিনি হলেন হ্যরত মুহাম্মদ (সা.), অচিরেই এ গ্রন্থে যা সূর্যের মত ঝলমলে আলো ছড়াবে। –লেখক

সুধারণা পোষণের এসকল বৈশিষ্ট্যকে তারা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে বসেছে যা মানুষের ভদ্রতা ও সাধুতা এবং সৌভাগ্যের মাপকাঠি আর যা হলো মানবতার ভূষণ ও সৌন্দর্য।\*<sup>৭</sup>

আয়ৰ্বৰ্ত ছাড়া যত দেশে নবী ও রসূল এসেছেন অগণিত মানবকে

### টিকা: ৭

সুধারণা পোষণ করা মানুষের একটি প্রকৃতিগত শক্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত কু-ধারণা পোষণের কোন কারণ না থাকে, এই শক্তিকে কাজে লাগানো মানুষের এক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। যদি কোন ব্যক্তি বিনা কারণে এই শক্তিকে কাজে না লাগিয়ে কু-ধারণা পোষণের অভ্যাস রপ্ত করে তাহলে এমন মানুষকে পাগল, সন্দেহপ্রবণ, উন্নাদ বা কাণ্ডজানহীন আখ্যা দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোথাও কেউ যদি এই সন্দেহের কারণে বাজারের মিষ্টি ও রুটি খাওয়া ছেড়ে দেয় যে, মিষ্টি প্রস্তুতকারী বা রুটি প্রস্তুতকারীরা এতে না বিষ মিশিয়ে রেখেছে বা সফরে কোথাও কেউ প্রত্যেক পথ-প্রদর্শনকারীকে এ বলে সন্দেহ করে যে, আমায় কেউ প্রতারিত করছে না-তো? বা আবার কোথাও কেউ চুল ছাঁটানোর সময় নাপিতকে ভয় করে যে, সে ক্ষুর চালিয়ে আমায় হত্যা না করে বসে! এসব ধ্যান-ধারণা উন্নাদনা ও পাগলামির পূর্ব লক্ষণ। কারো ওপর পাগলামী ভর করার পূর্বলক্ষণস্বরূপ প্রথমে এমন ধারণাই হৃদয়ে মাথাচাড়া দেয়, এরপর সে ধীরে ধীরে পুরো উন্নাদ হয়ে যায়। অতএব প্রমাণিত হলো যে, যৌক্তিক কারণ ছাড়া কু-ধারণা পোষণ করা এক প্রকার উন্মাদনা বিশেষ, যা এড়িয়ে চলা বিবেকবানের জন্য আবশ্যিক। খোদা তাঁলা মানব প্রকৃতিতে সুধারণা পোষণের যে শক্তি বা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন এর কারণ হলো, মানব সন্তানের মাঝে সত্যভাষণ ও সততার এক স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যতক্ষণ মানুষ কোন কারণে মিথ্যা বলতে বাধ্য না হয় সে মিথ্যা বলা পছন্দ করে না আর অন্য কোন প্রকার পাপ করাও বৈধ মনে করে না। মানুষকে যদি ভাল ধারণা পোষণের বৈশিষ্ট্য দেয়া না হতো, তাহলে সত্য ভাষণ ও সত্য রীতি-নীতি অনুসরণের ফলশ্রুতিতে যে সকল উপকারিতা একের মাধ্যমে অন্য ব্যক্তি লাভ করে থাকে আর যার ওপর সমস্ত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক ও দেশীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভিত্তি, তা সবই ভেঙ্গে যেতো। উল্লেখিত শক্তিকে কাজে লাগানোর ফলশ্রুতিতে যতটা উপকার হতে পারে মানুষ তা থেকে বাধিত হয়ে যেতো। যেমন এই ভাল ধারণারই কল্যাণস্বরূপ ছোট শিশু সহজেই কথাবার্তা বলা রপ্ত করে আর পিতামাতাকে প্রকৃতই পিতামাতা হিসেবে জানে। যদি কু-ধারণা করতো তাহলো শিশু কিছুই শিখতো না আর মনে মনে বলতো যে, এর পিছনে এসকল শিক্ষাদাতাদের কোন ব্যক্তিস্বার্থ কাজ করছে আর এ কু-ধারণার কারণে সে বোবা-ই থেকে যেতো আর নিজ পিতামাতার প্রকৃত পিতামাতা হওয়াতে সন্দেহই থেকে যেতো। -লেখক

অংশীবাদিতা ও সৃষ্টিপূজার অমানিশা থেকে যারা মুক্ত করেছেন আর অধিকাংশ দেশকে ঈমান ও একত্ববাদের জ্যোতিতে আলোকিত করেছেন, তারা সকলেই নাউয়ুবিল্লাহ্ মিথ্যাবাদী ও প্রতারক ছিলেন! সত্য রিসালত ও নবুয়ত কেবল ব্রাহ্মণদের উত্তরাধিকার আর তাদের জ্যোঠিদেরই বিশেষ জায়গীর বা সম্পত্তি, স্থায়ীভাবে আল্লাহ তাঁ'লা তাদেরকেই এর ঠিকা দিয়ে রেখেছেন! স্বীয় ব্যাপক হেদায়াত ও পথপ্রদর্শনের নদীকে কেবল তাদেরই ছোট দেশে প্রবাহমান রেখেছেন। সদা তাদেরই দেশ, তাদের ভাষা এবং তাদেরই মধ্য হতে তাঁর নবী পছন্দ হয়েছে আর তারাও কেবল তিন বা চার জন-<sup>\*৮</sup> এমন ধারণা গ্রহণ

### টিকা: ৮

হিন্দু সাহেবানদের হাতে আজকাল যেই বেদ রয়েছে যাকে তারা খগ, যজু, শ্যাম ও অর্থব বেদ হিসেবে অভিহিত করে আর রিচ, ইজুশ, সামন ও অথরণাও বলে- কাদের প্রতি এসব অবর্তীর্ণ হয়েছে এর সঠিক বৃত্তান্ত জানা যায় না। কেউ বলে অগ্নি, বায় ও সূর্যের প্রতি তা ইলহাম হয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক কথা। আবার কেউ কেউ এ দাবি করে যে, ব্রহ্মার চারটি মুখ থেকে এ চারটি বেদ নির্গত হয়েছে, আর কারো মতামত হলো, এগুলো বিভিন্ন খুঁশির নিজস্ব উক্তি। এখন এই সকল বিবৃতিতে সমধিক সন্দেহ থেকেই যায় আর বোঝা যায় না এ সকল ব্যক্তিবর্গের বাস্তবে আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল, না-কি কেবল কাল্পনিক নাম মাত্র। আর বেদে দৃষ্টিপাত করলে তৃতীয় মত সঠিক মনে হয়, কেননা, আজও বেদের পৃথক পৃথক মন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন খুঁশিদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থব বেদ সম্পর্কে অধিকাংশ গবেষক পণ্ডিতদের মতৈক্য রয়েছে যে, তা একটি নকল বেদ বা ব্রাহ্মণ পুস্তক (কোন ব্রাহ্মণের লেখা) যা পরবর্তীতে বেদে অন্তর্ভূত করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীই সঠিক মনে হয়, কেননা, খগবেদ যা সব বেদের মূল আর যাকে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করা হয় তাতে কেবল খগবেদ, যজুর্বেদ এবং শ্যামবেদের উল্লেখ রয়েছে, অর্থববেদের নামটিও উল্লেখ নেই। যদি তা বেদ হতো তাহলে এরও উল্লেখ থাকত। এ ছাড়া যজুর্বেদের ২৬তম অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, বেদের সংখ্যা কেবল তিনটি। অনুরূপভাবে শ্যামবেদেও বেদের সংখ্যা তিনটিই উল্লেখ আছে। মনুজিও তাঁর পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়ের ৪২তম শ্লোকে তিনটি বেদের কথাই স্বীকার করেন। ‘যোগবিস্তা’ (যোগশাস্ত্র) যা হিন্দুদের মাঝে অত্যন্ত আশিসময় গ্রন্থ বলে গণ্য হয়, তাতে চারটি বেদ সম্পর্কে এতই স্পষ্ট বিবৃতি রয়েছে যে, বিষয়ের চূড়ান্ত মিমাংসা করে দিয়েছে। এটি সেসকল শিক্ষার সংকলন যা রাজা রামচন্দ্রজীকে তাঁর শিক্ষক দিয়েছেন। এর সার কথা হলো, শুধু অর্থব বেদই বেদ হিসেবে বিতর্কিত নয় বরং সব বেদের অবস্থা একই। এসবের একটিও এমন নেই যা পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং সংযোজন ও বিয়োজনের শিকার হয় নি। -লেখক

করলে ইলহাম করা ও রসূল প্রেরণের বিষয়টি প্রকৃতির সার্বজনীন নিয়ম এবং খোদার চিরন্তন রীতি বহির্ভূত গণ্য হবে।

অধিকল্প ইলহাম-প্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা কম মনে করার কারণে নবুয়ত ও ওহীর বিষয়টি দুর্বল, অবিশ্বাস্য ও সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়বে। এছাড়া খোদার এমন কোটি কোটি বান্দা তাঁর কৃপা, করুণা, ঐশ্বী দিক-নির্দেশনা ও পরিত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে যারা এদেশ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং এদেশ যাদের সম্পর্কে অনবহিত। এরচেয়েও অধিক ক্ষতিকর বিষয় হলো, যে বিশ্বাস সম্পর্কে আর্যরা আত্মপ্রসাদ নিয়ে থাকেন সে অনুসারে সেই তিন-চার ব্যক্তিও কোন অজানা জনমে কর্মের কল্যাণে এ পদ লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। খোদার বিশেষ ইচ্ছা এবং প্রজার দাবি অনুসারে নবুয়তের দায়িত্বে নিযুক্ত হন নি বরং খোদা তাদের বার্তাবাহক বা পয়গম্বর নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন! বাকী সকলকে চিরতরে এই মহান মর্যাদা হতে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। কেউ এক দোষে, কেউ অন্য কোন ত্রুটির কারণে আর কেউ আর্য জাতি ও আর্যাবর্তের বাইরে বসবাসের অপরাধে ইলহাম হতে বঞ্চিত থেকে যায়।

দেখার বিষয় হলো, এই নোংরা বিশ্বাস পোষণ করে খোদার গৃহীত বান্দাদের কতটা অন্যায় ও অপ্রয়োজনীয় অসম্মান করা হয়েছে যারা সূর্যের মত আবির্ভূত হয়ে সেই অন্ধকার দূর করেছেন যা তাঁদের সমসাময়িক যুগে ভূপৃষ্ঠকে আবৃত করে রেখেছিল? এছাড়া তাদের নিজেদের পরমেশ্বর সম্পর্কে কু-ধারণার চিত্র হলো, তাঁকে তারা উদাসীন, অচেতন বা কাণ্ডজ্ঞানহীন ভেবেছে। যিনি এত অজ্ঞ ও অনবহিত যে, বেদের পর সহস্র সহস্র ধরনের নিত্য-নতুন বিদ্যাত প্রকাশ পেলো, লক্ষ প্রকার তুফান আঘাত হানলো, বাড় বয়ে গেল, হরেক রকম নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিল, তাঁর রাজত্বে মারাত্মক ধরনের এক বিপত্তি দেখা দিল, পৃথিবীবাসীর নতুন সংস্কারের সত্যিকার প্রয়োজন দেখা দিল কিন্তু তিনি এমনভাবে ঘূর্ম দিলেন যে, আর কখনও জাগলেন না। এমনভাবে প্রস্থান করলেন যে, আর ফিরলেন না। যেন তার কাছে কেবল ততটাই ইলহাম ছিল যা বিলিয়ে দিয়েছেন। এরপর চিরতরে রিক্ত-হস্ত হয়ে যান আর মুখে মোহর লেগে যায়। বাকী সবগুণাবলী আজ পর্যন্ত অঙ্কুন্ত ও অটুট রয়েছে কিন্তু কথোপকথনের বৈশিষ্ট্য কেবল বেদের যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল আর এরপর তা অকার্যকর হয়ে

গেছেন এবং পরমেশ্বর চিরতরে কথা বলা ও ইলহাম করার শক্তি হারিয়ে বসেছেন। \*৯ এ হলো, আর্যদের বিশ্বাস! যার প্রতি হিন্দুদের আকৃষ্ট করা হয়!

### টিকা: ৯

এখানে কারো হৃদয়ে হয়তো এ কুমন্ত্রণা দানা বাঁধতে পারে যে, মুসলমানদেরও বিশ্বাস তো এটিই যে, ইলহামের সূচনা হয়ে আদমের মাধ্যমে হয়েছে আর মহানবীর সত্তায় তা সমাপ্তি লাভ করেছে। সুতরাং এই বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকেও মহানবী (সা.)-এর যুগাবসানে, ওহীর ধারা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়া অবধারিত! এর উভয়ে স্মরণ রাখা উচিত যে, হিন্দুদের মত আমাদের বিশ্বাস মোটেই এটি নয় যে, খোদার কাছে কেবল সে পরিমাণ কালাম বা বাণী ছিল যতটা তিনি প্রকাশ করেছেন। বরং ইসলামের বিশ্বাস অনুসারে খোদার কালাম বা কথা এবং তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তাঁর আপন সত্তার মত অসীম। যেমন, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেছেন,

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّيْ  
وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

(সূরা আল কাহফ, আয়াত: ১১০)

অর্থাৎ, খোদার কথা বা বাণী লিপিবদ্ধ করার জন্য যদি সমুদ্রকে কালিতে পরিণত করা হয় আর লিখতে লিখতে সমুদ্র শুকিয়ে যায় এবং অনুরূপ সমুদ্র এর সাথে যোগ করা হয় তবুও কথা বা বাণীতে কোন ঘাটতি আসবে না। বাকী থাকলো এ প্রশ্ন যে, আমরা মহানবীর সত্তায় ওহী সমাপ্ত হওয়ার কথা কোন্ অর্থে বলি? অতএব এক্ষেত্রে সত্য কথা হলো, যদিও ঐশ্বী বাণী নিজগুণে অকূল ও অসীম, কিন্তু সে সকল নৈরাজ্য যার সংশোধনের জন্য ঐশ্বীবাণী অবতীর্ণ হয়ে আসছে বা সেসব ঘাটতি যা খোদার ইলহাম পূর্ণ করে আসছে তা সীমার বাইরে নয় বা অসীম নয়। তাই ঐশ্বী বাণীও ততটা নায়িল হয়েছে যতটা আদম সন্তানের প্রয়োজন ছিল। কুরআন শরীফ এমন যুগে এসেছে, যখন সকল প্রকার সন্তানের প্রয়োজন বা চাহিদা সামনে এসে যায় অর্থাৎ নৈতিক ও বিশ্বাস সংক্রান্ত এবং কথা ও কর্মসংক্রান্ত সব বিষয় বিকৃতির শিকার হয়ে যায়। সকল প্রকার বাড়তি-ঘাটতি এবং সকল প্রকার নৈরাজ্য চরমরূপ ধারণ করে, যে কারণে কুরআন শরীফে পরম পর্যায়ের শিক্ষামালা নায়িল হয়। অতএব এ সকল অর্থের নিরিখে কুরআনী শরিয়ত সর্বশেষ ও সম্পূর্ণ সাব্যস্ত হয়েছে আর পূর্বের শরিয়তগুলো রয়ে গেছে অসম্পূর্ণ। কেননা, যেসকল বিশ্বখন্দার সংশোধনকল্পে পূর্বের বিভিন্ন যুগে ইলহামী পুস্তকাবলী অবতীর্ণ হয় তাও চরম পর্যায়ের ছিল না কিন্তু কুরআনের যুগে সেসব চরম রূপ পরিগ্রহ করে। তাই কুরআন শরীফ ও পূর্ববর্তী ইলহামী গ্রন্থাদির মাঝে পার্থক্য হলো, পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলী সকল প্রকার বিপুত্তি থেকে মুক্ত থাকলেও শিক্ষা অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে, কোন না কোন সময় উৎকর্ষ শিক্ষা বা কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যিক ছিল। কিন্তু কুরআনের পর এখন আর কোন গ্রন্থ আসার প্রয়োজন নেই। কেননা, উৎকর্ষ পর্যায়ে

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, বেদে এই বিশ্বাসের কোথাও উল্লেখ নেই, আর এতে এমন কোন মন্ত্র নেই যা সেই বিদ্যেষভাবাপন্ন বাজে ধারণার শিক্ষা দিতে

### চলমান টিকা: ৯

পৌঁছার পর পরাকার্থার কোন কিছু আর অবশিষ্ট নেই (যা অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যিক)। অবশ্য যদি ধরে নেয়া হয় যে, কোন যুগে বেদ ও ইঙ্গিলের ন্যায় কুরআনের সত্য নীতিমালাকেও পৌত্রিক নীতিমালায় পর্যবসিত করা হবে আর একত্রবাদের শিক্ষাও পরিবর্তন-পরিবর্ধনের শিকার হবে বা যদি এর সাথে এটিও ধরে নেয়া হয় যে, কোটি কোটি মুসলমান যারা একত্রবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত তারাও কোন শির্ক ও সৃষ্টিপূজার পথ অবলম্বন করবে। এমন ক্ষেত্রে অবশ্যই অন্য শরিয়ত এবং অন্যান্য রসূলদের আগমন আবশ্যিক। কিন্তু উভয় প্রকার ধারণা বাস্তবে সত্য প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব। কুরআন শরীফের শিক্ষায় পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও প্রক্ষেপণ অসম্ভব। কেননা, আল্লাহ তাল্লা স্বয়ং বলেন—

**إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ**

অর্থাৎ এ গ্রন্থ আমরা নায়িল করেছি আর আমরাই এর সুরক্ষা বিধানকারী (সূরা আল-হিজর, আয়াত: ১০)। দেখুন ১৩০০ বছর ধরে এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়ে আসছে। অতীতের গ্রাহ্যবলীর ন্যায় এ গ্রন্থে আজ পর্যন্ত পৌত্রিকতাপূর্ণ শিক্ষার মিশ্রণ ঘটতে পারে নি আর ভবিষ্যতেও এতে কোনরূপ পৌত্রিকতার শিক্ষা অনুপ্রবেশ করতে পারে বলে যুক্তি বা বিবেক গ্রহণ করবে না। কেননা, লক্ষ লক্ষ মুসলমান কুরআনের হাফেয় রয়েছেন। এর হাজার হাজার তফসীর রয়েছে। দৈনিক পাঁচ বেলার নামায়ে এর আয়াতগুলো তিলাওয়াত করা হয়। অনুরূপভাবে, পৃথিবীর সকল দেশে এর বিস্তার লাভ, পৃথিবীতে এর কোটি কোটি অনুলিপি বিদ্যমান থাকা, এর শিক্ষা সম্পর্কে সকল জাতির অবহিত হওয়া, এসব বিষয় এমন যার নিরিখে ভবিষ্যতেও কুরআন শরীফে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভব ও নিষিদ্ধ। এছাড়া মুসলমানদের পুনরায় শির্ক বা পৌত্রিকতায় লিঙ্গ হওয়াও অসম্ভব। কেননা, খোদা তাল্লা এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে স্বয়ং বলেছেন—

**وَمَا يُبَدِّئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ**

অর্থাৎ, শির্ক ও সৃষ্টিপূজা যতটা দ্রুরীভূত হয়েছে তা পুনরায় স্বীয় কোন নতুন শাখা-প্রশাখা গজাতে পারবে না আর পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরেও যাবে না। (সূরা সাবা, আয়াত: ৫০) অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা দিবালোকের মত স্পষ্ট।

শির্ক ও প্রতিমাপূজা একত্রবাদের স্থান দখল করতে পারে নি আর ভবিষ্যতেও যুক্তি এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতায় ও বস্তুনিষ্ঠতায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এর কারণ হলো, প্রথম যুগে মুসলমানদের সংখ্যা যেখানে অতি অল্প হওয়া সত্ত্বেও একত্রবাদের শিক্ষায় কোন ক্রটি দেখা দেয় নি বরং প্রতিনিয়ত উন্নতি হয়েছে, সেখানে এখন একত্রবাদীদের সংখ্যা ২০

পারে। মনে হয় এই মন্ত্র তখন বানানো হয়েছে আর সে যুগে এর জন্ম হয়েছে যখন আর্য ধর্মের বুদ্ধিমানরা নিজেদের যুগে গঙ্গ ও শাস্ত্রে একথাও লিখে দিয়েছিল যে, হিমালয় পর্বত ও এশিয়ার কিছু অঞ্চলকে বাদ দিলে আর কোন দেশই নেই। অনুরূপভাবে, আরও অনেক বাজে ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কার রয়েছে যা প্রতিনিয়ত পৃথিবী হতে অপস্ত হচ্ছে আর জ্ঞান অর্জনকারী ও বিবেকবানরা নিজেরাই সেগুলো ছেড়ে দিচ্ছেন; কিন্তু এখানে এর উল্লেখ করা বৃথা।

কেননা, দীর্ঘ যুগ অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যেসকল দেশ থেকে সৃষ্টিপূজা তিরোহিত হয়েছিল সেসব দেশে পুনরায় যারা এই গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের মালিক সেজে বসেছে, যাদের পবিত্র বেদে, অগ্নি, বায়ু, সূর্য ও চন্দ্ৰ ইত্যাদি সৃষ্টিকে বাদ দিলে খোদার অস্তিত্বের নামগন্ধ খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর। এদের হ্যরত মূসা, হ্যরত ঈসা ও খাতামান নবীউল (সা.)-কে প্রতারক আখ্যা দেয়া আর তাঁদের পবিত্র যুগকে ধোকা ও প্রতারণার যুগ অভিহিত করা

### চলমান টিকা: ৯

কোটিরও অধিক। তাই স্বল্প কীভাবে সম্ভব? এছাড়া কুরআনের শিক্ষা অবিরত শ্রঙ্গিগোচর করা এবং একত্রবাদীদের স্থায়ী সাহচর্যের কারণে এখন সে যুগ এসে গেছে যখন মুশরিকদের প্রকৃতি কিছুটা হলেও একত্রবাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। যে দিকেই তাকাও না কেন যুক্তি-প্রমাণ একত্রবাদের বীর সেনাদের ন্যায় শিরকের কাল্পনিক ও অলীক দূর্গে গোলাবারী বর্ণ করে চলেছে আর একত্রবাদের অন্তর্নিহিত উচ্চাস বা বৈশিষ্ট মুশরিকদের হন্দয়ে ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। সৃষ্টিপূজার অট্টালিকা যে অতি দুর্বল ও নড়-বড়ে তা উন্নত চিন্তাধারার লোকদের সামনে ক্রমপ্রকাশমান আর খোদার একত্রবাদের শক্তিশালী বন্দুক শিরকের কুৎসিত ঝুপড়িগুলোকে ধুলিসাং করে চলছে। অতএব, এসকল লক্ষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, এখন শিরকের অমানিশা অতীতের মত বিস্তৃত হওয়া অসম্ভব, যেকালে সারা পৃথিবীর মানুষ, স্রষ্টার সন্তা ও বৈশিষ্ট্যে কৃত্রিম সৃষ্টিকে অংশীদার বানিয়ে রেখেছিল। কেননা, কুরআন শরীফের সত্য নীতি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হওয়া বা এর সাথে পুরো সৃষ্টির ওপর শিরক ও সৃষ্টিপূজার অমানিশা ছেয়ে যাওয়া যুক্তির নিরিখে অসম্ভব, সে কারণেই নতুন শরিয়ত ও নতুন বিধি-বিধান সম্বলিত ইলহাম নায়িল হওয়া যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। যা অসম্ভাব্যতার দাবি রাখে তা নিজেও অসম্ভবই হয়ে থাকে। তাই প্রমাণিত হলো, মহানবী সত্যিকার অর্থে খাতামুর রসূল। -লেখক

এবং ঐশ্বী সমর্থনের সুমহান দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সফলতাকে ভাগ্য ও দৈব বিষয় অভিহিত করা, তাঁদের পবিত্র গ্রস্তাবলিকে বেদের চোরাইকৃত বিষয়াদি মনে করা, বড়ই পরিতাপের বিষয়। অথচ খোদার পক্ষ থেকে একান্ত প্রয়োজনের সময় তাঁরা তা লাভ করেছেন যার মাধ্যমে পৃথিবীর সুমহান সংশোধন হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, আজ পর্যন্ত বলা হয় নি যে, কোন্ ধরনের চুরির ঘটনা ঘটেছে? বেদের মত কুরআন শরীফের কোন স্থানে অগ্নিপুজার নির্দেশ পাওয়া যায় কী বা পবিত্র কুরআনের কোন স্থানে বায়ু ও জলের ইবাদতের কথা লিখেছে কি? বা কোন জায়গায় আকাশ ও চন্দ্র-সূর্যের প্রশংসা ও স্তুতি গাওয়া হয়েছে কি? বা কোন আয়াতে ইন্দ্র'র মহিমা কীর্তন করে তার কাছে গাভী ও অচেল ধনসম্পদ চাওয়া হয়েছে কি? এসবের কিছুই যদি না নেয়া হয়ে থাকে যা বেদের সমূহ শিক্ষার নির্যাস ও সার, তা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, বেদ থেকে তবে কী চুরি করা হলো? পরিতাপ! পত্তি দয়ানন্দের জন্য, সে তওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন সম্পর্কে তার কোন-কোন পুস্তিকা ও বেদভাসের ভূমিকায় অনেক কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছে আর বেদ'কে খাঁটি সোনা আর বাকী সকল গ্রন্থকে মেকী আখ্যা দিয়েছে। এসকল হীন কথাবার্তা ও হীন ছলচাতুরির প্রধান কারণ হলো, পত্তি সাহেব আরবীও জানেন না, ফারসীও জানেন না, এমন কী সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ভাষা বলতেও পারেন না। এর আরও একটি কারণ আছে, যা তার সর্বশেষ বইগুলো পড়লে স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলো জ্ঞানের স্বল্পতা, জ্ঞানহীনতা ও বিদ্রোহ ছাড়াও তার স্বাভাবিক বোধবুদ্ধিও উন্নাদ এবং সন্দেহপ্রবণ লোকদের ন্যায় ভারসাম্যহীন এবং সঠিক পথ হতে বিচ্যুত। পুণ্যবানকে পাপী আর পাপীকে পুণ্যবান, খাঁটিকে ভেজাল এবং ভেজালকে খাঁটি আখ্যা দেয়া, উল্টোকে সোজা আর সোজাকে উল্টো মনে করা তার এক বদঅভ্যাসে পরিণত হয়েছে, যা অবলীলায় তার পক্ষ থেকে সর্বত্র প্রকাশ পেয়ে যায়। এ কারণে বেদের সেসব ব্যাখ্যা করেন, যা কোন যুগে কেউ স্বপ্নেও দেখে নি। অধিকন্তু সেসকল ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণাকে ছাপিয়ে মানুষের হাতে নিজেকে লাঞ্ছিত করেন। সমগ্র ভারতের হিন্দু পত্তিরা যদিও হৈ-চৈ করছে যে, আমাদের বেদে একত্রিতাদের নাম-গন্ধও নেই, আমাদের পিতা-পিতামহরা কখনও এ পাঠ নেয় নি আর বেদ কোথাও সৃষ্টিপূজা করা থেকে আমাদের বারণ করে নি। পত্তিজী তবুও কাল্পনিক কথা বলা হতে বিরত হন না আর বেদের ইলহামী হওয়া যাতে প্রশ্নবিদ্ব না হয় এই

উদ্দেশ্যে বেদের বিভিন্ন মাঁ'বুদ বা উপাস্যকে এক খোদা বানাতে চান যাদের সংখ্যা হলো বাস্তবে শত শত ।

যাইহোক, তিনি বেদে যে হস্তক্ষেপ করছেন এবং করছেন তাতো তার স্বাধীনতা যা তিনি ভোগ করছেন, কিন্তু কুরআন শরীফের অনর্থক অসম্মান ও অবমাননা করা এমন একটি কাজ যার ফলে তাকে মারাত্মক লাঞ্ছনা পোহাতে হবে । আমার এই গ্রন্থ লেখার মাধ্যমে সেই দিন এসে গেছে । এখন পঞ্চিত সাহেব কুরআনের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের আর বেদের নীতি মিথ্যা হওয়া সংক্রান্ত শতশত প্রমাণ কোন শিক্ষিত মানুষের মাধ্যমে এই গ্রন্থ হতে অবগত হওয়ার পরও কি জীবিত থাকতে চাইবেন নাকি তার আত্মহত্যার প্রবল বাসনা জাগবে, তা আমরা জানি না । কতবড় পরিতাপের বিষয় যে, কুরআনের মত সুমহান, সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্পূর্ণ ও উৎকর্ষ, সর্বোত্তম ও সবচেয়ে সুন্দর গ্রন্থের অবমাননা করতে গিয়ে না পরকালের লাঞ্ছনাকে ভয় করেন, না ইহলৌকিক অভিশাপ ও সমালোচনাকে ভয় করেন । হয়ত তিনি উভয় জগতকে কোন গুরুত্বই দেন নি । খোদার ভয় না থাকলেও নিদেনপক্ষে এ পৃথিবীর লাঞ্ছনাকে তার ভয় করা উচিত ছিল । লজ্জাবোধ যদি লোপ পেয়ে থাকে অন্তপক্ষে মানুষের সমালোচনা ও অভিশাপের ভয় থাকলেও হত । যদি পঞ্চিত সাহেবের প্রকৃতিই এমন হয়ে থাকে যে, তিনি খোদার পবিত্র রসূলদের অন্যায়ভাবে অবমাননা করে আনন্দ পান আর আপন অভ্যাসের ওপর যদি তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণই না থাকে, তবে প্রশ্ন হলো, এটি করে তিনি খোদার পবিত্র লোকদের কী-ই বা ক্ষতি করতে পারবেন? ইতৎপূর্বে নবীদের শক্ররা এসকল প্রদীপ্ত চেরাগ নিভিয়ে দেয়ার মানসে হেন কী কাজ আছে যা করে নি? কোন্ ষড়যন্ত্র আছে যা আঁটে নি? কিন্তু তাঁরা যেহেতু সত্য ও সততার বৃক্ষ ছিলেন, তাই অদৃশ্য সাহায্যের কল্যাণে তাঁরা প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত উন্নতি করেছেন আর শক্রদের বিরোধিতামূলক ষড়যন্ত্রে তাঁদের কোন ক্ষতি হয় নি । বরং তাঁরা মালিকের হন্দয়কে প্রীত করে, সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন চারা গাছের ন্যায় উন্নতির পর উন্নতি করেছেন এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়েছেন । একপর্যায়ে তাঁরা ছায়াপ্রদ ও ফলবান মহীরূপে পরিণত হয়েছেন । আর দূর-দূরান্তের আধ্যাত্মিক ও সত্যিকার আরাম-সন্ধানী পাথীরা এসে এতে বাসা বেঁধেছে- বিরোধীদের কোন চেষ্টাই ফলপ্রদ হয় নি । যদিও এসব দুরভিসন্ধিবাজরা অনেক চেষ্টা-তদবির করেছে, জুতোর তলা ক্ষয় করেছে, ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু

ਪਿੰਡਿਆਰ ਪਾਖਿਰ ਮਤ ਛੁਟਫ਼ਟ ਕਰਾ ਛਾਡਾ ਤਾਰਾ ਆਰ ਕਿਛੁਈ ਕਰੇ ਓਠਤੇ ਪਾਰੇ ਨਿ। ਯੇਖਾਨੇ ਹਾਤ ਢਾਰਾ ਏਸਕਲ ਪਵਿਤ੍ਰਦੇਰ ਕੋਨ ਕੱਤਿ ਕਰਾ ਸੜਕ ਹਹ ਨਿ ਸੇਖਾਨੇ ਅਵਮਾਨਨਾਕਰ ਕਥਾਰ ਮਾਧਯਮੇ ਕੀਭਾਬੇ ਤਾਦੇਰ ਕੱਤਿ ਹਤੇ ਪਾਰੇ? ਏਰਾ ਸੇਹੀ ਮਨੋਨੀਤ ਜਾਤਿ, ਯਾਦੇਰ ਸਮਾਨਿਤ ਓ ਗ੍ਰਹੀਤ ਹਉਧਾਰ ਪਰੀਕਾ ਤਾਦੇਰ ਸੜ-ਸੜ ਘੁਗੇਹੀ ਹਹੇ ਗੇਛੇ। ਪ੍ਰਤਿਮਾਪੂਜਾਰਿਦੇਰ ਬਾਂਧਾਰ ਮੁਖੇਓ ਸੇਹੀ ਸਮਾਨੇਰ ਕੋਨ ਹਾਨਿ ਹਹ ਨਿ ਆਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਤਿਪੂਜਾਰਿਦੇਰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਕਤਾਰ ਫਲੇਓ ਤਾ ਥੇਮੇ ਧਾਇ ਨਿ। ਤਰਵਾਰਿਰ ਪ੍ਰਖਰਤਾਓ ਏਹੀ ਸਮਾਨ ਏਂ ਮਹਿਮਾਕੇ ਕਾਟਤੇ ਬਿਚ ਹਹੇਚੇ ਆਰ ਤੀਰੇਰ ਪ੍ਰਵਲ ਗਤਿਓ ਏਤੇ ਕੋਨ ਬਿਪਤਿ ਸ੃ਣਿ ਕਰਤੇ ਪਾਰੇ ਨਿ। ਸੇਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪੇਰ ਔਜ਼ਲ੍ਯ ਏਤੀ ਪ੍ਰਖਰ ਛਿਲ ਧੇ, ਏਰ ਪ੍ਰਤਿ ਹਿੰਸਾ-ਪੋ਷ਣਕਾਰੀ ਅਨੇਕੇਰ ਰਤਹੀ ਤਾ ਪਾਨਿ ਕਰੇ ਦਿਯੇਛੇ।

خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے

ਖੋਦਾਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਬਾਨ੍ਦਾਦੇਰ ਜਨਯ ਖੋਦਾਰ ਪੱਕ ਥੇਕੇ ਸਾਹਾਧ ਏਸੇ ਥਾਕੇ

جب آتی ہے تو پھر عالم کو اک عالم دکھاتی ہے

ਧੁਖਨ ਤਾ ਆਸੇ ਕੇਵਲ ਤਖਨਹੀ ਬਿਚ ਜਗਤੇਰ ਪ੍ਰਕ੃ਤ ਰਹਸ਼ ਉਨ੍ਹੋਚਿਤ ਹਹੇ।

وہ بੂਨੀ ہے ہوا ਅਤੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ ਰਹ ਕਾਵਰਾਤੀ ہے

ਕੋਨ ਸਮਧ ਤਾ ਬਾਤਾਸੇ ਰੂਪ ਨੇਯ ਆਰ ਪਥੇਰ ਸਕਲ ਖੁਕੁਟੋ

ਉਡਿਯੇ ਨਿਯੇ ਧਾਇ।

وہ ہو جاتੀ ہے آਗ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਲਫ ਕੁ ਜਲਾਤੀ ہے

ਕੋਨ ਸਮਧ ਤਾ ਅਗ਼ਨਿਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਆਰ ਸਕਲ ਬਿਰੋਧੀਕੇ ਭਸ਼ਮੀਭੂਤ ਕਰੇ।

ਕੁਝੀ ਵਹ ਖਾਕ ਹੋ ਕੇ ਰਸ਼ਨੀਓ ਕੇ ਸਰਪੈਪ੍ਰਤੀ ہے

ਕੋਨ ਸਮਧ ਤਾ ਧੂਲਾ ਹਹੇ ਸ਼ਕ੍ਰਾਰ ਮਾਥਾਧ ਪਡੇ

ਕੁਝੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹ ਪਾਨੀ ਅਨੇਕ ਟ੍ਰੋਫਾਨ ਲਾਤੀ ہے

ਕੋਨ ਸਮਧ ਤਾ ਪਾਨਿ ਹਹੇ ਤਾਦੇਰ ਓਪਰ ਤੁਫਾਨ ਆਨਨਦ ਕਰੇ

ਗੁਪਰ ਕਣ ਨੀਂਹੀਂ ਹੋ ਗੜ ਖੁਦਾਕੇ ਕਾਮ ਬਨਦੀਓ ਸੇ

ਏਕ ਕਥਾਧ ਬਾਨ੍ਦਾਰ ਚੇ਷ਟਾਧ ਖੋਦਾਰ ਕਾਜ ਬੰਧ ਹਤੇ ਪਾਰੇ ਨਾ

ਬੁਲਾਖਾਲ ਕੇ ਆਗੇ ਖੁਲ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿਸ਼ ਜਾਤੀ ہے

ਸੁਣਾਰ ਬਿਰੋਧਿਤਾ ਕਰੇ ਸ੃ਣਿਓ ਕੀ ਸਫਲ ਹਤੇ ਪਾਰੇ?

ਏਹੀ ਬੜਬੋਹੇਰ ਸਾਰਕਥਾ ਹਲੋ, ਜਗਤਿਤ੍ਰੇਮ ਓ ਜਾਤਿਰ ਭਾਲੋਬਾਸਾਰ ਕਾਰਗੇ ਵਾ ਮਿਥਾ ਆਤਾਭਿਮਾਨ ਓ ਮਿਥਾ ਸਮਾਨੇਰ ਅਜੂਹਾਤੇ ਵਾ ਲਜ਼ਾਬੋਧੇਰ ਘਾਟਤਿਰ

কারণে পত্তি সাহেব প্রমুখ বিরোধী ও শক্রদের যদি খোদার সত্য গ্রস্থাবলীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন পছন্দ না হয় তাহলে তাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমরা তাদের নসিহত করছি যে, অন্ততঃপক্ষে গালমন্দ করা থেকে বিরত হোন, কেননা, এর পরিণাম শুভ হয় না। কথার কথা, যদি আমরা ধরেও নেই যে, তাদের অড্ডত বিবেকের কাছে খোদার পবিত্র নবীদের সত্যতা প্রমাণিত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও যার হৃদয়ে কিছুটা খোদাভীতি বা মানুষের সমালোচনার ভয় আছে, সে অবশ্যই স্বীকার করবে যে, সত্যতার প্রমাণ না থাকা কোনভাবে মিথ্যাবাদী হওয়ার প্রমাণ নয়। কেননা, যায়েদের সত্যবাদী হওয়া প্রমাণিত নয় বাকেয়ের অর্থ যায়েদের মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণিত বিষয়— এর সমান হতে পারে না। সুতরাং যখন কোন ব্যক্তির মিথ্যা প্রমাণিত নয় তার বিরুদ্ধে মিথ্যার সিদ্ধান্ত দেয়া এবং তাকে মিথ্যাবাদী বলে বেড়ানো সত্যিকার অর্থে সেই সকল লোকের কাজ যাদের একমাত্র ধর্ম, ঈমান, পরমেশ্বর ও ভগবান হলো, জাগতিক স্বার্থ বা মিথ্যা আত্মসম্মানবোধ অথবা জাতি ও বংশের মিছে গৌরব। সত্য যদি তারা গ্রহণ করে আর সকল প্রকার হঠকারিতা পরিত্যাগ করে তাহলে দরিদ্র এক দরবেশের মত সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ঐশীধর্মে প্রবেশ করতে হবে আর এহেন পরিস্থিতিতে কে তাদের গুরুজী, পত্তিজী এবং স্বামীজী বলে ডাকবে? অতএব, এমন মানুষ যদি সত্য ও সততার পথে বাধ না সাধে তাহলে আর কে সাধবে? তাদের ক্রোধ ও রাগ যদি প্রকাশ না পায় তবে আর কারটা প্রকাশ পাবে? ইসলামের সম্মানের কথা স্বীকার করলে তাদের নিজেদের সম্মানহানি হয়, নানা প্রকার জীবিকার পথ বন্ধ হয়ে যায়, সুতরাং কেন তারা এক ইসলামকে গ্রহণ করে সহস্র বিপদকে আমন্ত্রণ জানাবে? এ কারণেই, যেই সত্যকে বিশ্বাস স্থাপন করার শত শত কারণ ও যুক্তি রয়েছে, তা তারা গ্রহণ করে না। পক্ষান্তরে যেসকল গ্রন্থের শিক্ষার প্রতিটি অক্ষর শিরকের শিক্ষা দেয়, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বসে আছে। কোন মহিলা, যার চরিত্র প্রশংসনীয় নয় বলে প্রমাণিত, তাকে যদি কোন নিষিদ্ধ কাজের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়, তাহলে তারা তাৎক্ষণিকভাবে বলে বসে যে, কে তাকে হাতেনাতে ধরেছে? কে দেখেছে? আর কে-ই বা ঘটনার সাক্ষী? এ দৃষ্টান্তের মাধ্যমেও তাদের অন্যায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সেসব পবিত্রচেতা লোক যাদের সততার সাক্ষ্য এক বা দু'জন নয় বরং কোটি কোটি মানুষ দিয়ে এসেছে, তাদের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপে এরা ব্যগ্র। অথচ একথার নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ

নেই যে, তারা কারো চোখের সামনে প্রতারণামূলক পান্তুলিপি প্রস্তুত করেছেন বা এ ষড়যন্ত্রমূলক কাজে কারো পরামর্শ নিয়েছেন বা সেই রহস্য নিজের চাকর-বাকরদের বা বন্ধু-বন্ধবদের বা মহিলাদের কাউকে বলেছেন বা কোন ব্যক্তি পরামর্শ করতে বা গোপন বিষয় বলতে হাতেনাতে তাদের ধরে ফেলেছে বা মৃত্যুকে সামনে দেখে নিজেই প্রতারক হওয়ার কথা স্বীকার করে বসেছেন! সুতরাং এটিই তাদের হৃদয়ের নোংরামির প্রমাণ আর এর মাধ্যমেই তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাধি ধরা পড়ে।

নবীরা এমন মানুষ যারা নিজেদের পূর্ণ সততার সুদৃঢ় প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শক্রদেরও অভিযুক্ত করেছেন। যেমন কুরআন শরীফে যে স্থানে

فَقَدْ لِمْسِتُ فِيْكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

[(অর্থ: নিশ্চয় এ - (নবুয়তের দাবির) পূর্বেও আমি তোমাদের মাঝে এক দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছি, সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৭, অনুবাদক)।] বলেছেন, সেখানে হ্যরত খাতামুল আমিয়া (সা.)-এর পক্ষ থেকে এই অভিযোগই আনা হয়েছে। অর্থাৎ আমি এমন নই যে, মিথ্যা বলব বা প্রতারণার আশ্রয় নেবো। দেখ, ইতোপূর্বে আমি চল্লিশটি বছর তোমাদের মাঝে অতিবাহিত করে এসেছি, তোমরা কখনও আমার কোন মিথ্যা বা প্রতারণা প্রমাণ করেছ কি? তোমরা কি এতটুকুও বুঝ না? অর্থাৎ, যে আজ পর্যন্ত কোন প্রকার মিথ্যা বলে নি এখন খোদার নামে কীভাবে মিথ্যা বলতে আরম্ভ করল? এ কথায় নবীদের জীবনের ঘটনা প্রবাহ আর তাঁদের সুস্থ আচার-ব্যবহার এত স্পষ্ট ও প্রমাণিত বিষয় যে, যদি সব কথা বাদ দিয়ে কেবল তাঁদের ঘটনাবলীই দেখা হয়, তাহলে তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী হতেই তাদের সত্যতা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোন ন্যায়পরায়ণ ও বিবেকবান ব্যক্তি এ গ্রন্থে হ্যরত খাতামুল আমিয়া (সা.)-এর সত্যতার যে সকল দলীল-প্রমাণ উপস্থাপিত হবে তা একপাশে রেখে কেবল তাঁর আচরিত জীবন নিয়েই চিন্তা করে তাহলেও আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, তিনি সত্য নবী ছিলেন। আর কেনই-বা করবে না! সে সকল ঘটনা এতটাই সত্য ও স্বচ্ছতায় সৌরভিত যে, সত্য সন্ধানীদের হৃদয় অবলীলায় সেদিকে আকৃষ্ট হতে বাধ্য।

একটু ভাবা উচিত, সহস্র সহস্র বিপদাপদ মাথাচাড়া দেয়া আর লক্ষ লক্ষ শক্র, প্রতিদ্বন্দ্বী ও ভয়প্রদর্শনকারী দণ্ডয়মান হওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা.) প্রথম

থেকে শেষ পর্যন্ত নবুয়তের দাবিতে কীভাবে অনড় ও অটল ছিলেন! বছরের পর বছর সেসব সমস্যার সম্মুখীন ছিলেন এবং সেসকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয় যা সফলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ করছিল আর প্রতিনিয়ত সেসব সমস্যা বেড়েই চলছিল। এহেন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরলেও কোন জাগতিক লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার কথা ভাবাই যেতো না, বরং নবী হওয়ার দাবি করে নিজের পূর্বের সহানুভূতিশীলদেরও হারিয়ে বসেছেন। এক কথা বলে লক্ষ বিভেদের কারণ হয়েছেন এবং সহস্র সহস্র বিপদাপদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। স্বদেশ হতে বহিক্ষৃত হয়েছেন। হত্যার জন্য পিছু ধাওয়া করা হয়েছে। ঘরদোর এবং সকল উপায়-উপকরণ ধ্বংস ও বিনষ্ট করা হয়েছে। বারংবার বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। হিতাকাঞ্চীরা অনিষ্টকামী হয়ে গেছে। বন্ধুরা শক্রতা আরঙ্গ করেছে। দীর্ঘকাল তিক্ততার মাঝে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে, যার ওপর অবিচলতার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকা কোন মিথ্যাচারী প্রতারকের জন্য সম্ভব নয়। দুঃখকষ্টের দীর্ঘ যুগাবসানে যখন ইসলাম জয়যুক্ত হয় তখন সম্পদ ও সম্মান হাতের মুঠোয় পেয়েও কোন ধনভান্ডার পুঁজিভূত করেন নি, কোন অট্টালিকা নির্মাণ করেন নি, কোন বারগাহ (দরবার শরীফ) প্রস্তুত হয় নি, বাদশাহদের ন্যায় বিলাসী জীবনের কোন উপকরণ প্রস্তাব করা হয় নি। অন্য কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করেন নি বরং অর্থ-সম্পদ যাকিছু এসেছে তার পুরোটাই এতিম, মিসকীন, বিধবা ও ঋণগ্রাহকদের দেখাশুনার কাজে ব্যয় হতে থাকে। একবেলাও কোনসময় পেটপুরে খাবার খান নি। আর এত স্পষ্টভাষ্য ছিলেন যে, শিরকের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে যে সকল জাতি শিরকে নিমজ্জিত ছিল তাদের সবাইকে বিরোধী সারিতে দাঁড় করিয়েছেন। যারা ছিল আপনজন, মূর্তিপূজা বা শিরক হতে বারণ করে তাদেরকে সর্বপ্রথম শক্র-সারিতে দাঁড় করিয়েছেন। হরেক প্রকার সৃষ্টিপূজা, পীরপূজা ও অপকর্ম হতে বারণ করে ইহুদিদের সাথেও সম্পর্ক নষ্ট করেছেন, হ্যরত ইসাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও অপমান করতে বারণ করেছেন, যে কারণে তাদের হন্দয়ে ভয়াবহ আগুন লেগে যায় আর তারা ভীষণ শক্রতায় প্রবৃত্ত হয় এবং সর্বদা হত্যা করার জন্য ওঁত পেতে থাকত। অনুরূপভাবে, খ্রিষ্টানদেরকেও খেপিয়ে তুলেন, কেননা, তাদের বিশ্বাস অনুসারে তিনি তাঁকে খোদা বা খোদার পুত্র আখ্যায়িত করেন নি আর অন্যের পরিত্রাতা হিসেবে ক্রুশে তাঁর মৃত্যু বরণেও বিশ্বাস করেন নি। অগ্নি এবং তারকা পূজারীরাও ক্ষেপে যায়, কেননা,

তাদেরকে তাদের দেবতাদের পূজা থেকে বিরত থাকতে বলা হয় আর কেবল তৌহীদ বা একত্ববাদকেই মুক্তির কেন্দ্রবিন্দু আখ্যা দেয়া হয়।

এখন ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখার বিষয় হলো, বস্ত্রস্বার্থ সিদ্ধির কি এটিই রীতি? অর্থাৎ সকল শ্রেণিকে এমন এমন মর্মপীড়াদায়ক কথা শুনানো হয়েছে যে, সকলেই শক্রতায় উঠেপড়ে লাগে আর সবার মনে আঘাত লাগে। তাঁর নিজের দল এতটুকু ভারী হওয়া বা অন্যের হামলা প্রতিহত করার সামান্যতম শক্তিটুকুও অর্জিত হওয়ার পূর্বেই সবাইকে এমনভাবে ক্ষেপিয়ে তুলেন যে, তারা তাঁর রক্ষণপিপাসু শক্র হয়ে যায়। যেভাবে তিনি কতকক্ষে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছেন, সেভাবে যদি কতকক্ষে তিনি সত্যবাদী আখ্যায়িত করতেন, কেবল তবেই এটি ধূর্ততামূলক ষড়যন্ত্র গণ্য হতো। কেননা এভাবে কতক বিরোধী হয়ে গেলেও কতক তাঁর পক্ষে থাকত! বরং আরবদের যদি বলা হতো যে, তোমাদের ‘লাত’ ও ‘উয্যা’ (প্রতিমা) সত্য, তাহলে তারা তখনই তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়ত আর এমনক্ষেত্রে তাদের দ্বারা যা ইচ্ছা করাতে পারতেন। কেননা, তারা সকলেই ছিল স্বজন, নিকটাত্মীয় এবং জাতিগত আত্মভিমানে নজীরবিহীন। সবকথা তারা মেনেই নিয়েছিল, কেবল প্রতিমাপূজার পক্ষে কথা বললেই তারা খুশী হয়ে যেতো এবং মনপ্রাণ উজাড় করে আনুগত্য করত। কিন্তু ভাবা উচিত, সেই মুহূর্তকালে মহানবী (সা.)-এর আপন-পর সবার সাথে সম্পর্ক নষ্ট করা আর কেবল একত্ববাদকে সেসময় দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, যে যুগে এর চেয়ে বেশি ঘৃণ্য বিষয় পৃথিবীর দৃষ্টিতে আর কিছুই ছিল না, যে কারণে শত শত সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো বরং প্রাণে মারা যাওয়ার আশংকাও দেখা দিত- এটি কোন্ জাগতিক স্বার্থে ছিল? যেখানে ইতৎপূর্বে এ কারণে নিজের সকল জাগতিক স্বার্থ ও জনসমর্থন হাতছাড়া করেছেন, সেখানে প্রশং দাঁড়ায়, যে বিশ্বাস পরীক্ষার কারণ তার ওপর অবিচল থাকার ফলে কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলো যা প্রকাশ করতেই নওমুসলিমদের বন্দী হতে হয়, শিকলাবন্দ করা হয় এবং ভয়াবহ মার খেতে হয়? সবাইকে তাদের প্রকৃতি, অভ্যাস, ইচ্ছা এবং বিশ্বাস পরিপন্থী তিক্ত কথা শুনিয়ে নিম্নে প্রাণের শক্রতে পরিণত করলেন আর কোন একটি জাতির সাথেও সম্পর্ক ঠিক রাখলেন না- জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির কি এটিই রীতি? যারা লোভী ও ষড়যন্ত্রকারী হয়ে থাকে তারা কি এমন পরিকল্পনাই করে থাকে যার ফলে বন্ধুও শক্র হয়ে যায়? প্রথম পদক্ষেপেই সারা পৃথিবীকে নিজেদের

শক্রতার জন্য লেলিয়ে দেয় আর নিজ প্রাণকে স্থায়ী ভূমকির মুখে ঠেলে দেয়? যারা কোন ষড়যন্ত্রকে পুঁজি করে জাগতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে চায় এটিই কি তাদের নীতি? তারা তো নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সবার সাথে সুসম্পর্ক রাখে আর সকল ফিরকার সত্যতার সনদ বিতরণ করে বেড়ায়। খোদার সন্তুষ্টির জন্য কথা ও কাজে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা কি করে তাদের প্রকৃতিগত অভ্যাস হতে পারে? খোদার একত্ববাদ ও মাহাত্ম্য কি করে তাদের কাছে অগ্রগণ্য হতে পারে? খোদার জন্য অনর্থক কষ্ট সহ্য করবে, তাদের জন্য কী করে এটি সম্ভব?

শিকারীদের মত যেখানে শিকার পাওয়া সহজলভ্য সেখানে তারা জাল পাতে আর সে রীতিই অবলম্বন করে যাতে স্বল্প পরিশ্রমে জাগতিক লাভের সম্ভাবনা বেশি। কপটতা তাদের পেশা আর চাটুকারিতা তাদের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে। সবার সাথে মিষ্টি করে কথা বলা আর সকল চোর ও সাধুর সাথে একই ধরণের সুসম্পর্ক বজায় রাখা তাদের একটি বিশেষ নীতি হয়ে থাকে। মুসলমানদের সামনে ‘আল্লাহ আল্লাহ’ আর হিন্দুদের সামনে ‘রাম রাম’ করার জন্য তারা সদা প্রস্তুত থাকে। সকল বৈঠকে মানুষের সুরে সুর মিলিয়ে ‘হ্যাহ্যান্না’ বা ‘না-না’ করতে থাকে। যদি কোন বৈঠকের সভাপতি দিনকে রাত আখ্যা দেয় এরা কেবল এর প্রতি সমর্থনই ব্যক্ত করে ক্ষান্ত দেয় না বরং (দিনের বেলা) রাতের চাঁদও তারা খুঁজে বের করে। খোদার সাথে তাদের কিসের সম্পর্ক আর তাঁর সাথে বিশ্বস্ততারই বা কী কারণ থাকতে পারে? নিজেদের প্রফুল্ল মন ও প্রাণকে অনর্থক অনাকাঙ্ক্ষিত দুঃখের মুখে ঠেলে দেয়ার তাদের প্রয়োজনই বা কী? ওস্তাদ তাদেরকে একটি কথাই শিখিয়েছে তাহলো, সবাইকে একথা বলবে যে, তোমার পথই সঠিক আর তোমার মত যথার্থ। তুমি যা বুঝেছ তা-ই ঠিক। এক কথায় সরল-বক্তৃ, সত্য-মিথ্যা এবং পাপ-পুণ্যের ওপর তাদের কোন দৃষ্টি থাকে না বরং যারা তাদের কিছুটা মিষ্টি-মুখ করায় এরাই তাদের হিসেবে ভাল, সাধুজন ও ভদ্রমানুষ। যার প্রশংসায় তারা নিজেদের উদররূপী দোষখ ভরার সম্ভাবনা দেখে তাকেই পরিত্রাণপ্রাপ্ত, স্বর্গের উত্তরাধিকারী ও চিরস্থায়ী জীবনের মালিক বানিয়ে বসে। কিন্তু হ্যরত খাতামুল আমিয়া (সা.)-এর ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাতে একথা অতি পরিষ্কার, স্পষ্ট ও প্রদীপ্ত যে, মহানবী (সা.) ছিলেন কথা ও কাজে অভিন্ন, স্বচ্ছ-হৃদয়, খোদার জন্য জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত। সৃষ্টির ওপর নির্ভর করা ও তাদের

কাছে আশা-ভরসা রাখা হতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে বিমুখ, কেবল খোদার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন তিনি। যিনি খোদার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্বেদিত ছিলেন, আদৌ অক্ষেপ করেন নি যে, একত্ববাদের ঘোষণার ফলে কী-কী বিপদ আমার ওপর আপত্তি হতে পারে আর মুশরিকদের হাতে কী-কী দুঃখ ও বেদনা আমাকে সইতে হবে।

বরং সকল দুঃখ-কষ্ট, কাঠিন্য ও সমস্যাবলি শিরোধার্য করে স্বীয় মনিবের নির্দেশ পালন করেছেন আর খোদার পথে সংগ্রাম, ওয়াজ ও নসীহতের জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলীর সবকটি দৃষ্টিগোচর রেখেছেন। কোন ভয় প্রদর্শনকারীকে এতটুকুও গুরুত্ব দেন নি। আমরা সত্য-সত্যই বলছি, নবীকুলের ঘটনাবলীতে ভয়াবহ বিপদাপদের মুখে খোদার ওপর এভাবে ভরসা করে প্রকাশ্যে শিরুক ও সৃষ্টিপূজা থেকে বারণকারী আর এত শক্র থাকা সত্ত্বেও এরূপ দৃঢ়চিত্ততা ও অবিচলতা প্রদর্শনকারী একজনও দেখা যায় না। সুতরাং কিছুটা হলেও সততার সাথে ভাবা উচিত যে, এসকল পরিস্থিতি কত পরিষ্কারভাবে মহানবীর অভ্যন্তরীণ সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এছাড়া বিবেকবানরা এ সব পরিস্থিতি সম্পর্কে যদি আরও চিন্তা করে তাহলে বুঝতে পারবে, যে যুগে মহানবী (সা.) প্রেরিত হয়েছেন তা সত্যিকার অর্থে এমন এক যুগ ছিল, যখন বিরাজমান পরিস্থিতি এক বড় ও মহান ঐশ্বী সংস্কারক ও স্বর্গীয় পথপ্রদর্শককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল<sup>\*১০</sup> আর যে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে বাস্তবে তা ছিল সত্য ও অত্যাবশ্যকীয় এবং সেসকল বিষয়ের সমাহার

### টিকা: ১০

ইতিহাস স্পষ্টভাবে বলে আর কুরআন মজীদের বেশ কয়েক স্থানেও বিশদভাবে উল্লেখ রয়েছে (যা প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ হবে) যে, মহানবী (সা.) সে যুগে প্রেরিত হয়েছেন, যখন সারা পৃথিবীতে শিরুক, অষ্টতা ও সৃষ্টিপূজার রাজত্ব ছিল। সকলেই সত্য নীতি বিসর্জন দিয়ে বসেছিল। সকল ফিরকা সঠিক পথ ভুলে এবং অন্যদের ভুলিয়ে বিদাতের নতুন-নতুন পথ অনুসরণ করছিল। আরবে প্রতিমাপূজার ভয়াবহ প্রচলন ছিল। পারস্যে অগ্নিপূজার বাজার গরম ছিল। ভারতে প্রতিমাপূজা ছাড়াও আরও শত শত প্রকার সৃষ্টিপূজা বিস্তার লাভ করেছিল। সে যুগেই অনেক পূরান (হিন্দুগ্রন্থ) এবং অন্যান্য পুস্তক লেখার কাজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল যা অনুসারে খোদার বহু বান্দাকে খোদা বানানো হয়েছে এবং অবতার পূজার ভিত রচিত হয়েছে। পাদ্রি ডেভন পোর্ট এবং আরও অনেক বিজ্ঞ ইংরেজের উক্তি অনুসারে সে যুগে খ্রিস্টধর্মের চেয়ে অন্য কোন ধর্ম বেশি বিকৃত ছিল

যার মাধ্যমে যুগের সকল চাহিদা পূরণ হতো। আর এ শিক্ষা এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যে, লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে সত্য ও সততার প্রতি টেনে এনেছে

### চলমান টিকা: ১০

না। পাদ্রিদের নোংরা চালচলন ও নোংরা বিশ্বাসের কারণে খ্রিষ্টধর্ম মারাত্মকভাবে কলংকিত হয় আর খ্রিষ্টধর্মে এক বা দু'ব্যক্তি নয় বরং অনেক কিছুই খোদার আসন দখল করে।

যুগের বিরাজমান পরিস্থিতি একজন দক্ষ চিকিৎসক ও সংক্ষারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল আর যারপরনাই আবশ্যকতা ছিল ঐশ্বী দিক-নির্দেশনার। সুতরাং এমন সর্বগ্রাসী ভষ্টার যুগে মহানবী (সা.)-এর প্রেরিত হওয়া অধিকন্তু তাঁর পৃথিবীতে এসে বিশ্ব মানবতাকে একত্রবাদ ও সৎকর্মের মাধ্যমে আলোকিত করা এবং সকল দুর্ক্ষতির মূল অর্থাৎ শির্ক ও সৃষ্টিপূজা নির্মূল করা, একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, মহানবী (সা.) খোদার সত্য রসূল এবং রসূলদের মাঝে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সত্যবাদী হওয়া এর মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, সেই সর্বব্যাপী ভষ্টার যুগে প্রকৃতির বিধান এক সত্য পথ-প্রদর্শককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল আর ঐশ্বী রীতি একজন সত্য পথ-প্রদর্শককে চাচ্ছিল। কারণ বিশ্ব প্রতিপালকের পুরনো রীতি হলো, পৃথিবীতে যখন পরিস্থিতি চরমে পৌঁছায় আর সমস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, তখন ঐশ্বী কৃপা তা দূরীভূত করার প্রতি দৃষ্টি দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন অনাবৃষ্টির ফলে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যখন সৃষ্টি ধ্বংস হতে থাকে কৃপাময় খোদা তখন বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আর মহামারির কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে তখন বায়ু শোধনের কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায় বা কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয়ে যায়। কোন জাতি কোন অত্যাচারীর কবলে যখন পড়ে তখন ন্যায়পরায়ণ বা সমস্যা সমাধানকারী কোন কান্তারী দণ্ডয়মান হয়। অনুরূপভাবে, মানুষ যখন খোদার পথ ভুলে যায় আর একত্রবাদ ও সত্যের পূজা ছেড়ে দেয়, মহিমান্বিত খোদা তখন কোন বান্দাকে উৎকর্ষ অন্তর্দৃষ্টি সহকারে স্বীয় বাণী ও ইলহামে সম্মানিত করে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেন যেন বিকৃতি যতটা দেখা দিয়েছে তার সংশোধন করতে পারেন। এর পেছনে মূল তত্ত্বকথা হলো, বিশ্বের স্থিতি ও স্থায়িত্ব বিধানকারী প্রতিপালক যিনি বিশ্বজগতের অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্বের একমাত্র অবলম্বন ও আশ্রয়স্থল, সৃষ্টির কল্যাণ সাধনের কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধা করেন না আর একে বেকার এবং অকেজো পরিত্যাগও করেন না বরং তাঁর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য যথাস্থানে যথাসময় প্রকাশ পেয়ে থাকে। অতএব যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে একথা সুনিশ্চিত যে, সকল বিপদাপদের আগ্রাসন বা ভয়াবহতা প্রতিহত করার জন্য খোদার সে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় যা বিপদের মুখোমুখি দাঁড়ানোর যোগ্যতা রাখে। ইতিহাস, বিরোধীদের স্বীকারোক্তি আর বিশেষ করে কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে প্রমাণিত যে,

ଆର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଦଯେ ‘ଲା ଇଲାହା ଇଲ୍ଲାହା’ର ଛାପ ପ୍ରୋଥିତ କରେଛେ । ଅଧିକଞ୍ଜ; ନବୁଯ୍ୟତେର ଯା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଁ ଥାକେ ଅର୍ଥାଏ ମୁକ୍ତି ଲାଭେର ନୀତି- ଏକେ

## চলমান টিকা: ১০

মহানবীর আবির্ভাবের সময় এই আপদ সর্বত্র বিস্তার লাভ করছিল। পৃথিবীর সকল জাতি সরল পথ, একত্রিত্বাদ, নিষ্ঠা ও সততা বিসর্জন দিয়ে বসেছিল। এছাড়া সবারই জানা কথা যে, বর্তমান নৈরাজ্যের চিকিৎসাকারী এবং পৃথিবীকে শিরকের অন্ধকার ও সৃষ্টিপূজা থেকে বের করে একত্রিত্বাদের ওপর প্রতিষ্ঠিতকারী কেবল মহানবী (সা.)-ই, অন্য কেউ নয়। সুতরাং এপুরো ভূমিকার ফলাফল যা দাঁড়ায় তাহলো, মহানবী (সা.) খোদার পক্ষ থেকে সত্যপথের দিশাকারী। এই যুক্তির প্রতি আল্লাহ তা'লা তাঁর পবিত্র বাণীতে নিজেই ইঙ্গিত করেছেন। আর তাহলো

تَالَّهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْ أُمَّ مِنْ قَبْلِكَ فَرَيْنَ هُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلُهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٨)

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لِهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٦٥)

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٦٦)

ଅର୍ଥାଏ, ଉପାସ୍ୟ ହିସେବେ ଆମରା କସମ ଖାଚି, ଯିନି ସଠିକ ପଥ-ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଲାଲନ-ପାଲନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସକଳ କଲ୍ୟାଣେର ଉତ୍ସନ୍ତୁଳ ଆର ଯିନି ସକଳ ଉତ୍କର୍ଷ ଗୁଣାବଳୀର ସମାହାର ଆର ଆମରାଇ ତୋମାର ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଫିରିକା ଓ ଜାତିତେ ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ପ୍ରେରଣ କରେଛି । ଅତ୍ରେବ, ତାରା ଶୟତାନେର ପ୍ରତାରଣାୟ ବିଭାନ୍ତ ହୟେ ଗେଛେ ଆର ସେଇ ଶୟତାନାଇ ଆଜ ତାଦେର ସକଳେର ବସ୍ତୁ । ଏହି ଗ୍ରହ୍ତ ଅବର୍ତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଲ୍ଲୋ, ତାଦେର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦ ଦୂର କରା ଏବଂ ସତ୍ୟକଥା ତାଦେର ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଶୋନାନୋ । ବାନ୍ଧବତା ହଲ୍ଲୋ, ସାରା ପୃଥିବୀ ଛିଲ ନିଷ୍ପାଣ ଆର ଆହ୍ଲାହ ତା'ଲା ଆକାଶ ଥେକେ ପାନି ବର୍ଷଣ କରେଛେନ ଏବଂ ନତୁନଭାବେ ପୃଥିବୀକେ ସଞ୍ଜୀବିତ କରେଛେନ । ଏଟି ଏ ଗ୍ରହେର ସତ୍ୟତାର ଏକଟି ନିର୍ଦଶନ କିଷ୍ଟ କେବଳ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଯାରା ଶୁନେ ଅର୍ଥାଏ ଯାରା ସତ୍ୟାମ୍ବେଷୀ । (ସୂରା ନାହଳ, ଆୟାତ: ୬୪-୬୬)

এখন মনোযোগ সহকারে দেখা উচিত যে, উপরোক্তাখিত সেই তিনটি প্রাথমিক যুক্তি যার মাধ্যমে আমরা মহানবী (সা.)-এর সত্য পথ-প্রদর্শক হওয়ার প্রমাণ দিয়েছি, তা কত সুন্দরভাবে ও সূক্ষ্মতার সাথে উপরোক্ত আয়াতগুলোতে উল্লেখিত রয়েছে। প্রধানতঃ ভষ্টদের হৃদয়কে মৃত ও শুক্র ভূমির সাথে তুলনা করে যা শত-শত বছর ধরে ভষ্টতায় নিপত্তি ছিল, আর আকাশ থেকে আগত ঐশ্বীবাণীকে বৃষ্টির পানি আখ্য দিয়ে সেই আদি নিয়মের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা ঐশ্বী রহমত হিসেবে ভয়াবহ অনাবৃষ্টির যুগে চিরাচরিতভাবে আদম সন্তানকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে থাকে। একথাও স্পষ্ট করেছেন যে, প্রকৃতির এই নিয়ম বা আল্লাহর এই রীতি কেবল দৈহিক পানিতে সীমাবদ্ধ নয় বরং আধ্যাত্মিক পানিও অবশ্যই কঠোর পরিস্থিতি বা কঠিন সময়ে বর্ষিত হয় যা ভষ্টতারই অপর নাম। এক্ষেত্রেও হৃদয়ের ব্যাধির আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য অবশ্যই

এমন পরাকার্ষায় পৌঁছিয়েছে যে, অন্য কোন নবীর হাতে সেই পরাকার্ষা কোন যুগে লাভ হয় নি। এ সকল ঘটনার ওপর দৃষ্টিপাতে অবলীলায় হৃদয় এ সাক্ষ্য

### চলমান টিকা: ১০

ঐশ্বী রহমত বর্ষিত হয়। এছাড়া এই আয়াতগুলোতে এই দ্বিতীয় কথাটিও বলেছেন যে, মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে পুরো পৃথিবী ভষ্টায় নিপত্তি ছিল। অনুরূপভাবে, শেষের দিকে একথাও প্রকাশ করেছেন যে, এসকল আধ্যাত্মিক মৃতদের এই পবিত্র কালাম বা কুরআন জীবিত করেছে, এতে এ গ্রন্থের সত্যতার নিদর্শন রয়েছে। শেষের দিকে এ কথাটি বলে সত্যাষ্঵েষীদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, কুরআন মজীদ খোদার গ্রন্থ।

এই প্রমাণের ভিত্তিতে যেখানে হয়রত খাতামুল আস্বিয়া (সা.)-এর সত্য নবী হওয়া প্রমাণিত হয় সেখানে এর মাধ্যমে তাঁর অন্য নবীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ হওয়াও প্রমাণিত হয়। কেননা, মহানবী (সা.)-কে সমগ্র বিশ্বের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তাঁর ওপর যে কাজ ন্যস্ত হয়েছে তা অন্ততপক্ষে হাজার-দু'হাজার নবীর কাজ ছিল। কিন্তু খোদা যেহেতু আদম সন্তানদের একই জাতি ও অভিন্ন গোত্রে রূপ দিতে চেয়েছেন, আরো চেয়েছেন যে, অচেনা ও অপরিচিতির ভাব মুছে ও ঘুচে যাক, আর যেভাবে একের মাধ্যমে এ ধারা সূচিত হয়েছে, অনুরূপভাবে একেই তা শেষ হোক। তাই তিনি শেষ হিদায়াতকে একযোগে সারা বিশ্বের জন্য প্রেরণ করেছেন। এখন সে যুগ এসে গেছে যখন রাস্তা খুলে যাওয়া এবং এক জাতির অন্য জাতির সাথে এবং এক দেশের অন্য দেশের সাথে শ্রেণিগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ধারা সূচিত হয়ে গিয়েছে আর স্থায়ী মেলামেশার কল্যাণে এক দেশ অন্য দেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলছে। এ ধারা এখনও অব্যাহত আছে। সমস্ত উপকরণ, যেমন রেল, তার, জাহাজ ইত্যাদি প্রতিনিয়ত এমনভাবে আবিস্কৃত হচ্ছে যা দেখে এটিই বুঝা যায় যে, সর্বশক্তিমান, সারা বিশ্বকে একদিন এক অভিন্ন জাতি-সভায় পরিণত করতে চান। যাইহোক, পূর্বের নবীদের চেষ্টা ছিল সীমিত, কেননা, তাঁদের রিসালত এক জাতির মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল আর মহানবীর চেষ্টা ছিল সীমিত, কেননা, তাঁদের রিসালত এক জাতির মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল আর মহানবীর পৃথিবীর সকল মিথ্যা ধর্মের খণ্ডন যে কুরআন শরীফে রয়েছে, তার কারণও এটিই। ইঞ্জিলে কেবল ইহুদীদের নোংরা চালচলনের কথা রয়েছে। অতএব মহানবী (সা.)-এর সকল নবীর মাঝে শ্রেষ্ঠ হওয়া এমন কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যা সকল গন্তি ও সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়া একথাও দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, শির্ক ও সৃষ্টি-পূজা বন্ধ করা আর একত্রবাদ ও খোদার প্রভাব-প্রতাপ হৃদয়ে গথিত করা সবচেয়ে বড় পুণ্য ও মহান কাজ।

এই পুণ্য মহানবীর পক্ষ থেকে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে অন্য কারো পক্ষ থেকে সেভাবে

দেবে যে, মহানবী (সা.) অবশ্যই খোদার পক্ষ থেকে সত্য পথ-প্রদর্শক ছিলেন।

---

### চলমান টিকা: ১০

প্রকাশ পায় নি— একথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? আজকে পৃথিবীতে কুরআন মজীদ ছাড়া এমন কোন্ গ্রন্থ আছে যা কোটি কোটি মানুষকে একত্বাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে? আর এটিও জানা কথা যে, যার হাতে সবচেয়ে বড় সংক্ষার হয়েছে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

মিজানুল হকের রচয়িতা পাদ্রি ফাউর সাহেবে লিখেন যে, ইসলাম ধর্ম পৃথিবীতে যখন এসেছিল, সে যুগে খ্রিস্টানরা চরম বিদাতে লিপ্ত ছিল আর ইঞ্জিলের শিক্ষা মেনে চলার দৃষ্টান্ত তাদের জীবন হতে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছিল। এরপর আমাদের নবী (সা.)-এর কথা উল্লেখ করে সেই পাদ্রি সাহেবে লিখেন, খোদা যে তাঁকে ধর্ম-প্রচারে বাঁধা দেন নি এর কারণ এটিই ছিল। কেননা, খোদা তাঁলা তখন খ্রিস্টানদের সাবধান করা ও শান্তি দেয়ার মনস্ত করেছেন যারা ইঞ্জিলকে আমলেই নিত না।

এখন পাদ্রি সাহেবের সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও ঈমানদারী দেখুন! কথা টেনে-হিঁচড়ে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেছেন। নিজের খ্রিস্টান ভাইদের ওপর আল্লাহর কহর বা শান্তি বর্ষণ করিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তবুও মহানবীর সুস্পষ্ট সত্যতা দেখেও দেখেন নি, জেনে-বুঝেও পাশ কাটিয়ে গেছেন, গ্রহণ করা তার ধাতে সয় নি (ভাগ্যে জোটে নি)। ...পরিতাপ! এমন বিদ্যে প্রসূত ধারণা প্রকাশ করতে পাদ্রি সাহেবের একটুও খোদার ভয় হলো না। নতুবা এটি জানা কথা যে, খোদা তাঁলা সম্পর্কে এমন কথা মুখে আনা ঘৃণ্য কুফরী, চরম ধৃষ্টতা এবং হঠকারিতা বৈ-কী যে, তিনি বিশ্ববাসীদের পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্তিতে নিপত্তি দেখে তাদের জন্য এমন ব্যবস্থা হাতে নেন যার ফলে তারা অধিক ভ্রষ্টায় নিপত্তি হয়! এটি পাদ্রি সাহেবানদেরই পরম সততা ও ধার্মিকতা যে, মহানবী (সা.)-এর বিরোধিতার জন্য তারা খোদা তাঁলাকেও হাদী বৈশিষ্ট্য হতে খোদা তাঁলাকেই অব্যহতি প্রদান করেন করেছেন! অষ্টতা ও অবিশ্বাস যখন চরমে আর মানুষ যখন আপাদমস্তক শিরুক ও সৃষ্টিপূজায় নিমজ্জিত, তখন পাদ্রি সাহেবের কথা অনুসারে আল্লাহর এই পরিকল্পনাই মাথায় এসেছে আর এই চিকিৎসাই তাঁর পছন্দনীয় হলো!— এমন বিবেকবান ও ঈমানদার কে হবে যে খোদার প্রতি এ কাজ আরোপ করতে পারে যা পাদ্রি সাহেবের উক্তি অনুসারে সৃষ্টিকে অধিক শোচনীয় অবস্থার মুখে ঠেলে দেবে? সংক্ষারক সৃষ্টি না করে এমন এক ব্যক্তিকে সৃষ্টির ওপর চাপানো যা পাদ্রিদের দাবি অনুসারে অবশিষ্ট নামসর্বস্ব পুণ্য ও সততা অর্থাৎ খোদাকে রক্তে ও নোংরা স্থানে প্রবেশ করা হতে পরিত্ব জ্ঞান করবে এবং জন্ম-মৃত্যু ও দুঃখ-বেদনার উর্ধ্বে বলে বিশ্বাস করবে। কারো চিন্তার জগতে এমন ধারণার উদয় হতে পারে কি, বা কোন ন্যায়পরায়ণ

যে ব্যক্তি বিদ্বেষ ও হঠকারিতাবশত অস্মীকার করে তার ব্যধি দুরারোগ্য হয়ে থাকে আর এমন মানুষ আল্লাহকেও অস্মীকার করে বসে। নতুবা সত্যের সেসব লক্ষণ যা মহানবীর সত্তায় পূর্ণমাত্রায় সন্তুষ্টিশিত ছিল অন্য কোন নবীর মাঝে কেউ এর একটি তো প্রমাণ করে দেখাক যেন আমরাও তা অবগত হতে পারি। বৃথা বাক্যব্যয় করে বেড়ানো বড় কোন বিষয় নয়, যাচ্ছেতাই বকবক করলেই-বা বাঁধা দেয়ার কে আছে? কিন্তু সুবিচারের দাবি হলো যুক্তিপূর্ণ কথার উত্তর যুক্তির ভিত্তিতে দেয়া। এমনিতে আমাদের সকল বিরোধী গালি দেয়া ও অসম্মান করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত পটু আর কোন শিক্ষকের কাছে অসম্মান ও অবমাননা করার বিদ্যা খুব ভালোভাবেই রপ্ত করেছে তারা। হিন্দুরা অন্যসব বার্তাবাহক ও গ্রন্থকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করে কেবল বেদেরই জয়গান গাইছে যে, বেদই সবকিছু। খ্রিস্টানরা সকল ঐশ্বী শিক্ষার ইতি ইঞ্জিলেই টেনেছে। একথা বুঝেনা, কোন্ গ্রন্থ খোদার একত্রিবাদ কতটা প্রতিষ্ঠিত করে তার ওপর নির্ভর

### চলমান টিকা: ১০

ব্যক্তির হৃদয় এই ফতোয়া দেবে কি যে, দয়ালু ও কৃপালু খোদার অভ্যাস এমনই? তিনি পৃথিবীকে ভ্রষ্টতায় নিপত্তি দেখে তাদের জন্য সেব্যবস্থা করবেন যা তাদের পূর্বের চেয়ে শত-শতগুণ বেশি ভ্রষ্টতার মাঝে ঠেলে দেবে? কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির জন্য একথা বুঝা কঠিন কিছু নয় যে, পৃথিবীতে সর্বগুণীয় নৈরাজ্যের বিস্তার একজন সংক্ষারকের দাবি রাখে। সকল বিবেকবানের স্পষ্টতই চোখে পড়ে, অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার প্রাধান্যের যুগে খোদার পথ-গ্রন্থনের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য প্রকাশিত হওয়া উচিত। কিন্তু যে ব্যক্তি বিদ্বেষের কারণে অঙ্গ হয়ে যায়, তার জন্য দেখা কী করে সম্ভব হতে পারে? অঙ্গ কখনও কিছু দেখেছে কি- যে সেও দেখবে? পরিতাপ! পাদ্মিরা এমন সব হঠধর্মিতা প্রদর্শন করতে গিয়ে শাস্তি ও পুরক্ষার দিবসকেও ভয় করে না, আর করবেই বা কেন? ঈসার প্রায়শিত্তের ওপর যে তারা নির্ভর করে। নতুবা বিবেক একথা মানতেই পারে না যে, পাদ্মিরের বোধবুদ্ধি এত দুর্বল হবে আর আজ পর্যন্ত খোদার চিরন্তন নিয়ম সম্পর্কে অনবহিত থাকবে। সেই খোদা যিনি মূসার সময় একজাতিকে উদাসীন এবং অত্যাচারীদের কবলে নিপত্তি দেখে স্বীয় বার্তাবাহক পাঠিয়েছেন আর পুনরায় হ্যরত ঈসার সময় ইহুদীদেরকে সামান্য বদভ্যাসে লিঙ্গ পেয়ে তড়িঘড়ি হ্যরত ঈসাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। শেষ যুগে তিনি (আল্লাহ) এত পাষাণ ও নিষ্ঠুর হয়ে গেলেন যে, সারা পৃথিবী শিরুক ও সৃষ্টিপূজায় তলিয়ে গেল কিন্তু হিদায়াতের ব্যবস্থা করার কথা তাঁর মাথায়ও এলো না বরং বিভ্রান্তদের আরো সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেয়া আরম্ভ করেন অথচ প্রথম যুগে এমন ভ্রষ্টতা তাঁর ঘৃণ্য মনে হতো কিন্তু এখন যেন তা ভালো লাগে। -লেখক

করে এর গুরুত্ব ও মর্যাদা। যে গ্রন্থ একত্ত্বাদ বা তৌহীদে সমধিক সমৃদ্ধ সেটিই বড় মর্যাদা রাখে। একারণেই খোদার একত্ত্বাদে অস্বীকারকারী ব্যক্তির চরিত্র যতই সম্পূর্ণ হোক না কেন, সে মুক্তি পেতে পারে না। এখন এসব লোকের ভেবে দেখা উচিত, তৌহীদ যা মুক্তির কেন্দ্রবিন্দু, কোন্ গ্রন্থের মাধ্যমে তা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছে? কেউ বলতে পারে কি যে, কোন্ দেশে বেদের কল্যাণে খোদার একত্ত্বাদ পরিচিতি লাভ করেছে?

বা এমন জনগোষ্ঠী পৃথিবীর কোন অংশে বসবাস করে যেখানে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, শ্যাম ও অর্থব্বেদ খোদার একত্ত্বাদের কথা ডঙ্কা বাজিয়ে ঘোষণা করেছে? বেদের মাধ্যমে ভারতে যা কিছুর বিস্তার ঘটেছে বলে চোখে পড়ে তাতো কেবল অগ্নি, সূর্য ও বিষ্ণু ইত্যাদি সৃষ্টিপূজাই সার যা লিখতেও ঘণ্টা হয়। ভারতের এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করে দেখ যত হিন্দু আছে সকলকেই সৃষ্টিপূজায় নিমজ্জিত দেখা যাবে। কেউ মহাদেবজীর পূজারি, কেউ কৃষ্ণের গুণকীর্তনকারী আর কেউ মূর্তির সামনে করজোড়ে প্রার্থনা করে।

ইঞ্জিলের অবস্থাও তথ্যেবচ। কোন দেশ দেখা যায় না যেখানে ইঞ্জিলের মাধ্যমে একত্ত্বাদের প্রসার ঘটে থাকবে। সত্য বলতে কী! ইঞ্জিলের মান্যকারী একত্ত্বাদীকে মুক্তিপ্রাপ্ত মনেই করে না বরং পাদ্রিরা একত্ত্বাদীদের অন্ধকার নরকের ইন্ধন আখ্যা দেয় যেখানে থাকবে কেবল রোদন ও দন্তপেষণ। তাদের কথা অনুসারে সেই অমানিশাপূর্ণ অগ্নি থেকে কেবল সে ব্যক্তিই মুক্তি পাবে, যে এই বিশ্বাসে অটল থাকে যে, খোদা মৃত্যু, সমস্যা, ক্ষুণ্পিপাসা ও ব্যথা-বেদনার শিকার আর সবসময় দৈহিকরূপ ধারণ করেন এবং কোন মানুষের বেশে আগমন করেন। এ বিশ্বাস না রাখলে পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় থাকবে না। যেন সেই কাল্পনিক জাগ্রাত ইউরোপের দুই মহান জাতি অর্থাৎ ইংরেজ ও রাশিয়ানদের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে দেয়া হবে আর যারা খোদাকে তাঁর পরম পরাকার্থার পরিপন্থি ও ক্রটিমুক্ত বিশ্বাস করতেন এমন সকল একত্ত্বাদীরা দোষখে যাবে। এককথায়, যার নাম তৌহীদ, আজ ধরাপৃষ্ঠে তা মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত ছাড়া আর কোন ফিরকায় দেখা যায় না আর কুরআন ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের নাম-চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না, যা কোটি কোটি মানুষকে একত্ত্বাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে আর অলৌকিক ভাবে সেই পথপ্রদর্শকের পানে পরিচালিত করে। প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব কৃত্রিম খোদা

বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের খোদা তিনি, যিনি আদি থেকে লয়-ক্ষয়ের উর্ধ্বে এবং অপরিবর্তিত আর নিজের চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্যে যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। এসকল ঘটনা এমন, যার মাধ্যমে ইসলামের হাদী বা মহানবী (সা.)-এর সত্যতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা, নবুয়তের অর্থ আর রিসালত ও পয়গম্বরীর উদ্দেশ্য তাঁর পবিত্র সত্ত্বায় সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। যেভাবে শিল্প দেখে শিল্পীকে চেনা যায়, অনুরূপভাবে, বুদ্ধিমানেরা বর্তমান সংস্কার বা সংশোধন দেখে ঐশী সংস্কারক কে- তা শনাক্ত করছে। অনুরূপভাবে সহস্র সহস্র এমন ঘটনা রয়েছে যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা.) ঐশী মদদপুষ্ট ছিলেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, এটি কি বিস্ময়কর ঘটনা নয় যে, একজন বিড় ও শক্তিহীন নিরতপায়-নিরক্ষর এতীম আর নিঃসঙ্গ-দরিদ্র মানুষ সেসময় এমন সমুজ্জ্বল শিক্ষা নিয়ে এসেছেন যখন পৃথিবীর সকল জাতি আর্থিক, সামরিক ও জ্ঞানগত শক্তিতে ছিল সমধিক বলীয়ান আর তিনি স্বীয় অকাট্য প্রমাণ ও সুস্পষ্ট যুক্তির জোরে সবার মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। বড় বড় লোকদের স্পষ্ট ভাস্তি চিহ্নিত করেছেন যারা বিজ্ঞ সাজতো আর দার্শনিক আখ্যায়িত হতো। সহায়হীনতা ও দারিদ্র সঙ্গেও সিংহাসন থেকে বাদশাহ্বাদের পতন ঘটানোর মত শক্তিমন্ত্র প্রদর্শন করেছেন আর সেসব সিংহাসনে দরিদ্রদের সমাসীন করেছেন- এটি খোদার সাহায্য নয়তো আর কী ছিল? ঐশী সাহায্য ছাড়াও কি সারা পৃথিবীর ওপর বুদ্ধি, জ্ঞান, শক্তি ও ক্ষমতার জোরে জয়যুক্ত হওয়া যায়? ভাবা উচিত, প্রথম দিকে যখন মহানবী (সা.) মক্কাবাসীদের মাঝে ঘোষণা দিলেন যে, আমি নবী, তখন তাঁর সাথে কে ছিল? কোন্ বাদশাহুর ধনভান্ডার তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল যার ভরসায় সারা পৃথিবীর মুখোমুখি হওয়ার কুঁকি নিলেন? অথবা এমন কোন্ সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন যার ভরসায় সকল বাদশাহুর আক্রমণ হতে নিরাপদ হয়ে গেলেন? আমাদের বিরোধীরাও জানে, তখন ভূপৃষ্ঠে মহানবী (সা.) নিঃসঙ্গ ও সহায়-সম্বলহীন ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন কেবল এক খোদা, যিনি তাঁকে এক মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছিলেন। আবার এদিকেও দেখা উচিত যে, তিনি কোন্ মক্তবে পড়ালেখা করেছিলেন আর কোন্ স্কুল থেকে পাশ করেছিলেন? এছাড়া তিনি কখন ইঞ্জিনিয়ারিং, খনিষ্ঠান, আর্য তথা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থাবলী পাঠ করলেন?

অতএব, কুরআন শরিফের নায়িলকর্তা যদি খোদা না হয়ে থাকেন, কীভাবে এতে সমগ্র বিশ্বের ঐশ্বী সত্য ও সত্যিকার ঐশ্বী জ্ঞানসমৃদ্ধ বিষয়াদি লিপিবদ্ধ হলো? আর ঐশ্বীজ্ঞান সংক্রান্ত সে সকল উৎকর্ষ যুক্তি ও প্রমাণাদি, যা পুরোপুরি ও যথাযথভাবে লিখতে সকল যুক্তিবিদ ও দার্শনিকগণ অপারগ ছিল এবং যারা নিরন্তর ভাস্তিতে ক্রমঃনিমজ্জমান অবস্থাতেই ভবলীলা সাজ করেছে, তা কোন্ সে অনন্য-অতুলনীয় দার্শনিক যে, কুরআন শরীফে তা লিপিবদ্ধ করেছে? সেই সুমহান যুক্তিসমৃদ্ধ বক্তৃতাগুলো একজন দরিদ্র নিরক্ষরের (পবিত্র) ওষ্ঠাধর থেকে নিঃস্ত হয়েছে, যার পবিত্র ও প্রদীপ্ত প্রমাণাদি দেখে অহংকারী গ্রীক ও ভারতীয় প্রাজ্ঞদের লজ্জায় মরে যাওয়ার কথা-অবশ্য যদি লজ্জা থাকে। সত্যতার এত প্রমাণ পূর্বের নবীদের মাঝে কোথায়? আজ পৃথিবীতে এমন গ্রন্থ কোথায় যা এ সকল ক্ষেত্রে কুরআন শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে টিকতে পারে? মহানবীর জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলী যা আমরা উল্লেখ করেছি, মহানবীর মত অন্য কোন নবীর ক্ষেত্রে তা ঘটেছে কি? বিশেষ করে বেদের যে সকল ইলহামপ্রাপ্ত ঋষিদের কথা বলা হয় তাদের সত্যতার কোন প্রভাবতো দূরের কথা, বাস্তবে যে তাদের কোন অস্তিত্ব ছিল, একথাটুকুই প্রমাণ হয় না।

সাথীগণ! যদি আপনাদের মতে ইনসাফ বলতেও কোন কিছু থেকে থাকে আর বিবেক নামের কোন মূল্যবান জিনিসও থেকে থাকে, তাহলে সত্য ও সত্যতার এমন প্রমাণ হয়ত নিজেদের গ্রন্থ থেকে বের করে দেখাও, পুরো কুরআন হলো যার সমাহার, আর যা আমরা প্রথম অধ্যায় থেকে লেখা আরম্ভ করবো, বালজ্জাবোধের প্রমাণ দাও আর বড় বড় বুলি আওড়ানো পরিহার করো। কিছুটা খোদাভীতি যদি থাকে এবং মুক্তির কোন বাসনা থাকে, তাহলে ঈমান আন। এখন এই গ্রন্থের ‘মুখ্যবন্ধ’ লেখা শেষ হলো আর আমরা প্রারম্ভিক কথা যা বলতে চেয়েছি তা লিপিবদ্ধ করেছি, এরপর গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আরম্ভ হবে। কুরআন ও মহানবীর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণাদি বিস্তারিত ও বিশদভাবে বর্ণনা করা হবে। সে সকল প্রমাণাদি স্বয়ং কুরআন থেকে বের করে দেখানো হবে যার সত্যতার উল্লত মানকে দৃষ্টিতে রেখে ১০,০০০ (দশ হাজার) রূপির প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এক বিজ্ঞাপন এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যুক্তিগত প্রমাণ উপস্থাপনের এই রীতি যার ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বী গ্রন্থের ওপর রাখা হয়েছে, তা আমাদের মাঝে ও আমাদের বিরোধীদের মাঝে এমন

এক সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত যা সকল বিবেকবানের দৃষ্টি উন্মোচনের জন্য যথেষ্ট। আর এমন একটি পথ-প্রদর্শক আলো, যার মাধ্যমে মিথ্যাবাদী ও সত্যবাদীদের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সুতরাং হে ইসলামের অস্বীকারকারীগণ! যদি এখনও কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে আপনাদের কোন আপত্তি থাকে বা এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে যদি কোনরূপ দ্বিধা থাকে তাহলে আপনাদের স্ব স্ব ধর্মগ্রহ হতে যুক্তির ভিত্তিতে এর উত্তর প্রদান করা আপনাদের জন্য আবশ্যিক। নতুবা আপনারা জানেন আর সকল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিও জানে, যে গ্রন্থের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শত শত যুক্তির মানদণ্ডে প্রমাণিত, এর প্রতিষ্ঠিত এসব প্রমাণাদি খণ্ডন না করে আর পরাকার্ষায় এর সমর্যাদার গ্রন্থ উপস্থাপন না করে কুরআনকে মানুষের বানানো গ্রন্থ মনে করা এবং এর অবমাননা করা, এমন একটি অন্যায় কাজ যা লজ্জাবোধ ও পবিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণভাবে পরিপন্থী।

এখানে আমরা একথাও পরিষ্কার করে বলতে চাই, যে ব্যক্তি এই পুস্তক প্রকাশের পর সৎ লোকদের ন্যায় এর প্রমাণাদি খণ্ডনের প্রতি মনোযোগ দেয়ার পরিবর্তে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার জন্য অনর্থক নিজেদের পুস্তিকা, পত্রিকা, বক্তৃতা ও রচনায় ইসলামের পবিত্র প্রস্তুবণকে ঘোলাটে আখ্যা দেয় বা নিজেদের ঘরে (বসে) ইসলামী শিক্ষাকে আপত্তিকর শিক্ষা আখ্যায়িত করে, এমন মানুষ খ্রিস্টান হোক বা হিন্দু, ব্রাহ্মসমাজী হোক বা অন্য কেউ, তাদের এ কাজকে সততা ও পবিত্রতার পরিপন্থি গণ্য করা হবে। কেননা, যেখানে কুরআনের ঐশ্বী বাণী হওয়া ও এর সত্যতা আমরা অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেছি আর অদূরদর্শী ও দুর্বল ধ্যান-ধারণা সম্পন্ন লোকদের সকল আপত্তি খণ্ডন ও দূরীভূত করা হয়েছে এবং নিরঙ্কুশ প্রমাণ বা ব্যবস্থা হিসেবে আমার যুক্তি খণ্ডনকারীদের বড় অংক দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ যদি তারা নিশ্চয়তা চান, তাহলে সরকারীভাবে সত্যায়িত প্রতিশ্রুতিও আমাদের নিকট হতে আদায় করতে পারেন। আমাদের এমন সততা ও নিষ্ঠা সত্ত্বেও যদি এখনও কোন ব্যক্তি বিতর্ক ও মুনাফিরার এই সোজা পথ অবলম্বন না করে আর এই গ্রন্থের উত্তর না দিয়ে অজ্ঞ, ছেলেপুলে ও সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইসলামের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, সেখানে এছাড়া আর কি বলব যে, তার দুরভিসংবলি রয়েছে আর তার স্বভাব-প্রকৃতি

নিকৃষ্ট, অথচ এক্ষেত্রে জয়যুক্ত হলে এ পরিমাণ অর্থ অনায়াসে তার হস্তগত হতে পারে।

সাথীগণ! বিদ্রোহ পরিহার কর আর সত্য গ্রহণ কর। এসো! খোদাকে কিছুটা হলেও ভয় কর। এই ইহজগত ক্ষণস্থায়ী, এর মোহে আকৃষ্ট হয়ে না। এই ক্ষণস্থায়ী জীবন পরকালের জন্য প্রস্তুতির শষ্যক্ষেত্র-স্বরূপ। একে মিথ্যা বিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার পিছনে পড়ে নষ্ট করো না। এটি বড় কাজের জিনিস, এটিকে হারিয়ে বসো না।

এই পথিকালয় সাময়িক, এর প্রেমে মন্ত হয়ে না। এই ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন চিরস্থায়ী নয়, এর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থেকো না।

## ਫਾਰਸੀ ਨਾਲ

عیش دنیا ے دوں دے چند ست

ਏਹੀ ਨੀਚ ਪ੍ਰਥਮੀਰ ਬਿਲਾਸਿਤਾ ਕਣਭਜੂਰ,

آخرش کارباد اوند ست

ਅਵਸ਼ੇ਷ੇ ਬੋਝਾਪੜਾਰ ਜਨਯ ਖੋਦਾਰ ਕਾਛੇ ਧੇਤੇਹੈ ਹਵੇ ।

ایس سرائے زوال و موت و فناست

ਏਹੀ ਪ੍ਰਥਮੀ ਕਣਾ, ਮੁਤ੍ਯ ਓ ਅਵਲੂਣਿਰ ਆਵਾਸ਼ਲ,

ہر کہ بنਿਸ਼ਟ ਅਨੇਡੀਸ ਬ੍ਰਖਾਸਤ

ਧੇ ਏਖਾਨੇ ਆਸਨ ਗਹਨ ਕਰਵੇ ਤਾਕੇ ਏਕਦਿਨ ਆਸਨ ਛਾਡਤੇ ਹਵੇ ।

کیک دੇ ਰੋਬਸੌਣੇ گورਸ਼ਾਨ

ਕਣਿਕੇਰ ਜਨਯ ਕਵਰਾਨੇ ਧਾਓ,

واز ਨਮੂਸ਼ਾਨ ਆਲ ਬੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਾਨ

ਆਰ ਸੇਖਾਨਕਾਰ ਚਿਰਨੀਰਾਰ ਲੋਕਦੇਰ ਜਿਜੇਸ ਕਰ ਧੇ, ਅਵਸ਼ਾ ਕੇਮਨ?

کਹ ਮਾਲ ਜੀਵਾਂ ਨੀਚਿਸਤ

ਪਾਰਥਿਬ ਜੀਵਨੇਰ ਚੂਡਾਨਤ ਪਰਿਣਤਿ ਕੀ?

ہر کہ پ੍ਰਿਅਨਿਸ਼ਟ ਤਾਕੇ ਜੀਸਿਤ

ਧੇ ਜਨਾ ਨਿਯੇਛੇ ਸੇ ਕਤਦਿਨ ਜੀਵਿਤ ਛਿਲ?

ਤ੍ਰਕ ਕਨ ਕੀਨ ਵੱਕਰਨਾਂ ਵੱਡਾਲ

ਬਿਵੇ਷, ਅਹੰਕਾਰ ਏਵਂ ਗਰੰ ਓ ਆਤਮਭਰਿਤਾ ਪਰਿਹਾਰ ਕਰ,

ਤਾਨੇ ਕਾਰਤ ਕਣਦ ਬ੍ਰਾਂਸ਼ੇ ਚੰਡਾਲ

ਕੋਥਾਓ ਏਹੀ ਆਚਰਣ ਤੋਮਾਕੇ ਭਾਟਤਾਰ ਦਿਕੇ ਟੈਨੇ ਨਾ ਨਿਯੇ ਧਾਯ ।

ਚੂਂ ਅਤੀਕਾਰ ਗੇ ਬੰਦੀ ਬਾਰ

ਧਖਨ ਤੁਮਿ ਏ ਪ੍ਰਥਮੀ ਛੇਡੇ ਚਲੇ ਧਾਬੇ,

ਬਾਨਾਈ ਵੱਡੀ ਬਲਾਦ ਵੱਡਾਈ

ਤਖਨ ਏਹੀ ਸਕਲ ਸ਼ਹਰ ਓ ਦੇਸ਼ੇ ਆਰ ਫਿਰਵੇ ਨਾ ।

اے ਜੇਡੀਂ ਬੇ ਖੁਰਖੁਰ ਘਮਦੀਂ

ਹੇ ਧਰਮ ਸਮੱਪਕੇ ਉਦਾਸੀਨ, ਧਰਮੇਰ ਜਨਯ ਬਾਧਿਤ ਹਓ

ਕਹ ਨਜ਼ਾਰਤ ਮੁਲਕ ਸ਼ਹੀਦੀਂ

ਕੇਨਨਾ, ਤੋਮਾਰ ਮੁਕਤਿ ਪੁਰੋਟਾਈ ਧਰਮੇਰ ਸਾਥੇ ਸਮੱਪਕ ਯੁਕਤ ।

ہاں تغافل مکن ازیں غم خویش

শোন, নিজের এই দুঃখের বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করবে না।

کہ ترا کار مشکل سست بہ پیش

কেননা, তোমার সামনে এক কঠিন কাজ রয়েছে।

دل ازیں درود غم نگار بکن

তোমার হৃদয়কে এই দুঃখ ও বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত হতে দাও,

دل چে جاں نیز هم شار بکن

কেবল হৃদয় নয় প্রাণকেও উৎসর্গ করে দাও।

ہست کارت ہمہ بآں یک ذات

তোমার সকল কাজ সেই এক সত্ত্বার সাথে সম্পর্কযুক্ত,

چুس صبوری کئی ازو ہیهات

পরিতাপ! তাঁকে বাদ দিয়ে তোমার জন্য ধৈর্য্য ধারণ কি করে সম্ভব হতে পারে?

بخت گردد چوز و بگردی باز

তুমি যখন মুখ ফিরিয়ে নাও তোমার ভাগ্যও বদলে যায়

دولت آید ز آمدن به نیاز

আর বিনয় প্রদর্শন করলে সম্পদ লাভ হবে।

چوں ببری زایں چنیں یارے

তুমি কেন এমন বন্ধুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছ?

چুস بدیں اپنی کارے

কেন এমন নির্বাধদের মত আচরণ করছ?

ایں جہان ست مثل مردارے

এই পৃথিবী লাশতুল্য,

چুস گے ہر طرف طلب گارے

লোভীরা একে কুকুরের ন্যায় পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

خنک آل مرد کوازیں مردار

সৌভাগ্যবান সে মানুষ যে সেই লাশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়

روئے آرد بسوئے آل دادار

এবং লালন-পালন কর্তার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করে।

چشم بند دز غیر وداد دهد

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবার প্রতি চোখ বন্ধ করে

در سریار سر باد دهد

ਸੇ ਸੁਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਆਰ ਬੜੂਰ ਜਨ੍ਯ ਨਿਜੇਕੇ ਉਤਸਗ ਕਰੇ ਦੇਯ ।

ایں ہمہ جوش حرص و آزو ہوا

ਲੋਭ, ਲਿੰਗਾ ਓ ਕਾਮਨਾ-ਬਾਸਨਾਰ ਏਹੈ ਤੁਫਾਨ ਤਤਕਣ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਥਾਕੇ

ہست ਤਾਹਸਟ ਮਰਦਨਾਿਨਾ

ਧਤਕਣ ਮਾਨੁਘ ਅਨ੍ਧ ਥਾਕੇ ।

چਖਮਦਲ ਅਨ੍ਦ ਕੇ ਚੁਗ੍ਰਦਦਾਬ

ਹਦਦਾਹ-ਚਕ੍ਖ ਯਦਿ ਏਕਟੂਓ ਖੁਲੇ ਯਾਹ

ਸੁਰਗ੍ਰਦ ਬਰਾਦਮੀ ہਮਾਂ ਆਝ

ਮਾਨੁਘੇਰ ਸਕਲ ਕਾਮਨਾ-ਬਾਸਨਾ ਲੋਪ ਪਾਹ ।

ਏਰਸਨ ਹਾਂਧੈ ਆਝ ਕਰਦਦਹਰਾਝ

ਹੇ ਸੇ ਬਧਤਿ ਧੇ ਲੋਭ-ਲਿੰਗਾਕੇ ਲਾਗਾਮਹੀਨ ਛੇਡੇ ਦਿਯੇਛੇ,

ਜਿਸ ਹੋਸ਼ ਹਾਂਧ ਆਨੀਧੈ ਬਾਝ

ਕੇਨ ਨਿਜੇਰ ਕਾਮਨਾ ਬਾਸਨਾ ਹਤੇ ਬਿਰਾਤ ਹਓ ਨਾ?

ਦਲਤ ਮੁਰਦ ਮਦਮ ਬੜਵਾਲ

ਜੀਵਨਰੂਪੀ ਨਿਯਾਮਤ ਪ੍ਰਤਿਤਿ ਮੁਹੂਰਤ ਕਖਿਕ੍ਖਾਓ

ਤੁਪਰਿਥਾਂ ਭੁਕ੍ਰਦ ਦਲਤ ਮਾਲ

ਅਥਚ ਤੁਮਿ ਕੇਵਲ ਧਨਸਮੱਪਦ ਨਿਯੇਹੈ ਚਿਤਿਤ!

ਖੁਲਿਸ਼ ਓ ਤੁਮ ਓ ਕਬੀਲੇ ਪ੍ਰਤੇ ਦਗਾ

ਆਤੀਧ-ਸ਼੍ਰਜਨ, ਸ਼੍ਰਜਾਤਿ ਓ ਗੋਤ੍ਰ; ਏਸਵਹੈ ਅਨੇਕ ਬਡ੍ ਪ੍ਰਹਸਨ ।

ਤੁਬ੍ਰਿਦੇ ਬਰਾਂਧ ਸ਼ਾਸ਼ ਰਖਦਾ

ਅਥਚ ਤੁਮਿ ਤਾਦੇਰ ਜਨ੍ਯ ਖੋਦਾਰ ਸਾਥੇ ਸਮੱਪਕ ਛਿਨ ਕਰੇ ਰੇਖੇਛ?

ایں ہਮਾਂ ਰਾਕਿਣੇਂਤ ਆਹੰਗ

ਏਦੇਰ ਸਕਲੇਰਾਈ ਸੰਕਲਨ ਹਲੋ ਤੋਮਾਧ ਬਧ ਕਰਾ,

ਕਗ ਬਚਲਿਤ ਕਣਨਾਂ ਓ ਗਾਹ ਬੰਗ

ਕਖਨਓ ਸ਼ਾਨਿਪੂਰਾਭਾਬੇ ਕਖਨਓ ਵਾ ਯੁਨੈਰ ਮਾਧਯਮੇ ।

ਖਾਕ ਬਰਿਸ਼ਤੇ ਕੇ ਪ੍ਰਿਣਨਤ

ਸੇ ਸਕਲ ਸਮੱਪਕ ਅਭਿਸ਼ਾਨਤ

ਬੁਲਾਨਦ ਜਿਅਦ ਬੰਦਤ

ਧਾ ਆਨਿਰਿਕ ਬੜੂਰ ਸਾਥੇ ਤੋਮਾਰ ਸਮੱਪਕ ਛਿਨ ਕਰੇ ।

### ہست آخر بآں خداکارت

অবশেষে সেই খোদার সাথেই তোমার কাজ পড়বে,

نہ تويار کسے نہ کس پیارت

কেউ তোমার সাহায্যকারী নয় আর তুমিও কাউকে সাহায্য করতে পার না ।

قدم خود بنہ بخوف اتم

ভয় ও পূর্ণ সাবধানতার সাথে পা ওঠাও

تاروی از جهاب صدق قدم

যেন তুমি সফলভাবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পার ।

تاختا محب خود سازد

যেন খোদা তোমাকে নিজের বন্ধু হিসেবে অবলম্বন করতে পারেন

نظر لطف بر تو اندازد

আর তোমার প্রতি স্নেহ-দৃষ্টি প্রদান করেন ।

باده نوشی ز عشق وزال باده

আর যেন তুমি প্রেম-সুধা পান কর

مست باشی و بے خود افتاب

আর সে সুধার নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে অচেতন পড়ে থাক ।

نیست ایں جائے گہ مقام مرام

এই পৃথিবী চিরকাল থাকার জায়গা নয়,

ہوش کن تانہ بد شود انجام

বিবেক খাটাও তোমার পরিণতি যেন অঙ্গত না হয় ।

مر آں زندہ نورت افسرید

সেই জীবিত খোদার ভালোবাসা তোমার জ্যোতিকে প্রখর করবে,

مر ایں مر دگان چ کار آید

এসকল মৃতদের ভালোবাসা তোমার কি কাজে আসতে পারে?

لهمہ و معدہ و سر و دستار

খাবার, পেট, মাথা ও মুকুট

سر بسر ہست بخشش دادر

বা পাগড়ি সবকিছু খোদার দান ।

حق باری شناس و شرم بدار

পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে কিছুটা স্থষ্টার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হও,

پਿਸ਼ زਾਲ کز جہاں بے بندی بار  
 لਜ਼ਾਬੋਧਕੇ ਕਾਜੇ ਲਾਗਾਓ ।  
 رواز و از چੇ رو گردانੀ  
 کੇਨ ਤੁਮਿ ਤਾਰ ਪ੍ਰਤਿ ਅਵਜ਼ਾ ਦੇਖਾਓ?  
 سਗ ਵਾਮੇ ਕਨਦ ਤਾਨਸਾਨੀ  
 ਕੁਕੁਰਾਓ ਬਿਖ਼ਤਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਿਣਤ ਤੁਮਿ ਯੇ ਮਾਨੁ਷!  
 ترس بਾਇਦ ਜਾਂਦੇ ਏਕ  
 ਸਵਚੇਡੇ ਸ਼ਕਿਲਾਲੀ ਸਭਾਕੇ ਭਯ ਕਰਾ ਉਚਿਤ,  
 ਹਰ ਕੇ ਉਗਰੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ  
 ਯੇ ਖੋਦਾਕੇ ਧਤ ਬੇਖੀ ਚਿਨੇ ਸੇ ਤਤ ਬੇਖੀ ਭਯ ਕਰੇ ।  
 فاسਤਾਨ ਦਰਸਿਆ ਕਾਰੀ ਅਨ੍ਦ  
 ਪਾਪਾਚਾਰੀਨਾ ਨੋਂਗਾ ਕਾਜੇ ਲਿਣਾ  
 عارفਾਨ ਦਰਦ ਉਗਰੀ ਅਨ੍ਦ  
 ਆਰ ਤਤ੍ਤਵਜਾਨੀਨਾ ਦੋਯਾ ਓ ਆਹਾਜਾਰਿਤੇ ਰਤ ।  
 اے خنک دیدੇ ਕੇ گریਅਨਿش  
 ਬਡ਼ਾਈ ਸੌਭਾਗਿਆਨ ਸੇ ਚੋਥ ਯੇ ਤਾਰ ਜਨ੍ਯ ਅਣਵਿਸ਼ੰਗਨ ਦੇਵ  
 اے ہمਾਇਓਂ ਦੱਲੇ ਕੇ ਬਰਿਅਨਿش  
 ਤਾਰ ਪ੍ਰੇਮਾਨਲੇ ਦਹਨਸੀਲ ਹਦਦਾਵ ਬਡ਼ਾਈ ਕਲਿਆਨਮਣਿਤ ।  
 اے ਮਬਾਰਕ ਕਸਿਕੇ ਟਾਲਿਬ ਅਵਸਤ  
 ਬਡ਼ਾਈ ਕਲਿਆਨਮਣਿਤ ਸੇ ਯੇ ਤਾਰ ਸੰਨਾਨੀ,  
 ਫਾਰੁੰ ਅਤੁਰੂ ਵਿਦ ਬਾਰਖ ਦੋਸਤ  
 ਆਰ ਬਨ੍ਹੂਰ ਖਾਤਿਰੇ ਧਨੁ-ਮਧੁ ਸਕਲਕੇ ਪਰਿਤਾਗ ਕਰੇ ।  
 ਹਰ ਕੇ ਗੀਰਦ ਰਹ ਖਾਣੇ ਰੀਗਾਨ  
 ਯੇ ਕੇਉ ਏਕ-ਅਵਿਤੀਵ ਖੋਦਾਰ ਪਥਕੇ ਆਂਕਡੇ ਧਰਵੇ  
 ਆਲ ਖਦਾਇਸ਼ ਬੱਸ ਸ਼ਰਦੂ ਜਹਾਨ  
 ਉਭਯ ਜਗਤੇ ਸੇਹੀ ਖੋਦਾ ਤਾਰ ਜਨ੍ਯ ਧਥੇਣਾ ।  
 لا جرم طالب رضاۓ خدا  
 ਏਤੇ ਸਨ੍ਦੇਹ ਨੇਹੈ, ਯੇ ਖੋਦਾਰ ਸਨ੍ਤਿਗਿਰ ਸੰਨਾਨੀ  
 بگسلد از ہمہ برائے خدا  
 ਸੇ ਖੋਦਾਰ ਜਨ੍ਯ ਸਵਾਰ ਸਾਥੇ ਸਮਾਰਕ ਛਿਲ ਕਰੇ ।

**شیوه اش مے شود فدا گشتن**

ਤਾਰ ਧਰ੍ਮ ਹਲੋ ਬੜੂਰ ਜਨ੍ਯ ਆਤਮਿਵੇਦਨ ਕਰਾ

**بہر حق ہم ز جاں جدا گشتن**

ਆਰ ਖੋਦਾਰ ਜਨ੍ਯ ਆਪਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਸਰਜਨ ਦੇਯਾ।

**در رضائے خدا شدن چوں خاک**

(ਤਾਰ ਰੀਤਿ ਹਲੋ) ਖੋਦਾਰ ਸੜਟਿਰ ਜਨ੍ਯ ਘਾਟਿ ਹਵੇ ਧਾਓਯਾ,

**نیستی و فنا و استہلاک**

ਆਤਮਿਲੁਣਿ, ਨਿਜੇਰ ਅਤਿਤੁ ਮਿਟਿਯੇ ਦੇਯਾ ਏਵਂ ਨਿਜੇਕੇ ਨਿਃਸ਼ੇ਷ ਕਰਾਰ

**دل نہادਨ در آنچੇ ਮਰਖੀ یار**

ਬੜੂਰ ਇਛਾਯ ਸੜਟਿ ਥਾਕਾਰ ਵਾਸਨਾ ਲਾਲਨ ਕਰਾ।

**صبر زیر مجاہی اقدار**

ਆਰ ਤਕਦੀਰੇਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਿਦਾਤੇ ਸੜਟਿ ਥਾਕਾ।

**تو بحق نیز دیگرے خواہی**

ਤੁਮਿ ਖੋਦਾਰ ਸਾਥੇ ਅਨ੍ਯਦੇਰਾਓ ਭਾਲੋਬਾਸ,

**ایں خیال سਤ اصل گمراہی**

ਕਿਨਤੇ ਏ ਧਾਰਣਾਇ ਭਉਤਾਰ ਮੂਲ।

**گروہنਦت بصیرت و مردی**

ਧਾਨ ਤੋਮਾਕੇ ਬਿਵੇਕ ਓ ਪੌਰਾਨ ਦੇਯਾ ਹਤੋ,

**از ہمہ خلق سوئے حق گردی**

ਤਾਹਲੇ ਪੁਰੋ ਸ੃ਣਿਕੇ ਛੇਡੇ ਦਿਯੇ ਕੇਵਲ ਖੋਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿ ਮਨੋਯੋਗੀ ਹਤੋ।

**در حقیقت بس سਤ یار یکے**

ਧੇਹੇਤੁ ਹਦਦ ਏਕਟਿ, ਪ੍ਰਾਣਾਵਾਂ ਏਕਟਿ, ਦੇਹਾਵਾਂ ਏਕਟਿ,

**دل یکੇ جاں یکੇ نਗਰ یکੇ**

ਤਾਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਤ ਪਕੱਖੇ ਪ੍ਰੇਮਾਸੰਪਦਾਵਾਂ ਏਕਜਨਾਇ ਧਥੇਣਾਂ ਹਥੇਣਾਂ।

**ہر کہ او عاشق یکੇ باشد**

ਪ੍ਰਤੇਕ ਬਾਣੀ ਧੇ ਏਕਮਾਤਰ ਸਤਾਰਾਇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਮਤ ਹਯ,

**ترک جاں پیشش انਦ ਕੇ باشد**

ਤਾਰ ਜਨ੍ਯ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਸਰਜਨ ਦੇਯਾ ਸਹਜ ਵਿ਷ਯ।

کوئے او باشدش ز بستاں بہ

তাঁর গলি তার কাছে বাগানের চেয়ে শ্রেয়,

روئے او باشدش ز رিজাল بہ

আর তাঁর চেহারা রাইহান (ফুল) থেকে অধিক আকর্ষণীয় ।

ہرچہ دلبر بد و کند آس بہ

প্রেমাস্পদ তার সাথে যে ব্যবহারই করে তা তার জন্য উভয় হয়ে থাকে,

دیدن دلبر ش ز صد جاں بہ

বন্ধুকে দেখা তার জন্য শতবার জীবন পাওয়া হতে শ্রেয় হয়ে থাকে ।

پا به ز نجیر پیش دلدارے

বন্ধুর সামনে শিকলাবন্ধ হওয়া তার কাছে প্রিয়তর ।

بہ ز هجر اس و سیر گلزارے

বিরহে বাগানে ভ্রমণ করা থেকে

ہر کہ دار دیکے دل آرائے

যার কোন প্রেমাস্পদ থাকে

جز بوصش نیا بد آرائے

তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ছাড়া সে কোনভাবে স্বত্তি পায় না ।

شب بہ بستر تپر ز فرق ت یار

বন্ধুর বিরহে সে রজনী অতিবাহিত করে বিছানায় ছটফট করে,

ہمہ عالم بخواب واو بیدار

সারা পৃথিবী নিদাচ্ছন্ন আর সে কাটায় সারা রাত বিনিদ্র অবস্থায় ।

تانہ بیند صبوری اش ناید

যতক্ষণ তাঁর দর্শন লাভ না হয় সে স্বত্তি পায় না,

ہر د مش سیل عشق بر باید

প্রতিটি মুহূর্ত প্রেমের করাল ফোবন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে ।

در دل عاشقان قرار کجا

প্রেমিকদের হৃদয় কিভাবে স্বত্তি পেতে পারে?

توبہ کر دن ز روئے یار کجا

বন্ধুকে দেখা থেকে মানুষ কি করে তওবা করতে পারে?

حسن جاناں بگوش خاطر شاں

প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য তাদের হৃদয়কর্ণে এমন এক গোপন কথা বলেছে

گفت رازے کے گفتنش نتوں  
যা ভাষায় বর্ণনা কর সম্ভব নয় ।

ہم چیز سست سیرتِ عشق  
প্রেমিকদের বৈশিষ্ট্য এমনই যে  
صدق و رزاں بازیزد خلاق

তারা সৃষ্টির খোদার সাথে সত্যনিষ্ঠতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখেন ।

جس منور بشع صدق و یقین

নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের প্রদীপে তাদের প্রাণ প্রদীপ্ত হয়ে থাকে,

نور حق تافته بہ لوح جبیں

সত্যের জ্যোতি তাদের ললাট থেকে প্রস্তুবনের ন্যায় নির্গত হয় ।

کام یا بان و زیں جہاں ناکام

তারা সফল কিন্তু এ পার্থিব দৃষ্টিতে ব্যর্থ

زیر کال ڈور تر پریدہ زدام

আর তারা বিচক্ষণ এবং এ জগতের ফাঁদ হতে নিরাপদ দূরত্বে

উড়য়ন করেন ।

از خود نفس خود خلاص شده

তারা নিজেদের হাত ও প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি পেয়ে

صبط فیض نور خاص شده

বিশেষ জ্যোতির অবতরণস্থল হয়েছেন ।

در خداوند خویش دل بسته

স্বীয় খোদার সাথে প্রেমবন্ধন রচনা করেছেন,

باطن از غیر یار بگسته

অন্য সকলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন ।

پاک از د خل غیر منزل دل

তাদের হৃদয়-নিবাস অন্যের হস্তক্ষেপ থেকে পৰিত্ব,

پار کردہ بجانی و دل منزل

বন্ধু তাদের হৃদয় ও প্রাণকে আপন-নিবাস বানিয়েছেন ।

دین و دنیا بگار او کردن

তারা তাদের ইহকাল ও পরকালকে তাঁর জন্য উৎসর্গ করে রেখেছেন

ਬੁਦੂਰ ਚੋਗੁਕੰਨਦ

ਤਾਰਾ ਤੱਥ ਦੌਰਗੋਡ਼ਾਅ ਧੂਲਾਰ ਨਾਵ ਪਤੜੇ ਥਾਕੇਨ।

ਰਿਹਾਰਿਜ਼ ਸ਼ਦਾਗੰਭੀਨੇ ਸਾਂ

ਤਾਦੇਰ ਹਦਦਾ-ਪੋਯਾਲਾ ਟੁਕਰੋ ਟੁਕਰੋ ਹਯੇ ਗੇਛੇ।

ਬੁਣੈਲ ਬੁਦੂਰ ਮਦਿਸਿਨੇ ਸਾਂ

ਤਾਦੇਰ ਬਕ਼ ਥੇਕੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕੇਰ ਸੌਰਾਤ ਨਿਗਤ ਹਛੇ।

ਨਿਕਲ ਹੈਸਤ ਜਲੋਹ ਧਾਰ

ਵੰਖੁਰ ਬਿਕਾਸ਼ ਤਾਦੇਰ ਅਣਿਤੇਰ ਛਾਪ ਮਿਟ੍ਰੇ ਦਿਯੇਛੇ (ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਾ),

ਸਰਾਂਦਾਅ ਖੜ੍ਜ ਜਿਪ ਵਿਲਦਾਰ

ਕੇਨਨਾ, ਕੇਵਲ ਤਿਨਿਹ ਤਾਦੇਰ ਹਦਦੱਤੇਰ ਗਭੀਰਤਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਤੇ

ਆਤਾਪਕਾਸ਼ ਕਰੇਨ।

ਗਰਬਾਨਦ ਸ਼ੁਲੇ ਹਾਂਏ ਦਰਓਂ

ਧਦਿ ਤਾਰਾ ਨਿਜੇਦੇਰ ਅਭਿਨਵੀਣ ਸ਼ੁਲਿੰਗਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ ਦੇਨ

ਵੁਡਿਜ਼ ਤਰੰਬ ਮਹੂਲ

ਤਾਹਲੇ ਮਜਨੂਰ ਕਵਰ ਥੇਕੇ ਧੂਮ੍ਰੇ ਬੇਸ਼ੀ ਕਿਛੁ ਨਿਗਤ ਹਵੇ ਨਾ।

(ਤਾਦੇਰ ਭਾਲੋਬਾਸਾਕੇ ਮਜਨੂਰ ਭਾਲੋਬਾਸਾਰ ਚੇਯੇ ਅਨੇਕ ਮਹਾਨ ਆਖਾ ਦੇਯਾ ਹਿੱਤੇ- ਲਾਯਲਾ-ਮਜਨੂਰ ਪ੍ਰੇਮ-ਕਾਹਿਨੀਰ ਪ੍ਰਤਿ ਇੱਗਿਤ)

ਨੈਂਜ਼ ਸਰਹੂਲ ਨੈਂਜ਼ ਪਾਖੜੇ

ਮਾਥਾ ਕੋਨਾਟੀ ਆਰ ਪਾ ਕੋਨਾਟੀ ਤਾਦੇਰ ਸੇਹੀ ਚੇਤਨਾਓ ਨੇਹੀ,

ਵਰਸਾਲਿਸਾਂ ਬਿਨੀਕ ਸਰੇ

ਵੰਖੁਰ ਸਮਰਣੇ ਤਾਰਾ ਧੂਲਾਅ ਮਾਥਾ ਰੋਖੇ ਦਿਯੇਛੇਨ।

ਹਰ ਕੱਝੇ ਰਾਖੁਦ ਸਰਾਕਾਰੇ

ਪ੍ਰਤੇਕ ਬਾਤਿਰ ਨਿਜੇਰ ਕਾਜ ਨਿਯੇ ਮਾਥਾਬਾਤਾ ਥਾਕੇ

ਕਾਰਡਲ ਵਾਡਾਗ ਬਿਲਦਾਰੇ

ਕਿਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰੇਮਿਕਰਾ ਆਪਨ ਵੰਖੁ ਸਮਪਕੇਹੈ ਚਿਨ੍ਹਿਤ ਥਾਕੇਨ।

ਹਰ ਕੱਝੇ ਰਾਖੁਦ ਸਰਾਕਾਰੇ

ਪ੍ਰਤੇਕ ਬਾਤਿਰ ਨਿਜ ਸ਼ਾਰ੍ਥੇ ਬਾਤਾ ਥਾਕੇ,

ਕਾਰਡਲ ਵਾਡਾਗ ਬਿਲਦਾਰੇ

ਕਿਨ੍ਤੁ ਪ੍ਰੇਮਿਕਗਣ ਸਰਵਦਾ ਪ੍ਰੇਮਾਂਸਦੇਰ ਬਿਵਾਹੇ ਚਿਨ੍ਹਿਤ ਥਾਕੇ।

ہر کسے را بعزت خود کار

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সম্মান নিয়ে চিন্তিত থাকে

فَلْ رَايْشَ هَمَّهُ بِعَزِّتِ يَار

কিন্তু তাদের সকল চিন্তা প্রেমাঞ্চলের সম্মানের জন্য ।

تو سرِ خویش تاف্তَةِ از دیں

তুমি ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো,

حاصلِ روزگارِ تو همهٗ کین

তোমার জীবনের সারকথা হলো কেবল শক্রতা করা ।

در عناد و فساد افتاده

তুমি শক্রতা ও ফ্যাসাদে লিপ্ত হয়ে

داد و داش ز دست خود داده

ন্যায়বিচার ও বিবেককে নিজ হাতে বিদায় দিয়েছ ।

سر کشیده بنازو کبروریا

গর্ব, অহংকার ও লোক-দেখানো অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে তুমি ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ,

وازندرین نہاده بیردال پا

আর ধার্মিকতার গভি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছ ।

چوں خداست نداونور دروں

যেহেতু খোদা তোকে অভ্যন্তরীণ জ্যোতি দেন নি

عقل و هوش تو جمله گشت گوش

তাই তোর বিবেক ও বুদ্ধি সবই বিকারগত বা উল্টো হয়ে গেছে ।

کفر گوئی عبادت انگاری

কুফরী বাক্য ব্যয় করাকে তুই ইবাদত মনে করিস

فسق و رزی ٹواب پنداری

আর অপকর্মকে মনে করিস পুণ্য?

صد حجابت بچشم خویش فرا

নিজের চোখে শত পর্দা লেপন করে,

باز گوئی کہ آفتاب کجا

আবার জিজ্ঞেস করিস যে সূর্য কোথায়?

پر ده بردار تاب بني پيش

পর্দা সরাও যেন তুমি সামনে দেখতে পাও,

জান মাসুখ্তি ব্যক্তি খোবিশ

তোমার অন্ধক আমাকে গভীর মর্ম্যাতনায় ক্লিষ্ট করে।

তাঁতি সরু মনুম মনান

তুই নেয়ামতদাতা ও অনুগ্রহকারী খোদা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিস

আইস বুদ শক্র নুমত এনাদান

হে নির্বোধ! এটিই কি নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা?

দল নহাদন দরীস স্বারাজ পোড়ো

এই অর্থহীন জগতের মোহে আচ্ছন্ন হওয়া

عاقبت مے کندز دیس بیروں

অবশ্যে ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

ترک کوئے حق ازو فادورست

খোদার গলি পরিত্যাগ করা বিশ্বস্ততার পরিপন্থি,

دل بغیرے مدہ که غبورست

অন্যদের মন দেবে না, কেননা তিনি আত্মাভিমানী।

دانی و باز سرকشی ازوے

তুমি জেনেও তাঁর প্রতি বিদ্রোহ প্রদর্শন করছ,

আইস চে ব্রহ্মুদ স্তম্ভ কনি হে হে

পরিতাপ! তুমি নিজ প্রাণের ওপর এ কেমন অবিচার করছ?

هر চে গ্রহে ন্দে ব্যাখ্যাত রস্ত

খোদা ছাড়া তোমার হৃদয়ে ঘা-কিছু আছে

আল বত তস্ত এ বায়োস স্ত

হে দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি, তা-ই তোমার প্রতিমা।

প্র হুর বাশ সীস ব্যান নহাস

এ সকল প্রচল্লন প্রতিমা সম্পর্কে সাবধান!

দামন দল রস্ত শাশ ব্রহ্মাস

হৃদয়ের আঁচল তাদের হাত থেকে মুক্ত রাখ।

চিস্ত কর কর কর শরক কার

সে ব্যক্তির মূল্য ই বা কি- যার কাজ হলো শিরক করা?

চুল জন জান নিয়ে হোর শ যার

আর ব্যভিচারী নারীর ন্যায় যার রয়েছে হাজার বন্ধু?

### صَدَقَ مَعْرُوفٍ صَدَقَ بَشِّيرٍ

ساتتاریں بھیتے کا ج کر آر ساتکے پشا ہیسے اور بالمن کر

### جَانِبُ صَدَقَ رَاهِمِيَّشَهِ بَشِّيرٍ

آر سدا ساتے ر پکھ اور بالمن کر ।

### دِيدِهِ تَوْبَ صَدَقَ بَكْشَايِيدَ

ساتتا تو ما ر چو خ ٹولے دے رے

### يَارِ رَفْتَهِ بَصَدَقَ بازَ آيِدَ

آر ہارا نو بخ ساتتار کارا نے فیرے آسے ।

### صَادِقَ آنِ سَتَ كَوْ قَلْبَ سَلِيمَ

ساتبا دی سے، یہ پبیتھ ہدی نیے

### گَيْرِ دَآسِ دِيسِ كَهْ هَسْتَ پَاكَ وَ قَوِيمَ

سے ہی ڈرم کے اور بالمن کرے یا پبیتھ و سودھ ।

### دِينِ پَاكَ سَتَ مَلتِ اسلامَ

پبیتھ ڈرم ہلے اسلام ڈرم،

### ازِ خَدَائِيَّهِ كَهْ هَسْتَ عَلْمَشَ تَامَ

تا سے ہی خودا ر پکھ ٹھکے یار ڈنا ہلے سمسون ।

### زَيْنَ كَهْ دِيسِ ازِ بَرَائِيَّهِ آسِ باشَدَ

یہ ہئو ڈرمے ر ڈندھی ہلے

### كَرِ زَبَاطِلِ بَحْتَ كَشَانِ باشَدَ

ما نو ڈکے میثا ٹھکے ساتے ر دیکے آکر ڈک کر را ।

### وَيْ صَفتَ هَسْتَ خَاصَهَ فَرْقاَنَ

آر اے بیشی ڈی کو را نے ر بیشہ بخ

### هَرِ اصْوَلِشَ موْلِقَ ازِ بَهَارَ

یار پریتی نیتی سمع جنل نیدرن ڈا یو کر و پر پریتی ।

### بَارِإِنِ روْشَنِ وَتَابَالِ

تا سمع جنل و جیاتی ڈرماندی ر مادھی مے

### مَنِ نَمَادِيرَهِ خَدَائِيَّهِ يَگَانَ

اک خودا ر پکھ پر درن کرے ।

### مَنِ گَرامِ روزِ سِيمَ داشْتَهِ

یادی آر ار کا چے سمساد ٹاکتے تا ہلے

آں براہین بزرگ شستے

এ সকল প্রমাণাদি আমি স্বর্ণক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করতাম।

اللّهُ أَكْبَرُ  
آں براہین بزرگ دین ست ایں

খোদার কসম! কত পবিত্র ধর্ম এটি!

رحمت رب عالمین ست ایں

যা বিশ্বপ্রতিপালকের মূর্তিমান রহমত।

آفتاب رہ صواب ست ایں

এটি সত্যের সূর্যস্বরূপ;

بخاربہ ز آفتاب ست ایں

খোদার কসম এই ধর্ম সুর্যের চেয়েও উত্তম।

مے بر آردز جہل و تاریکی

অঙ্গতা ও অন্ধকার থেকে বের করে

سوئے انوار قرب و نزدیکی

খোদার নৈকট্য ও সাক্ষাতের জ্যোতির পানে পরিচালিত করে।

مے نماید بطالبان رہ راست

অন্ধেষ্ঠাদের এটি সঠিক পথ দেখায়

راستی موجب رضاۓ خدا ست

আর সঠিক পথ ও সততা খোদার সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে।

گرتراہست بیم آں دادار

যদি তোমার সেই সুবিচারক খোদার ভয় থাকে তাহলে

بپذیر و ز خلق بیم مدار

(ইসলামকে) গ্রহণ কর আর মরণশীল মানুষকে ভয় করবে না।

چوں بود بر تور حمت آں پاک

যেখানে তোমার প্রতি সেই পবিত্র খোদার করণা রয়েছে

دیگر از لعن و طعن خلق چ باک

সেখানে মানুষের অভিশাপ ও সামালোচনার তোমার কিসের ভয়?

لعن خلق سهل و آسان ست

সৃষ্টির অভিশাপ সামান্য বিষয়,

لعن آن ست کوز رحمان ست

সেই অভিশাপ ভয়াবহ যা রহমান খোদার পক্ষ থেকে এসে থাকে।

অবশ্যে সকল প্রয়োজনীয় কথা লিখা শেষ করে এ গ্রন্থের কী কী উপকারিতা রয়েছে, মুখবন্ধে তা-ও স্পষ্ট করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়, যেন ঐশ্বী সত্য জানার জন্য প্রাণ বিসর্জনকারীরা আধ্যাত্মিক বন্ধুর পক্ষ থেকে শুভসংবাদ পায়। আর যারা সত্য ও সততার জন্য লালায়িত তাদের সামনে তাদের অভিষ্ঠ স্পষ্ট হয়ে যায়।

অতএব, সেই কল্যাণ বা উপকারিতা ছয় প্রকার:

এ গ্রন্থের প্রধানতম কল্যাণকর দিক হলো: গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়াদি লিখতে গিয়ে এতে দুর্বল কোন কথা লিখা হয় নি বরং সে সকল সত্য বিষয়াদী যার ওপর ধর্মীয় জ্ঞানের নীতিমালা নির্ভরশীল আর সে সকল সুমহান তত্ত্বাবলী যার সামগ্রিক রূপের নাম হলো ইসলাম, এর সবকিছু এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর এটি এমন একটি লাভজনক ও কল্যাণকর কাজ যে, এর পাঠকদের সকল ধর্মীয় চাহিদা এতে পরিবেষ্টিত আর কোন বিভ্রান্তকারী ও প্ররোচকের ফাঁদে তারা আর পা দেবে না বরং অন্যদের বুঝানো, হিতোপদেশ দেয়া ও সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি উৎকর্ষ শিক্ষক ও যোগ্য পথপ্রদর্শক সাব্যস্ত হবে।

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় উপকারিতা হলো: ইসলাম ও ইসলামী নীতি সংক্রান্ত সত্যতার তিনশত দৃঢ় ও অকাট্য প্রমাণাদি সমন্বয়ে এটি প্রণীত, যা দেখে পুরোপুরি অঙ্গ এবং বিদ্বেষের ভয়াবহ অঙ্গকারে নিমজ্জিত ব্যক্তি ছাড়া সকল সত্যান্বেষীর জন্য এই সুদৃঢ় ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এ গ্রন্থের তৃতীয় উপকারিতা হলো: ইহুদি, খ্রিস্টান, তারকাপূজারি, আর্যব্রাহ্ম, প্রতিমাপূজারি, নাস্তিক, প্রকৃতিপূজারি, কুসংস্কারপন্থি, বিধর্মী- এক কথায় আমাদের যত ধরণের বিরোধী আছে তাদের সকলের সন্দেহ-সংশয় ও কুমন্ত্রণার সমাধান বা উত্তর এতে রয়েছে। আর উত্তরও এমন যে মিথ্যাচারীদের মুখ তাদের নিজেদেরই যুক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আপত্তির কেবল খণ্ডনই করা হয় নি বরং প্রমাণ করে দেখানো হয়েছে যে, যে বিষয়কে দুর্বল চিন্তাধারার মানুষ আপত্তির কারণ ভেবেছে, সত্যিকার অর্থে তা এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে অন্যান্য গ্রন্থের ওপর কুরআনের শিক্ষামালার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রমাণিত, আপত্তির সুযোগ থাকার তো প্রশঁস্ত ওঠেনা। আর সেই শ্রেষ্ঠত্ব এত স্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে

যার ফলে আপত্তিকারী স্বয়ং আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে।

**চতুর্থ উপকারিতা হলো:** এতে ইসলামী নীতির বিপরীতে বিরোধীদের ধর্মীয় নীতি সম্পর্কেও সুগভীর গবেষণা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাদের যেসব নীতি ও বিশ্বাস সত্য-বিবর্জিত, কুরআনী শিক্ষার মোকাবিলায় সে সবের অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে, কেননা, প্রত্যেক অমূল্য রন্ধনের মূল্য তুলনার মাধ্যমেই বুঝা যায়।

**এই গ্রন্থের পঞ্চম উপকারিতা হলো:** এটি পাঠ করলে ঐশী বাণীর তথ্য ও তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হবে আর সেই পরিত্র গ্রন্থের তত্ত্ব ও প্রজ্ঞা সবার সামনে প্রকাশ পেয়ে যাবে, যেই প্রাণসংজীবনী জ্যোতি হতে ইসলামের জ্যোতি উৎসারিত। কেননা, সে সকল যুক্তি ও প্রমাণ যা এতে লিখা হয়েছে আর সে সকল পরমোৎকর্ষ সত্য যা এতে প্রদর্শন করা হয়েছে, তা কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত থেকেই নেয়া। খোদা নিজ গ্রন্থে যে সকল যুক্তিগত প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন সে সকল যুক্তিগত প্রমাণই এতে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এই ব্যবস্থার আওতাধীনে কুরআন শরীফের প্রায় ১২ পাঠা এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। অতএব, এ গ্রন্থ সত্যিকার অর্থে কুরআন শরীফের সূক্ষ্ম বিষয়াদি ও তত্ত্ব, এর সুমহান রহস্যাবলী, এর প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা এবং এর মহান তত্ত্ব-দর্শন তুলে ধরার জন্য এক বাণিতাপূর্ণ তফসীর যা পাঠ করলে প্রত্যেক সত্যান্বেষীর কাছে স্বীয় সম্মানিত মনিবের অনন্য গ্রন্থের সুউচ্চ মর্যাদা বিশ্বকে আলোকিতকারী সূর্যের ন্যায় সমুজ্জল হয়ে ধরা দেবে।

**এ গ্রন্থের ষষ্ঠ উপকারিতা হলো:** এতে আলোচিত বিষয়াদি গভীর দৃঢ়তা, উৎকৃষ্টতা ও যুক্তি প্রদানের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রেখে অথচ অত্যন্ত সহজভাবে পরম সৌন্দর্য, ভারসাম্য ও সূক্ষ্মতার মানদণ্ডের নিরিখে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি এমন একটি রীতি যা জ্ঞানের প্রসার এবং চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির দৃঢ়তার জন্য এক উন্নত মাধ্যম সাব্যস্ত হবে। কেননা, সঠিক যুক্তি-প্রমাণ সম্পর্কে প্রণিধান ও এর ব্যবহারে মনন-শক্তি দৃঢ় হয় আর সূক্ষ্ম বিষয়াদি বুঝার ক্ষেত্রে বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তি ক্ষুরধার হয়ে উঠে। সঠিক যুক্তির অনুশীলন ও অনুসরণের কারণে হৃদয় সত্যের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া সকল বিতর্কিত বিষয়ের প্রকৃত ও সত্যিকার রূপ উদঘাটনের এমন এক পরমোৎকর্ষ যোগ্যতা ও দক্ষতা সৃষ্টি হয়ে যায় যা বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণতার কারণ এবং মানুষের

যুক্তিপ্রিয় সত্ত্বার জন্য পরম পরাকার্ষাস্বরূপ, যার ওপর নির্ভর করে মানুষের সমূহ সৌভাগ্য ও সম্মান।

এই মুখবন্ধের এখানেই ইতি টানা হলো। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি এ কাজে আমাদের সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। তাঁর সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা কখনই সঠিক পথে চলতে পারি না।

### মুখবন্ধের সমাপ্তি

# BARĀHĪN - E - AḤMADIYYA

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad<sup>as</sup> of Qadian claimed to be the same Promised Messiah and Mahdi that the Holy Prophet Muhammad<sup>sa</sup> prophesied would come to rejuvenate Islam and restore its original lustre.

During his early life, Mirza Ghulam Ahmad<sup>as</sup> saw a dream in which he handed a book of his own authorship to the Holy Prophet<sup>sa</sup>. As soon as the book touched the Holy Prophet's blessed hand, it transformed into a beautiful, honey-filled fruit which was then used to revive a dead person lying nearby.

The Promised Messiah<sup>as</sup> was inspired with the following interpretation:

Allah the Almighty then put it in my mind that the dead person in my dream was Islam and that Allah the Almighty would revive it at my hands through the spiritual power of the Holy Prophet, may peace and blessings of Allah be upon him.

It is this very book—*Barāhīn-e-Aḥmadiyya*—which is to be instrumental in revitalizing Islam in the latter days in accordance with the grand prophecy of the Holy Prophet<sup>sa</sup>. Its subject matter is of universal importance and, as such, it will prove to be a source of lasting value for all readers. The significance of *Barāhīn-e-Aḥmadiyya* cannot be overstated.

